

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী

শ্রীচরণেষু—

১লা মার্চ্চ, ১৯৪২

পরিশিষ্ট

l'état	রাষ্ট্র	state
gouvernement; corps du gouvernement; membres du gouvernement; l' institution du gouvernement	শাসন, শাসনশক্তি; শাসনতন্ত্র, শাসন-ব্যবস্থা; শাসনকর্ত্তৃপক্ষ, শাসনকর্ত্তৃত্ব; শাসন প্রতিষ্ঠান	government; administration; system of government; members of government etc.
constitution	রাষ্ট্রীয় গঠন-ব্যবস্থা	constitution
souverain	রাজশক্তি	sovereign, sovereignty
le peuple; corps du peuple; corps de la nation	জাতি, প্রজা, সাধারণ; জনসমষ্টি; জাতীয় সমবায়	people; body of the people; body of the nation.
loi	ব্যবস্থাবিধি, আইন	law
législation	ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন	legislation
puissance législative	ব্যবস্থাপক ক্ষমতা	legislative power
pouvoir exécutif	কার্য্যকারী ক্ষমতা	executive power
pouvoir absolu	অনাপেক্ষিক ক্ষমতা	absolute power
personne publique	জনসমষ্টি, সাধারণ	public person
volontè générale	সাধারণ ইচ্ছা	general will

volonté particulère	বিশেষ ইচ্ছা	particular or individual will
volonté de corps	সমষ্টির ইচ্ছা	corporate will
corps social	সমাজ	social body
corps politique	রাষ্ট্রীয় সমবায়	body politic
l' intérést de corps	সাধারণ স্বার্থ, সমবায়িক স্বার্থ	corporate interest
l'ordre civil	সমাজ ; সামাজিক শৃঙ্খলা	civil order
droit civil	নাগরিক অধিকার	civil right
liberté civile	পৌর স্বাধীনতা ; ব্যক্তি স্বাধীনতা	civil liberty
l'association civile	সমাজ-বন্ধন	civil association
l' home civil	সামাজিক মানুষ	civil man
la société civile	সাধারণ সমাজ-ব্যবস্থা	civil society
l' état civil	সমাজবদ্ধ অবস্থা	civil state

অনুবাদকের নিবেদন

অনেকদিন আগে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের অনুরোধে রুশোর *Contract Social* (সামাজিক চুক্তি) অনুবাদ করা হইয়াছিল। সেই সময় ইহাও স্থির হইয়াছিল যে Aristotle-এর *Politics* ও Machiavelli-র *Prince* মূল ভাষা হইতে তর্জ্জমা করিবার ব্যবস্থা হইবে। এই কল্পনা অবশ্য কার্য্যে পরিণত হয় নাই। *Contract Social* তর্জ্জমা শেষ হইয়া এতদিন পড়িয়াছিল। এই গ্রন্থ চার খণ্ডে বিভক্ত। ইহার মধ্যে প্রথম তিন খণ্ড পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল চতুর্থ খণ্ড সহ সম্পূর্ণ গ্রন্থ এখন এক সঙ্গে প্রকাশিত হইল।

Contract Social এর রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত ফরাসী কথাগুলির অনুবাদে বাংলায় যে সকল কথা ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার একটা মোটামুটি তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

রুশোর জীবনী ও তাঁহার রচিত সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। ইহার অল্প পরিসরে সমসাময়িক কালের য়ুরোপের সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও সাহিত্যের উপর রুশোর গ্রন্থগুলির অসাধারণ প্রভাবের কোন বর্ণনা দেওয়া গেল না। *Contract Social*-এ প্রতিপাদিত তত্ত্বসমূহের কোনগুলি রুশোর নিজস্ব ও কোনগুলি অপরের নিকট গৃহীত এবং বর্ত্তমান যুগে এইগুলির কতখানি মূল্য আছে তাহার কোনরূপ আলোচনাও এই বিবরণে নাই। একজন অনন্যসাধারণ সৃজনী প্রতিভাশালী যুগ-প্রবর্ত্তক লেখকের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের মূল হইতে বাংলা অনুবাদমাত্র হিসাবে পাঠক ইহা গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রুফ দেখিবার দোষে পুস্তকে কতকগুলি ভুল রহিয়া গিয়াছে ইহার মধ্যে কতকগুলি ফরাসী ও বাংলা কথার বানান ভুল উল্লেখযোগ্য এজন্য ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

৯৭, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা
১লা মার্চ্চ, ১৯৪৬

শ্রীনলীমাধব চৌধুরী

জে, জে, রুশো জীবন-কথা

১৭১২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন জেনেভা প্রবাসী এক প্রোটেষ্টান ফরাসী পরিবারে রুশো (Jean Jacques Rousseau) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পরেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয় এবং আত্মীয়াদের হাতে রুশোর পালনের ভার পড়ে। তাঁহার পিতার ঘড়ি তৈয়ারীর ব্যবসায় ছিল। রুশোর দশ বৎসর বয়সের সময় পুত্রকে আত্মীয়দিগের নিকট ফেলিয়া রাখিয়া পিতা জেনেভা হইতে চলিয়া যান। আত্মীয়গণ বালককে কাজকর্ম্মে লাগাইয়া দিবার চেষ্টা করেন কিন্তু উহা ভাল না লাগায় ১৬ বৎসর বয়সে বালক গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করে। রুশোর এই সময়ের ভবঘুরে জীবনের বিচিত্র কাহিনী *Confessions* নামক পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। এই সময়ে তিনি প্রথম Madame de Warens এর সংশ্রবে আসেন। কিছু-দিন পরে তাঁহার প্ররোচনায় Turin-এ এক আশ্রমে থাকিয়া ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তারপর কখন ভৃত্য কখন বা সেক্রেটারী যে কাজ জুটিত তাহাই করিতে থাকেন ও অবশেষে Madame de Warens এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া নয় বৎসর তাঁহার গৃহে বাস করেন। নয় বৎসর তাঁহার গৃহে বাস করিবার পর তাঁহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া Lyons এ চলিয়া যান ও গৃহ শিক্ষকের কাজ যোগাড় করিয়া লন। সেখান হইতে

১৭৪১ খৃষ্টাব্দে পারীতে উপস্থিত হন, একখানি স্বলিখিত পুস্তক (*Narcisse*), নিজের উদ্ভাবিত স্বরলিপির নূতন প্রণালী ও পনেরটি মুদ্রা সম্বল লইয়া। স্বরলিপি নকল করিয়া রুশো কোনপ্রকারে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। এই সময়ে Diderot, Fontenelle, Marivaux, কয়েকজন নাম করা ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। Diderot Encyclopoediaর জন্য কিছু কাজও তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়া দেন। অবশেষে তিনি Madame Dupinএর সেক্রেটারীর কার্য্যে নিযুক্ত হন ও তাঁহার অবস্থা কতকটা সচ্ছল হয়।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে l'Academie de Dijon, Science ও Arts এর উন্নতির ফলে মানবচরিত্রের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইয়াছে,—এই সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি পুরস্কার ঘোষণা করেন। প্রতিযোগিতায় রুশোর প্রবন্ধ পুরস্কার লাভ করে। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার *Le Discours sur l'inegalité* প্রকাশিত হয় ও তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। পারীর অভিজাত Salonগুলিতে তিনি সম্মানিত অতিথি হিসাবে পরিগণিত হন। কিন্তু রুশো পারীর সুসভ্য, মার্জ্জিত চলন বলনের কায়দা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই; তাঁহার গ্রাম্য, আড়ষ্ট চালচলনের জন্য পাছে উপহাসের পাত্র হন এই ভয়ে তিনি ইচ্ছা করিয়া লোকের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করিতেন। মোটের উপর পারীর মার্জ্জিত সমাজ তাঁহার প্রীতিপদ হয় নাই। তিনি প্রকৃতির ক্রোড়ে মানুষ হইয়াছিলেন, আবাল্য ভবঘুরে জীবন প্রকৃতির প্রতি তাঁহার আকর্ষণ নিবিড়তর করিয়াছিল। পারীর বদ্ধ আবহাওয়া হইতে বাহির হইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময় Madame d'Épinayর Montmorencyর বনভূমির উপকণ্ঠে তাঁহার কুটীর রুশোকে বাস করিবার জন্য দেন। কিছুকাল পরে এই বাড়ী ত্যাগ করিয়া ঐ অঞ্চলেই লুক্সেমবুর্গের ডিউকের একটি কুটীরে তিনি উঠিয়া যান। এই বাড়ীতে (Montlouis) রুশো স্থিরভাবে কয়েক বৎসর বাস করেন। এই বাড়ীতে বাস করিবার সময় তাঁহার *Nouvelle Héloïse* (১৭৬০)

Contrat Social (১৭৬২) এবং *E´mile* প্রকাশিত হয়। *Contrat Social* ফরাসী সেন্সরকর্তৃপক্ষের ভয়ে Amsterdam হইতে প্রকাশিত হয়, *E´mile*ও সেখান হইতে প্রকাশিত হয়। *Nouvelle He´loise* প্রকাশিত হইলে নাগরিক-জীবনের প্রতি বিরক্ত, বনবাসী গ্রন্থকারের নাম সমগ্র য়ুরোপে ছড়াইয়া পড়ে, সমসাময়িক য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রধানগণের মধ্যে তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। *E´mile* প্রকাশিত হইলে রাজা, শাসনতন্ত্র ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে গ্রন্থকারের স্বাধীন মতামত ফরাসী সরকার ও চার্চ্চের প্রীতিকর হইল না; Sorbonne হইতে এই গ্রন্থের নিন্দা হইল, পার্লামেণ্ট উহা পুড়াইবার আদেশ দিলেন ও রুশোর গ্রেপ্তারের আদেশ বাহির হইল। লুক্সেমবুর্গের ড্যুক তাঁহাকে বিতাড়িত করিতে বাধ্য হইলেন। রাত্রির অন্ধকারে রুশো Montlouis হইতে পলায়ন করিলেন। ফ্রান্সের বাহিরে ও *E´mile*-এর এই প্রকার অভ্যর্থনা হইল। বার্ণ, হলাণ্ড ও জেনেভায় এই পুস্তকের প্রচার রহিত হইল, পলাতক গ্রন্থকারের কোথাও আশ্রয় মিলিল না। অবশেষে Frederick the Great এর অনুগ্রহে Neuchâtel এর Motiers-Travers-এ Madame Boy de La Tour এর গৃহে তিনি আশ্রয় পাইলেন। এখানে উদ্ভিদবিদ্যার চর্চ্চা করিয়া ও লেস বুনিয়া সময় কাটাইতেন। এখান হইতে *Lettres e´crites de la Montagne* বাহির হয়। অবশেষে এক পাদরী (Pasteur) গ্রামের লোকদের তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিল। তাহাদের উৎপাতে Motiers হইতে পলায়ন করিয়া Lake Bienne-এর Sanit-Pierre দ্বীপের একটি বাড়ীতে তিনি আশ্রয় লইলেন। বার্ণের সরকার তাঁহাকে অভিযুক্ত করিবার আদেশ জারি করিলেন। সেখান হইতে পলায়ন করিয়া ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। বন্ধু David Hume এর সহায়তায় Staffordshire-এ Wootton-এর একটি বাড়ীতে কতকটা শান্তিতে দেড় বৎসর কাল বাস করিলেন। স্থান হইতে স্থানান্তরে এইভাবে বিতাড়িত হইয়া ও বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে সংসারের সকলের

উপরেই রুশোর মনে সন্দেহের ভাব আসিয়া গিয়াছিল, মেজাজ খিট্‌-খিটে হইয়াছিল। Hume এর সঙ্গে কলহ বাধিল। রুশোর সন্দেহ জন্মিল যে ইংরেজ সরকার তঁহাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায় পোষণ করেন। ইংলণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া তিনি Mirabeau ও Prince de Conti-র আশ্রয় লইলেন। অবশেষে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি পারীতে ফিরিয়া আসিলেন ও পূর্ব্বের মত স্বরলিপি নকল করিবার কাজ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে *Rousseau juge de Jacques* নামে একখানি পুস্তক রচিত হয়। পুস্তকখানি কথোপকথনের সমষ্টি। ইহাতে Rousseau তাঁহার নিজের আচরণ সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছেন। *Rêveries du Promeneur Solitaire* নামে আরেকখানি পুস্তকও এই সময়ে রচিত হয়। পারীতে Plâtrière নামক রাস্তায় একটি গৃহে রুশো নিঃসঙ্গভাবে বাস করিতেন। কাহারও সঙ্গে তিনি দেখা করিতেন না; কেহ দেখা করিতে আসিলে মারমূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিয়া অথবা অযাচিত-ভাবে অনুগ্রহ দেখাইয়া তাঁহাকে অবমানিত করিবার ও হেয় প্রতিপন্ন করিবার ষড়যন্ত্রে সকলে লিপ্ত, এই সন্দেহ তাঁহাকে এমন ভাবে পাইয়া বসিয়াছিল এবং তাঁহার আচরণে ইহা এমন ভাবে প্রকাশ পাইত যে উহা মস্তিষ্ক-বিকারের পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছিল। পৃথিবীতে সকলেই তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—Hume, Diderot, Grimm, তাঁহার সকল বন্ধুই শত্রু হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিত।

তাঁহার মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ M. de Girardin Ermenonville-এ নিজের একটি কুটীর রুশোকে বাস করিবার জন্য ছাড়িয়া দেন এবং ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সেখানে বাস করিবার জন্য চলিয়া যান। সেই কুটীরেই ঐ বৎসরের ২রা জুলাই তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে রুশো আত্মহত্যা করেন।

রুশোর সকল রচনার তালিকা দেওয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই সকল রচনা বিভিন্ন শ্রেণীর ; ইহার মধ্যে উপন্যাস, নাটক, রাষ্ট্রনীতি,

অর্থনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির আলোচনা, শিক্ষা প্রণালীর আলোচনা, পত্রাবলী, বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ, সঙ্গীত ও উদ্ভিদ বিদ্যার অভিধান প্রভৃতি আছে। রুশোর যে সকল গ্রন্থ বিশেষ বিখ্যাত সেগুলি ১৭৪৯ হইতে ১৭৬২ এই বারো বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। কতকগুলির উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে *La Nouvelle Heloise, Contrat Social, E'mile* প্রভৃতি সমধিক পরিচিত। প্রসিদ্ধ *Profession de foi du vicaire savoyard, E'mile*-এর একটি অংশ। *Confessions, E'mile et Sophie, Rêveries du Promeneur Solitaire* প্রভৃতি তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। Nouvelle Héloise দুই প্রেমিকের পত্রাবলীর আকারে রচিত উপন্যাস। এক কথায় এই গ্রন্থকে য়ুরোপের রোমান্টিক কথা-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক বলা যায়। এই উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত, সুন্দর সমালোচনা George Brandesএর *Main currents in nineteenth century Literature*এ (vol i) পাওয়া যাইবে। *Contrat Social*-এ সর্ব্বসাধারণের ভোটের অধিকার ও সাধারণতন্ত্রের দাবী করা হইয়াছে এবং পরে ফরাসী বিপ্লবের যাহা মূল মন্ত্র হয় সেই *Liberty, Equality* ও *Fraternity*-র নীতি প্রচার করা হইয়াছে। *E'mile* নূতন ধরণের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে গ্রন্থ। ইহাতে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছেলে-মেয়েদের প্রতি অবহেলা, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার কৃত্রিম প্রণালী প্রভৃতির প্রতিবাদ করা হইয়াছে ও নূতন প্রণালীর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। Lord Morley এই গ্রন্থকে "One of the seminal books of the world's literature" বলিয়াছেন। ফরাসী দেশে *Contrat Social* ও *E'mile,* এই দুইখানি গ্রন্থই ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে সমানভাবে সাহায্য করে। ফরাসীদেশের বাহিরেও প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদগণ রুশোর প্রণালী কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

রুশোর বিখ্যাত রচনাসমূহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এক। প্রকৃতি

মানুষকে যে ভাবে গড়ে ও যে উদ্দেশ্যে গড়ে সমাজের দোষে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। রুশোর নিজের কথায় (*Dialogue*) J'y vis partout le développement de son grand principe, que la nature a fait l'homme heureux et bon, mais que la société le déprave et le rend misérable. অর্থাৎ, সকল রচনার মধ্যে এক মূলনীতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—প্রকৃতি মানুষকে সুখী ও সৎ করিয়া গড়িয়াছিল কিন্তু সমাজ তাহাকে নষ্ট ও দুর্দশাগ্রস্থ করিয়াছে। লেখক-রুশোর মূল উদ্দেশ্য মানুষের উদ্ধার সাধন করা ও তাহার উপযুক্ত স্থানে তাহাকে স্থাপন করা। এই কার্য্যের দুইটি অংশ আছে,—ব্যক্তির উদ্ধার ও সমাজের উদ্ধার। ব্যক্তির উদ্ধার করিতে হইবে প্রথমতঃ শিক্ষার দ্বারা। কি ভাবে এই কাজ করিতে হইবে তাহা দেখান হইয়াছে *Emile*-এ। সমাজের উদ্ধার সাধন সম্ভব হয় মানুষ যদি সমাজ-বন্ধনের গোড়ার কথা মনে রাখে। ব্যক্তি তাহার নিজস্ব স্বাধীনতার খানিকটা বিসর্জন দেয় সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য, সে কাহারও গোলাম নহে। বৈষম্য, অর্থাৎ মুষ্টিমেয় লোকের প্রভুত্ব সকল অন্যায়, শোষণ ও অত্যাচারের মূল। সমাজ ও সমাজবদ্ধ মানুষের নিজের প্রয়োজনে যে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় তাহার উদ্ধার সাধনের উপায় দেখান হইয়াছে *Contrat Social*-এ।

ভূমিকা

বহুদিন পূর্ব্বে আপনার শক্তির পরিমাণ না বুঝিতে পারিয়া একখানি বড় গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়াছিলাম এবং সে প্রয়াস অনেক দিন হইল পরিত্যক্ত হইয়াছে; এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উহারই একটি অংশ। যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহার বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে গুলি উদ্ধার করা যাইতে পারিত ইহাই সেগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং আমার মতে সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার সর্ব্বাপেক্ষা কম অনুপযুক্ত; বাকী অংশগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সামাজিক চুক্তি বা রাষ্ট্রীয় অধিকারের মূল কথা।

প্রথম খণ্ড

আমার অনুসন্ধানের বিষয়, মানুষকে যেমন দেখা যায় সেই ভাবে ও ব্যবস্থা-বিধি যেরূপ হইতে পারে সেইরূপে লইলে, সমাজে শাসন-পরিচালনের কোন বৈধ ও নিশ্চিত নিয়ম পাওয়া যাইতে পারে কি না। অধিকার বলে যাহা করা যায় ও স্বার্থের নিমিত্ত যাহা করা আবশ্যক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সর্ব্বদা এই দুইটির সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিব যাহাতে, যাহা ন্যায়ানুমোদিত ও যাহা হিতকর, পরস্পর হইতে তাহারা বিযুক্ত হইতে না পারে।

আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব প্রতিপন্ন না করিয়াই আমি সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিতে প্রস্তুত হইলাম। লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমি কি শাসন-কর্ত্তা না ব্যবস্থা-কর্ত্তা, যে রাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়াছি? আমার উত্তর এই যে, আমি দুইয়ের কোনটি নহি এবং ঐ কারণেই রাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়াছি। যদি আমি শাসন-কর্ত্তা বা ব্যবস্থা-কর্ত্তা হইতাম তাহা হইলে যাহা করিয়া দেখাইতে হয় তাহা লইয়া কথা বলিয়া আমার সময় নষ্ট করিতাম না; হয় কাজ করিতাম, না হয় চুপ করিয়া থাকিতাম।

আমি স্বাধীন রাষ্ট্রে জন্মিয়াছি এবং আমি তাহার রাজশক্তির একটি অংশ; কাজেই রাষ্ট্র-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলিতে আমার কথার প্রভাব অতি সামান্য হইলেও তদুপলক্ষে আমার ভোট দিবার অধিকার আছে বলিয়া সে সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার কর্ত্তব্য; এবং বিভিন্ন শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি যত চিন্তা করি, আমার স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থার প্রতি অনুরক্ত হইবার তত নূতন নূতন কারণ আমার আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিতে পাইয়া আমি আপনাকে সুখী বিবেচনা করি!

প্রথম অধ্যায়

প্রথম খণ্ডের বিষয়।

মানুষ জন্মে স্বাধীন হইয়া, কিন্তু সর্ব্বত্র সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ। একজন মনে ভাবে সে আর সকলের প্রভু কিন্তু সে স্বয়ং তাহাদের অপেক্ষা অধিক পরাধীন থাকিয়া যায়। এ পরিবর্ত্তন কি করিয়া হইল? আমি জানি না। ইহাকে বৈধ করিয়া তুলে কিসে? এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি বলিয়া মনে হয়।

যদি আমি কেবল বল ও তাহা ব্যবহারের ফলাফলের কথা ধরিতাম তবে বলিতাম: "যতদিন একটি জাতিকে আদেশ

পালনে বাধ্য করা যায় এবং তাহারা আদেশ পালন করে, ততদিন তাহারা ভালই করে; যত শীঘ্র ঐ জাতি যোয়াল ফেলিয়া দিতে পারে এবং ফেলিয়া দেয়, তাহারা আরও ভাল করে; কারণ, যে অধিকারে তাহাদের স্বাধীনতা অপহৃত হইয়াছিল সেই অধিকারে সেই জাতি তাহা পুনরুদ্ধার করিলে মানিতে হইবে হয় এই উপায়ে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে তাহাদের অধিকার আছে, না হয়, তাহা অপহরণ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। কিন্তু সামাজিক শৃঙ্খলার দাবী মানুষের পবিত্র অধিকার, উহা আর সকল অধিকারের ভিত্তি-স্বরূপ। কিন্তু তাহা হইলেও এ অধিকার প্রকৃতি হইতে আসে নাই; ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কতকগুলি চিরায়ত প্রথার উপর। এই প্রথাগুলি কি তাহা জানা প্রয়োজন। তৎপূর্ব্বে আমি যাহা বলিলাম তাহা আমাকে প্রমাণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদি সমাজসমূহ।

সকল রকম সমাজের মধ্যে প্রাচীনতম এবং একমাত্র স্বাভাবিক সমাজ-বন্ধন হইতেছে পরিবার; এমন কি পরিবারের ভিতরেও, সন্তান ততক্ষণই পিতার সহিত আবদ্ধ থাকে, যতক্ষণ আত্মরক্ষার জন্য উহা আবশ্যক। যে-মাত্র এই

প্রয়োজন শেষ হয় সেই মুহূর্ত্তে উক্ত স্বাভাবিক বন্ধন ভাঙ্গিয়া যায়। সন্তান, পিতার প্রাপ্য যে আদেশানুবর্ত্তিতা, তাহা হইতে মুক্ত হয়; পিতা, সন্তানের প্রাপ্য যে রক্ষণাবেক্ষণ প্রযত্ন, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া উভয়ে সমান ভাবে স্বাধীনতা পুনর্ল্লাভ করেন। তার পরেও যদি উভয়ে একত্রই থাকেন তাহা আর প্রাকৃতিক কারণবশতঃ নয়, ইচ্ছা করিয়া; এবং পরিবার-বন্ধন টিকিয়া থাকে কেবল প্রথার উপরে।

উভয় পক্ষের এই স্বাধীনতা মানুষের স্বভাব হইতে উদ্ভূত। মানুষের পক্ষে প্রথম আইন হইতেছে তাহার আত্মসংরক্ষণের উপায় বিধান করা; নিজের জন্য যাহা সে করিতে বাধ্য তাহাই তাহার প্রথম ভাবনার বিষয়, এবং যখন সে বুদ্ধি বিবেচনা করিবার বয়সে আসে, তখন কেবল স্বয়ং আত্ম-সংরক্ষণের উপায় নির্দ্ধারণের সক্ষম বলিয়া সে আপনি আপনার অভিভাবক হয়।

তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে রাজনৈতিক সমাজ সমূহের প্রথম আদর্শ হইতেছে পরিবার; রাজার সহিত পিতার তুলনা চলে, প্রজাবৃন্দের সহিত সন্তানগণের তুলনা চলে এবং সকলে সমান এবং স্বাধীন হইয়া জন্মিয়া কেবল স্বকীয় কল্যাণার্থে আপনাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে। প্রভেদ এইমাত্র যে, পরিবারের ভিতরে সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ সন্তানের জন্য তাঁহার সকল শ্রম সার্থক করিয়া দেয় এবং রাষ্ট্রে প্রভুত্ব

করিবার সুখ এই স্নেহের স্থান অধিকার করে; কারণ, প্রজাবৃন্দের প্রতি রাজার ঐরূপ স্নেহ থাকে না।

মানুষের সকল ক্ষমতা যে যে-সকল ব্যক্তি শাসিত হয় তাহাদের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত গ্রোটিয়ুস (Hugo Grotius) তাহা স্বীকার করেন না; দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি দাসত্ব প্রথার উল্লেখ করেন। তিনি সচরাচর যে যুক্তি-প্রণালী ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইতেছে সর্ব্বত্র দৃষ্ট ঘটনার সাহায্যে অধিকারকে প্রমাণ করা। (১) ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যুক্তি-সঙ্গত প্রণালী ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী শাসকগণের পক্ষে সেটি অধিক অনুকূল করা সম্ভব নয়।

তাহা হইলে গ্রোটিয়ুসের মতে ইহা সন্দেহের বিষয় যে সমগ্র মানব জাতি একশত মানবের সম্পত্তি, না ঐ একশত জন মানুষ সমগ্র মানব জাতির সম্পত্তি; এবং দেখা যায় যে, তাঁহার পুস্তকের সর্ব্বত্র তিনি প্রথমোক্ত মতের দিকেই ঝুঁকিয়াছেন; হব্‌সেরও (Thomas Hobbes) ঐ প্রকার মত। তাহা হইলে দাঁড়াইল যে, সমগ্র মানব জাতি

"জনসাধারণের অধিকার সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা সচরাচর পুরাতন জুলুম জবরদস্তির ইতিহাস ব্যতীত আর কিছু নয়। ঐ সব লইয়া বেশী মাথা ঘামান কেবল অকারণ মাথা খারাপ করা।" (Traité des intérêts de la France avec ses voisins—le marquis d' Argenson.) গ্রোটিয়ুস ঠিক এইরূপ করিয়াছেন।

গোমেষাদির মত বিভিন্ন পালে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক পালের একটি করিয়া শাসক আছেন যিনি গ্রাস করিবার জন্য পালের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

মেষপালক যেমন তাহার পালের মেষ অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর জীব, সেইরূপ মনুষ্যপালকগণও, অর্থাৎ যাঁহারা শাসন কর্ত্তা তাঁহারা, তাঁহাদের প্রজাবৃন্দ অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত। ফিলো (Philo) বলেন যে সম্রাট কালিগুলা (Caligula) ঐ ধরণে তর্ক করিতেন এবং ঐ উপমা সুন্দররূপে বজাইয়া রাখিয়া প্রমাণ করিতেন যে হয় রাজন্যবর্গ দেবতা, না হয় প্রজাবৃন্দ পশু। কালিগুলার তর্ক-প্রণালী হব্‌সের এবং গ্রোটিয়ুসের তর্ক-প্রণালীর সহিত মিলে। তাঁহাদের উভয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী আরিষ্টটলও (Aristotle) বলেন (১) যে সকল মানুষ কখন স্বভাবতঃ সমান নহে; কতক জন্মে দাসত্ব করিতে এবং কতক জন্মে প্রভুত্ব করিতে।

আরিষ্টটল সত্য বলিয়াছেন; কিন্তু যাহা ফল তাহাকে তিনি কারণ ধরিয়াছেন। যে ব্যক্তি দাসত্বের মধ্যে জন্মিয়াছে সে ব্যক্তি দাসত্ব করিতে জন্মিয়াছে, ইহা অপেক্ষা ধ্রুব আর কিছু নাই। তাহাদের শৃঙ্খলের ভিতরে দাসগণ সব কিছু হারাইয়া ফেলে, এমন কি শৃঙ্খল ছাড়িয়া বাহির হইবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত; তাহাদের গোলামিকে তাহারা ভালবাসে যেমন ইউলীসেস-এর সঙ্গীগণ আপনাদের পশু অবস্থাকে ভালবাসিত

১। Politc. lib. I, cap. v (Ed.)

(২)। সুতরাং এমন মানুষ যদি থাকে যাহারা স্বভাবতঃ গোলাম, তাহার কারণ কতকগুলি লোককে স্বভাবের বিরুদ্ধে গোলাম করা হইয়াছে। প্রথম গোলাম দলের সৃষ্টি হয় বল প্রয়োগের ফলে, তাঁহাদের ভীরুতা তাহাদিগকে গোলাম করিয়া রাখিয়াছে।

আমি রাজা আদম বা সম্রাট নোয়া সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না যদিও তাঁহার বংশ হইতে তিন জন বিখ্যাত ভূপতি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিশ্ব-জগৎকে আপনাদিগের মধ্যে স্যাটার্ণের (Saturne) পুত্রগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন (১) এবং কেহ কেহ তাঁহাদিগকে স্যাটার্ণের পুত্র বলিয়া বলিয়াই মনে করিতেন। আশা করি এই সংযমের জন্য আমি ধন্যবাদ পাইব। কারণ, আমি এই ভূপতিগণের একজনের, হয়ত বা জেষ্ঠ্যেরই, সাক্ষাৎ বংশধর; কে জানে যে স্বত্ব প্রমাণ করিতে বসিয়া আমি মানব জাতির আইন

২। "পশুগণের বুদ্ধির ব্যবহার" (Que les bêtes usent de la raison) প্লুটার্কের এই নামীয় প্রবন্ধটি দেখ।

১। প্রাচীন রোমক দেবতা Saturnus ও প্রাচীন গ্রীক দেবতা Cronos অভিন্ন, Cronos-এর তিন পুত্র, Hades বা Pluto, Zeus বা Jupiter, Poseidon বা Neptune. Zeus ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় নিজেদের মধ্যে পৃথিবীর শাসনভার ভাগ করিয়া লইবার সময় Poseidor-এর ভাগে সমুদ্র, Hades এর ভাগে পাতাল এবং Zeus-এর ভাগে আকাশ ও পৃথিবীর উপরের অংশ পড়ে। (অনুবাদক)

সঙ্গত রাজা বলিয়া বাহির হইয়া পড়িব না ? যাহা হউক, কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে আদম পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন, যেমন রবিন্সন ক্রুসো ছিলেন (Robinson Crusoe) তাঁহার দ্বীপের, যতক্ষণ তিনিই তথাকার একমাত্র অধিবাসী ছিলেন ; এবং এ রাজত্বের এই সুবিধা ছিল যে রাজা স্বস্তিতে সিংহাসনারূঢ় থাকিতেন, কারণ বিদ্রোহ, যুদ্ধ বা ষড়যন্ত্রকারী হইতে তাঁহার ভয় ছিল না।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রেষ্ঠ শক্তিমানের অধিকার।

শ্রেষ্ঠ শক্তিমান ব্যক্তিও কখন এত শক্তিমান হয় না যে সে চিরকাল প্রভুত্ব বজাইয়া রাখিতে পারে, যদি সে বলকে অধিকার ও আদেশানুবর্ত্তিতাকে কর্ত্তব্যে পরিবর্ত্তিত না করে। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ শক্তিমানের অধিকারের উদ্ভব ; এবং বাহ্যতঃ, ব্যঙ্গচ্ছলে এই অধিকার স্বীকার করা হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহাই কিন্তু মূলনীতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমরা কি কখনও এ কথাটির ব্যাখ্যা শুনিতে পাইব না ? বল দৈহিক শক্তি ; তাহা ব্যবহারের ফল যে কি উপায়ে নৈতিক হইতে পারে আমি তাহা ভাবিয়া পাই না। বলের নিকট আত্মসমর্পণ করা হয় দায়ে পড়িয়া, ইচ্ছা করিয়া নয় ;

নিতান্ত পক্ষে, সুবিধার খাতিরে। কোন অর্থে ইহা কর্ত্তব্য হইতে পারে ?

এক মুহূর্ত্তের জন্য এই তথাকথিত অধিকার মানিয়া লওয়া যাউক। আমার মতে তাহার একমাত্র ফল হইবে অব্যাখ্যেয় হযবরল। কারণ বল হইতে যদি অধিকারের উৎপত্তি হয় তাহা হইলে কারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফলও বদলাইবে। যে বল প্রথম বলকে অতিক্রম করিতে পারিবে সেই তাহার অধিকার পাইবে। যখন অবাধ্যতা করিলে শাস্তির আশঙ্কা থাকে না তখন বৈধভাবে অবাধ্যতা করা সম্ভব হয়। এবং যেহেতু শ্রেষ্ঠ শক্তিমান ব্যক্তি সর্ব্বদা অভ্রান্ত হইয়া থাকেন, কাজের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায় যাহাতে লোকে শ্রেষ্ঠ শক্তিমান হইতে পারে। কিন্তু এই যে অধিকার যাহা বল অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়, এ কেমন অধিকার ? যদি বলপ্রয়োগের ফলে লোককে বাধ্য হইতে হয়, তবে লোকের কর্ত্তব্য জ্ঞান হইতে বাধ্য হইবার আবশ্যক করে না ; এবং যদি কাহাকেও বাধ্য করিবার জন্য বল প্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকে তবে বাধ্য হওয়া তাহার কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে "অধিকার" এই শব্দটি বলকে কোনরকমে বিশেষিত করিতেছে না ; এই সম্পর্কে ইহার কোন অর্থই সূচিত হয় না।

শক্তিমানের আদেশ মান্য করিবে। যদি এতদ্দ্বারা বলা

হয় ঃ বলের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবে, উপদেশটি খাঁটি, তবে বাহুল্যমাত্র ; আমি বলিয়া দিতে পারি এটি কখনও লঙ্ঘিত হইবে না। সব শক্তি ভগবানের দেওয়া, আমি স্বীকার করি ; কিন্তু সব ব্যাধিও তাঁহার দেওয়া ; ইহার অর্থ কি এই যে বৈদ্যকে ডাকা নিষিদ্ধ ? যখন বনপ্রান্তে একজন দস্যু আমাকে হঠাৎ আক্রমণ করিল, তখন বাধ্য হইয়াই ত টাকার থলি ছাড়িতে হইবে ; কিন্তু যদি আমি সেটি সরাইয়া ফেলিতে পারি বিবেক-বুদ্ধিতে সেটি ধরিয়া দিতেও কি আমি বাধ্য ? কারণ, যে পিস্তলটি সে ধরিয়া রাখে তাহাও একটি শক্তি বটে।

তাহা হইলে আমরা মানিয়া লইতে পারি যে বল হইতে অধিকারের উৎপত্তি হয় না এবং লোকের কর্ত্তব্য কেবল বৈধ শক্তিকে মান্য করা। এক্ষেত্রে আমার প্রথম প্রশ্নই পুনরায় উঠিতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

দাসত্ব।

যখন কোন মানুষের তাহার স্বজাতীয় কাহার উপর কোন সহজ প্রভুত্ব নাই এবং যখন বল হইতে কোন অধিকারের উৎপত্তি হয় না, তখন দাঁড়াইতেছে যে চিরায়ত প্রথাগুলিই মানুষের মধ্যে সকল বৈধ-ক্ষমতার ভিত্তিস্বরূপ।

গ্রোটিয়ুস বলেন, যদি কোন একজন ব্যক্তি তাহার স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া প্রভুবিশেষের গোলাম হইতে পারে, তবে একটি সমগ্র জাতি তাহার স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া কোন রাজার অধীন হইতে পারিবে না কেন? ইহার ভিতর বহু দ্ব্যর্থক শব্দ আছে যেগুলি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন; কিন্তু আমরা "ত্যাগ করা" (aliéner) কথাটির অর্থই দেখিব। ত্যাগ করা অর্থ দান করা বা বিক্রয় করা। এখন যে ব্যক্তি অপরের গোলাম হয় সে আপনাকে দান করে না; সে আপনাকে বিক্রয় করে অন্ততঃ পক্ষে জীবিকার জন্য; কিন্তু একটা জাতি আপনাকে বিক্রয় করিবে কেন? রাজা তাঁহার প্রজাগণের জীবিকা সংস্থান করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের নিকট হইতে নিজের জীবিকা সংগ্রহ করেন এবং রাবেলের (Rabelais) মতে, কোন রাজার বড় অল্পে পেট ভরে না। তাহা হইলে কি প্রজাবৃন্দ রাজার হস্তে আপনাদের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করে এই সর্ত্তে যে তিনি তাহাদের সম্পত্তিও গ্রহণ করিবেন? আমি খুঁজিয়া পাই না তাহাদের নিজের জন্য রাখিবার কি অবশিষ্ট থাকিতেছে।

কেহ বলিবেন, জবরদখলিকারী শাসক (le despote) প্রজাদিগকে আভ্যন্তরীণ শান্তি দেন; ভাল কথা; কিন্তু তাহাদের কি লাভ হয় যদি তাঁহার উচ্চাভিলাষের ফলে যে সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ তাহাদের ঘাড়ে চাপে তাহা, যদি তাঁহার অতৃপ্ত লোভ, যদি তাঁহার মন্ত্রীর উপদ্রব প্রজাদিগের গৃহ

বিবাদের ফলে যেরূপ হইতে পারে তদপেক্ষা গুরুতর দুর্দ্দশা তাহাদের ঘটায় ? তাহাদের কি লাভ হয় যদি যে আভ্যন্তরীণ শান্তি তাহারা ভোগ করে তাহাই তাহাদের বহুবিধ দুর্গতির অন্যতম একটি হয় ? বন্দীশালার মধ্যেও লোকে শান্তিতে বাস করিতে পারে ; তাহাই কি সেখানে ভাল থাকিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত ? সাইক্লোপের (Cyclopes) * গহ্বরে আবদ্ধ গ্রীকগণ শান্তিতেই বাস করিত কখন তাহাদিগকে ভক্ষণ করা হইবে সেই প্রতীক্ষায়।

কোন মানুষ আপনাকে অমনি দান করিবে ইহা যুক্তি-বিরুদ্ধ ও অচিন্তনীয় ব্যাপার ; এরূপ কাজ অবৈধ ও বাতিল, শুধু এইজন্যই যে যে ব্যক্তি ঐ কাজ করে তাহার মাথা খারাপ হইয়াছে। একটি সমগ্র জাতির সম্বন্ধে ঐরূপ বলার অর্থ ধরিয়া লওয়া যে একটি জাতি পাগলের সমষ্টি ; উন্মত্ততা হইতে কোন অধিকারের উৎপত্তি হয় না।

প্রত্যেকে যদি আপন স্বাধীনতা হস্তান্তর করিতে পারিত তবুও তাহার সন্তানগণের স্বাধীনতা হস্তান্তর করা চলিত না ;

---

* "Odysseus comes first (in the course of his voyage in the Western Sea) to the country of the Cyclopes where, with twelve of his comrades, he is shut up in a cavern by Polyphemus. The monster has already devoured half of Odysseus' companions before the latter intoxicates him, deprives him of his one eye, and by his cunning escapes with his comrades."—A Dictionary of Classical Antiquities by Dr. O. Seyffert. Translated by Nettleship and Sandys. (অনুবাদক)

তাহারা মানুষ ও স্বাধীন হইয়া জন্মে ; তাহাদের স্বাধীনতা তাহাদের হাতে, সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিবার অধিকার তাহাদের ব্যতীত অপর কাহারও নাই। তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে পিতা তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আবশ্যক মত সর্ত্ত করিতে পারেন, কিন্তু একেবারে ও বিনা সর্ত্তে তাহাদিগকে দান করিতে পারেন না। কারণ, এরূপ দান প্রকৃতির উদ্দেশ্যের বিপরীতগামী এবং পিতার অধিকার অতিক্রম করে। তাহা হইলে স্বেচ্ছাচারী শাসন-ব্যবস্থা বৈধ হইতে হইলে এইরূপ হওয়া দরকার যে প্রত্যেক পুরুষে প্রজাগণের উপর নির্ভর করিবে ইহা তাহারা গ্রহণ কিংবা ত্যাগ করিবে কি না ; কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা হইলে শাসন-শক্তি আর স্বেচ্ছাচারী থাকিবে না।

স্বাধীনতা ত্যাগ করা অর্থ মনুষ্যত্ব ত্যাগ করা, মানুষের সকল অধিকার এবং সকল কর্ত্তব্য ত্যাগ করা। যে সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করে তাহাকে কোনরূপ উপযুক্ত ক্ষতি-পূরণ দেওয়া সম্ভব নয়। এই প্রকারের ত্যাগ মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ ; ইহাতে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা অপসারিত করা হয়, কাজেই তৎকৃত কর্ম্মের ভালমন্দের দায়িত্বও তাহার থাকিতে পারে না। ফলতঃ এটি একটি অসার ও স্ববিরোধী প্রথা যাহা একদিকে অপ্রতিহত প্রভুত্বের ও অপর দিকে অপরিমিত আজ্ঞানুবর্ত্তিতার স্থাপনা করে। একথা কি স্পষ্ট নয় যে লোকে যাহার নিকট হইতে সব আদায় করিতে পারে তাহার

সহিত কোনরূপ বাধ্যবাধকতা-বোধ দ্বারা আবদ্ধ থাকে না ? কিন্তু লেনদেন ও বিনিময় সম্বন্ধ যেখানে অবর্ত্তমান সেখানে কেবল এই ব্যবস্থাই কি ঐ কার্য্যকে বাতিল করিয়া দেয় না ? কারণ, যখন দেখা যাইতেছে যে দাসের যাহা কিছু সমস্ত আমার তখন আমার কাছে তাহার আর কি অধিকারের দাবী থাকিতে পারে ; এবং তাহার অধিকারও যখন আমার, তখন আমার কাছে আমার অধিকারের দাবী, এই কথাটিরই বা কি অর্থ হইতে পারে ?

গ্রোটিয়ুস প্রভৃতি লেখকগণ যুদ্ধ হইতে দাসত্বের এই তথাকথিত অধিকারের উদ্ভবের আরেকটি কারণ খুঁজিয়া বাহির করেন। তাঁহাদের মতে বিজিতকে হত্যা করিবার অধিকার জেতার থাকায়, বিজিত আপন স্বাধীনতা-মূল্যে জীবন ক্রয় করিতে পারে ; এ প্রথাটি বেশী করিয়া বৈধ এই কারণে যে ইহাতে উভয় পক্ষেরই লাভ হয়।

কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে বিজিতকে হত্যা করিবার এই তথাকথিত অধিকার যুদ্ধের অবস্থা হইতে কোনক্রমে উদ্ভূত হয় না। মানুষের প্রথম স্বাধীনতার অবস্থায় বাস করিবার কালে, তাহাদের পরস্পরের ভিতর এমন কোন স্থায়ী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় না যাহার ফলে শান্তি বা যুদ্ধের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে ; শুধু এই কারণেই মানুষ স্বভাবতঃ পরস্পরের শত্রু হইতে পারে না। বস্তু সমূহের পরস্পরের সম্বন্ধ লইয়া যুদ্ধের সৃষ্টি হয়, মানুষের পরস্পরের

সম্বন্ধ লইয়া হয় না ; এবং যেহেতু সাধারণ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ হইতে যুদ্ধের উদ্ভব হয় না, শুধু বস্তুগত সম্বন্ধ (relations réelles) হইতেই হয় সেহেতু ব্যক্তিগত (la guerre privée) বা একজনের সহিত অপর একজনের যুদ্ধ সহজ-প্রাকৃতিক অবস্থায় হইতে পারে না ; কারণ, ঐ অবস্থায় স্থায়ী সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকে না ; আর সমাজ-বদ্ধ অবস্থাতেও হইতে পারে না, কারণ, ঐ অবস্থায় সকলই আইনের হাতের ভিতর।

ব্যক্তি বিশেষের লড়াই, দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও ঐ প্রকার অন্য যুদ্ধাদি ক্ষণস্থায়ী বিরোধ, ঐগুলি সামরিক অবস্থা প্রবর্ত্তিত করে না ; আর যে. ব্যক্তিগত যুদ্ধ, ফ্রান্সের রাজা নবম লুইয়ের ব্যবস্থা দ্বারা স্বীকৃত ও ভগবানের শান্তি-ব্যবস্থায় রহিত হয়, উহা সামন্ততান্ত্রিক (féodal) শাসন প্রণালীর অনাচার মাত্র, যতদূর সম্ভব অযৌক্তিক ব্যবস্থা এবং স্বাভাবিক অধিকার ও সকল সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী।

তাহা হইলে দাঁড়াইল, যুদ্ধ মানুষের সহিত মানুষের কোন সম্বন্ধের ফল নয়, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধের ফল ; ইহা ব্যক্তিবর্গকে হঠাৎ পরস্পরের শত্রু করিয়া তুলে, মানুষ হিসাবে নয়, নাগরিক হিসাবেও (১) নয়, সৈনিক হিসাবে ;

১। রোমকগণ যুদ্ধের অধিকার পৃথিবীর আর সকল জাতি অপেক্ষা বেশী বুঝিত ও মান্য করিত, তাহাদের এই বিষয়ে দ্বিধা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে কোন নাগরিককে স্বেচ্ছাসেবক হইতে দেওয়া হইত না যদি

কোন একটি দলের অন্তর্ভুক্ত লোক বলিয়া নয়, ঐ দলের রক্ষক হিসাবে। এখন দেখা যাইতেছে যে কোন রাষ্ট্রের শত্রু মানুষ নয়, কেবল অন্যান্য রাষ্ট্রই হইতে পারে, যেহেতু বিভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে কেহ কোন সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারে না।

অধিকন্তু এই নীতি সর্ব্বকাল-প্রচলিত নিয়ম কানুন ও সকল সভ্যজাতির সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত আচরণের সহিত মিলে

সে শত্রু সম্বন্ধে, ও তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি সম্বন্ধে স্বয়ং বিরুদ্ধভাব পোষণ না করিত। পপিলিয়ুসের (Popilius) অধীন যে সৈন্যদলে কেটোর (younger Cato) যুদ্ধবিদ্যায় হাতে খড়ি হয়, তাহা পুনর্গঠিত হইবার সময় তাহার পিতা পপিলিয়ুসকে লিখিয়াছিলেন যে যদি পপিলিয়ুসের অভিপ্রায় থাকে যে তাঁহার পুত্র তাঁহার অধীনে যুদ্ধ করিবে তবে তাহার নূতন করিয়া যুদ্ধ-শপথ গ্রহণ করা আবশ্যক; কারণ, তাহার প্রথম পণ রক্ষিত হওয়াতে সে আর শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না। এবং এই কেটোই তাঁহার পুত্রকে লিখিয়াছিলেন যে নূতন শপথ গ্রহণ না করিয়া সে যেন কোনমতে যুদ্ধে যোগদান না করে। আমি অবগত আছি যে ক্লুসিয়াম (Clusium) অবরোধ ও অন্যান্য ঘটনা বিশেষের উল্লেখ করিয়া লোকে আমার কথার প্রতিবাদ করিবে; কিন্তু আমি আইন ও আচার ব্যবহারের কথাই বলিতেছি। জাতি-সমূহের মধ্যে রোমকগণই আপনাদের কৃত ব্যবস্থা-বিধি অল্পই লঙ্ঘন করিয়াছে; অধিকন্তু, আর কাহারও তাহাদের মত চমৎকার ব্যবস্থা-বিধি ছিল না।

যুদ্ধ ঘোষণা দ্বারা যে খবর দেওয়া হয় তাহার লক্ষ্য রাষ্ট্র অপেক্ষা প্রজাবর্গই বেশী। যে বিদেশী রাজা, ব্যক্তি বিশেষ বা একটি জাতি কোন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া তাঁহার অধীন প্রজাবর্গের সম্পত্তি লুণ্ঠন, তাহাদিগকে হত্যা বা কয়েদ করে সে শত্রু নয়, সে দস্যু। বাস্তবিক যুদ্ধের সময়েও যে নৃপতি ন্যায়পরায়ণ তিনি শত্রুদেশে যে সমস্ত সম্পত্তি সর্ব্বসাধারণের তাহা আত্মসাৎ করেন, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের জীবন ও সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করেন না; যে অধিকার সমূহের উপর তাঁহার স্বীয় জীবন ও সম্পত্তি প্রতিষ্ঠিত সে অধিকারকে তিনি মান্য করিয়া চলেন। যুদ্ধের উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন; এ কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহার রক্ষকদিগের হাতে অস্ত্র থাকে ততক্ষণ তাহাদিগকে হত্যা করিবার অধিকার আছে; কিন্তু যখন তাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণ করে তাহারা আর শত্রু বা শত্রুর যন্ত্র থাকে না, তখন পুনরায় তাহারা কেবল মানুষ হিসাবে পরিগণিত হয় এবং তাহাদের জীবনের উপরে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও আর থাকে না। কখন কখন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণীকেও হত্যা না করিয়া রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা সম্ভবপর; কিন্তু যুদ্ধের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাহা অপ্রয়োজনীয় এমন কোন অধিকার যুদ্ধ কাহাকেও দেয় না। এ সকল সত্য গ্রোটিয়ুসের নিরূপিত সত্য নয়; ইহাদের প্রতিষ্ঠা কবিগণের প্রদত্ত

প্রমাণের উপরে নয়; বস্তু সমূহের প্রকৃতি হইতে এ সকল সত্য উদ্ভূত এবং বিচার বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিজেতার (du droit de conquête) অধিকার সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে শ্রেষ্ঠ শক্তিমানের অধিকার ছাড়া তার অপর কোন ভিত্তি নাই। যুদ্ধ যদি বিজেতাকে বিজিত জাতিগুলিকে হত্যা করিবার অধিকার না দেয়, তবে যে অধিকার তাহার নাই তার বলে তাহাদিগকে দাসত্বে আবদ্ধ করিবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। শত্রুকে হত্যা করিবার অধিকার কেবল তখনই থাকে যখন তাহাকে গোলাম করিতে পারা যায় না, শত্রুকে গোলামিতে আবদ্ধ করিবার অধিকার তাহাকে হত্যা করিবার অধিকার হইতে জন্মায় না; এক্ষেত্রে তাহাকে স্বাধীনতার মূল্যে জীবন ক্রয় করিতে বাধ্য করান অসঙ্গত বিনিময়ের ব্যবস্থা করা; কারণ, তাহার জীবনের উপর কাহারও কোন অধিকার নাই। এইরূপে গোলামিতে আবদ্ধ করিবার অধিকারের উপর জীবন ও মৃত্যুর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা, ইহা যে অনন্যাশ্রয় দোষদুষ্ট তাহা কি স্পষ্ট নয়?

সকলকে হত্যা করিবার এই যে ভয়ানক অধিকার, যদি ইহা মানিয়া লওয়াও যায়, আমি বলিব যুদ্ধে বন্দী হইয়া যে ব্যক্তি দাস হইয়াছে কিংবা কোন বিজিত জাতি, বল প্রয়োগে যতটুকু মাত্র প্রভুর আদেশ পালন করিতে বাধ্য হয় তদতিরিক্ত কোন কিছু দ্বারা প্রভুর সহিত বাধ্য-

বাধকতা সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়। তাহার জীবনের তুল্যমূল্য বস্তু গ্রহণ করিয়া বিজেতা ত তাহাকে কিছুমাত্র অনুগ্রহ করে নাই, নিষ্ফল হত্যা না করিয়া তাহাকে সে লাভজনক ভাবে হত্যা করিয়াছে। গোলামের উপর প্রভুর যে বেশী গায়ের জোরের অধিকার তদতিরিক্ত কোন প্রকার অধিকারের উদ্ভব হওয়া দূরে থাকুক, পূর্ব্বের মতই তাহাদের উভয়ের ভিতর যুদ্ধের অবস্থা (l'etat de guerre) বর্ত্তমান থাকে; তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধও এই অবস্থার ফল; এবং যুদ্ধের অধিকার হইতে যে আচরণের উৎপত্তি তাহাতে কোনরূপ সন্ধির সর্ত্ত বুঝায় না। সকলে মিলিয়া এই একটা প্রথা সৃষ্টি করিয়াছে; ভালই; কিন্তু এই প্রথা যুদ্ধের অবস্থা নষ্ট করা দূরে থাকুক, ঐ অবস্থার স্থায়ীত্বই সূচনা করে।

তাহা হইলে যে অর্থেই এই বিষয় বিবেচনা করা যাউক না কেন গোলামিতে আবদ্ধ করিবার অধিকার টিকে না, শুধু ইহা অবৈধ বলিয়া নয়, ইহা অযৌক্তিক ও অর্থহীন বলিয়া। "দাস" ও "অধিকার" এই দুইটি কথা পরস্পর বিরোধী; উহারা পরস্পরের সম্পর্কবিরহিত। কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলুক অথবা কোন ব্যক্তি একটি জাতিকে বলুক, উভয়ত্র এ কথাটি চিরকাল নির্ব্বুদ্ধির পরিচায়ক হইবে: "আমি তোমার সঙ্গে একটি চুক্তি করিতেছি যাহার সকল দায় তোমার এবং সকল লাভ আমার; আমি এ

চুক্তির যতটুকু খুসী মানিব এবং তুমি এ চুক্তির আমার যতখানি খুসী মানিবে।”

পঞ্চম অধ্যায়

আদি চুক্তিটিতেই ফিরিয়া যাওয়া যে জন্য প্রয়োজন।

আমি যাহার প্রতিবাদ করিয়াছি তাহার সবখানি মানিয়া লইলেও স্বেচ্ছাচারের সমর্থকদিগের বেশী সুবিধা হইত না। কতকগুলি লোককে বশ্যতা স্বীকার করান ও একটি সমাজকে শাসন করা এ দুইটির মধ্যে অনেকখানি প্রভেদ আছে। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি লোক, তাহাদের সংখ্যা যতই বেশী হউক না কেন, পর পর এক ব্যক্তির অধীনতায় আবদ্ধ হইল ; এখানে আমি কেবল একদল প্রভু ও তাহার বহুসংখ্যক দাস দেখিতেছি, একটি জাতি ও তাহার শাসনকর্ত্তাকে দেখিতেছি না ; ইচ্ছা হইলে এটিকে সমষ্ঠি বলা যায় কিন্তু সমাজ বলা চলে না। ইহার ভিতর না আছে সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ বলিয়া কোন কিছু না আছে রাষ্ট্রীয় সংহতি। ঐ ব্যক্তি অর্দ্ধেক পৃথিবীকে আপন অধীন করিলেও একজন বিশেষ ব্যক্তি মাত্রই থাকে ; তাহার স্বার্থ অপর সকলের স্বার্থ হইতে আলাদা হওয়াতে সেটা বরাবর ব্যক্তিগত স্বার্থই থাকিয়া যায়। ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহার সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন ও ঐক্যবন্ধন শূন্য হইয়া পড়ে, যেমন

একটি ওক্ বৃক্ষ অগ্নিদগ্ধ হইবার পর বিশ্লিষ্ট হইয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হয়।

গ্রোটিয়ুস বলেন একটি জাতি আপনাকে কোন রাজার হাতে ধরিয়া দিতে পারে। কিন্তু গ্রোটিয়ুসের মতানুযায়ী কোন জাতি আপনাকে কোন রাজার হাতে এইরূপে ধরিয়া দিবার পূর্ব্বে তাহার একটি জাতি হওয়া আবশ্যক। এই দান কার্য্যটি পাঁচজনে মিলিয়া করা ব্যাপার; ইহাতে সকলে মিলিয়া একটি সিদ্ধান্ত করা বুঝায়। যে কার্য্যের দ্বারা কোন জাতি রাজা মনোনয়ন করে তাহা পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে যে কার্য্যের দ্বারা কোন জাতি একটি জাতি হয় তাহা পরীক্ষা করা উচিত; কারণ, এই কার্য্যটি অপরটির আগে হইয়া থাকে বলিয়া ইহাই সমাজের প্রকৃত ভিত্তি।

বাস্তবিক পক্ষে, এইরূপ কোন পূর্ব্ববর্ত্তী চুক্তি না থাকিলে, নির্ব্বাচন যদি সর্ব্ববাদীসম্মত না হয় তবে কম সংখ্যার পক্ষে বেশী সংখ্যার নির্ব্বাচন মানিয়া লইবার আবশ্যকতা কোথায় থাকে? এবং যে একশত ব্যক্তি প্রভু চাহে তাহাদের, যে দশজন কোন প্রভু চাহে না তাহাদের হইয়া ভোট দিবার অধিকার কোথায় থাকে? সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের যে আইন আছে উহা চুক্তিরই একটি ফল এবং উহাতে বুঝা যায় যে অন্ততঃ একটি উপলক্ষে সকলে একমত হইয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক সন্ধি।

আমি ধরিয়া লইলাম যে মানুষ এমন জায়গায় উপনীত হইল যে তখন স্বাভাবিক অবস্থায় বাস করিবার পক্ষে যে সকল বাধা আছে তাহা প্রতিবন্ধকতা দ্বারা, প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ অবস্থায় বাস করিবার জন্য যে শক্তি প্রয়োগ করিতে সমর্থ, সেই শক্তিকে ব্যর্থ করিতে লাগিল। ফলে এই আদিম অবস্থা আর টিকিতে পারিল না; তখন মানব জাতি আপন জীবন যাপন প্রণালী না বদলাইলে লুপ্ত হইত।

কিন্তু মানুষ নূতন নূতন শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে না, পারে কেবল যে সকল শক্তি আছে তাহাই একীভূত করিয়া পরিচালনা করিতে; ঐ সকল শক্তি একীভূত করিয়া প্রতিবন্ধকতা ব্যর্থ করিবার উপযোগী শক্তি-সমষ্টি গঠন করা, একই লক্ষ্যাভিমুখে ঐ সকল শক্তিকে চালিত করা এবং সংহত শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া তাহার আত্ম-সংরক্ষণের আর কোন উপায় নাই।

কেবল বহুলোকের ঐক্য বন্ধন হইতে এই শক্তি-সমষ্টির জন্ম হইতে পারে; কিন্তু শক্তি ও স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষের আত্মরক্ষার প্রধান উপায়; আপনার ক্ষতি ও আপনার প্রতি কর্ত্তব্য অবহেলা না করিয়া লোকে ঐ দুইটি কি করিয়া বাঁধা রাখিতে পারে? আমার বক্তব্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সমস্যা এইরূপে বিবৃত করা যাইতে পারে:

"সমাজ-গঠনের এমন একটি আদর্শ বাহির করিতে হইবে যাহাতে সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির ধন ও প্রাণ সকলের সমবেত শক্তির সাহায্যে নিরাপদ ও রক্ষিত হইবে এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সকলের সঙ্গে একীভূত হওয়ায় আপন আদেশই পালন করিবে এবং পূর্ব্বের মতই স্বাধীন রহিবে।" ইহাই দাঁড়াইতেছে প্রধান সমস্যা যাহার মীমাংসা সামাজিক চুক্তি (Contrat Social) হইতে পাওয়া যাইবে।

চুক্তির প্রকৃতি দ্বারা তাহার সর্ত্তগুলি এরূপ ভাবে নিরূপিত যে অতি সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন করিলেই সেগুলি বৃথা ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; এই সকল সর্ত্ত প্রকাশ্যভাবে কখন বিবৃত না হইলেও সেগুলি সর্ব্বত্র একই প্রকার, সর্ব্বত্রই বিনাবাক্যে স্বীকৃত ও পালিত হইয়া থাকে যতক্ষণ না ঐ সামাজিক সন্ধি (le pacte social) ভঙ্গ হইবার দরুণ প্রত্যেকেই নিজ আদি অধিকারে ফিরিয়া যায় এবং যে কৃত্রিম স্বাধীনতার জন্য সে আপন স্বাভাবিক স্বাধীনতা ছাড়িয়া দিয়াছিল, সেই কৃত্রিম স্বাধীনতা নষ্ট হওয়াতে উহা পুনর্প্রাপ্ত হয়। এই সর্ত্তগুলি ভাল করিয়া বুঝিলে দেখা যাইবে যে তাহাদিগকে একটি সর্ত্তে পরিণত করা যায়: যথা, সমাজের নিকট সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির ও তাহার সকল অধিকারের সম্পূর্ণ হস্তান্তর: কারণ, প্রথমতঃ, প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করাতে সকলের অবস্থাই

সমান দাঁড়াইতেছে; আর অবস্থা যখন সকলেরই সমান তখন অপরের অবস্থা ক্লেশকর করিয়া তোলায় কাহারও কোন স্বার্থ থাকে না।

অধিকন্তু, বিনা সর্ত্তে হস্তান্তর করিবার ফলে ঐক্য যতদূর সম্ভব অটুট হয় এবং সমাজভুক্ত কোন ব্যক্তির দাবী করিবার কিছু থাকে না। কারণ, লোকের হাতে কোন কোন অধিকার অবশিষ্ট থাকিলে, তাহাদের ও জনসাধারণের মধ্যে সালিশের জন্য কোন একজন উপরওয়ালা না থাকার দরুণ প্রত্যেকে অন্ততঃ একটি বিষয়ে নিজেই নিজের বিচারক হওয়ার দাবী এবং এইরূপে সকল বিষয়েই বিচারক হওয়ার দাবী করিত; স্বাভাবিক অবস্থা এইরূপে বাহাল থাকিত এবং একতা-বন্ধন কাজেই অত্যাচারের কারণ বা বৃথা হইয়া পড়িত।

শেষ কথা এই যে, প্রত্যেকে সকলের নিকট আপনাকে দান করায় কোন ব্যক্তি বিশেষের হাতে দান করে না; এবং সমাজের সকলে কোন ব্যক্তির উপর এমন কোন অধিকার লাভ করে না ঠিক যে অধিকার উক্ত ব্যক্তি আর সকলের উপর লাভ না করে; কাজেই দেখা যাইতেছে যে যাহার যতখানি যাইতেছে তাহার তুল্যমূল্য বস্তু সে পাইতেছে এবং আরও পাইতেছে তাহার যাহা আছে তাহা রক্ষা করিবার বেশী শক্তি।

যদি সামাজিক সন্ধি হইতে যাহা উহার সারবস্তুর

অন্তর্ভুক্ত নয় তাহা বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে উহা নিম্নলিখিত রূপে আসিয়া দাঁড়ায়ঃ "আমাদের প্রত্যেকে সমানভাবে তাহার দেহ ও সমগ্র শক্তি সাধারণ ইচ্ছার (volonté générale) একমাত্র কর্ত্তৃত্বে নিয়োজিত করে; এবং আমরা প্রত্যেক সভ্যকে পুনরায় সমষ্টির অবিভাজ্য অংশ স্বরূপ পাই।"

ঐক্ষণেই প্রত্যেক চুক্তিকারীর পৃথক ব্যক্তিত্বের জায়গায় এইরূপ সম্মেলনের ফলে একটি নৈতিক ও মিলিত সমবায় (un corps morale et colletif) উদ্ভূত হইতেছে যাহার সভ্যসংখ্যা পরিষদের ভোট সংখ্যার তুল্য এবং যাহা উক্ত সম্মেলনের কার্য্যের ফলে তাহার ঐক্য, সকলের সহিত তাহার অভিন্ন সম্বন্ধ, (son moi commun) তাহার জীবন ও ইচ্ছাশক্তি প্রাপ্ত হইতেছে। এই জনসমষ্টি (persoune publique) যাহা অপর সকলের একতাবদ্ধ হইবার ফলে আবির্ভূত হইল, প্রাচীন কালে তাহার নাম ছিল নগর (১) (citè) এবং এখন তাহার নাম হইয়াছে

১। আধুনিক সময়ে এই শব্দের প্রকৃত অর্থ এক রকম লুপ্ত হইয়াছে; অধিকাংশ লোক শহরকে নগর বলিয়া ভুল করে। তাহারা জানে না যে কতকগুলি বাড়ী ঘরে শহর তৈয়ারী হয় কিন্তু নগরের বেলায় নাগরিক আবশ্যক। প্রাচীনকালে এই ভুল কারথেজবাসিগণের পক্ষে মারাত্মক হয়। কোন রাজার অধীন প্রজাবর্গকে নাগরিক নাম দিবার কথা আমি কখন পড়ি নাই, এমন কি প্রাচীনকালের মাসিডোন-

সাধারণতন্ত্র (republique) বা রাষ্ট্রীয় সমবায় (corps politique)। যখন ইহা নিষ্ক্রিয় থাকে তখন সভ্যগণ ইহার নাম দিয়া থাকেন রাষ্ট্র (état); যখন সক্রিয় হয় তখন রাজশক্তি (souverain), এবং উহার সদৃশ অন্যান্য সকলের সহিত তুলনা করিবার কালে ইহার নাম হয় শক্তি (puissance).

আর সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত যে সকল ব্যক্তি, তাহারা সমবেত

বাসী বা আধুনিক ইংরাজগণকেও নয়, যদিও অপর কাহার অপেক্ষা তাহারা স্বাধীনতার বেশী নিকটে গিয়াছে। কেবল ফরাসীরাই সর্ব্বত্র নির্বিচারে নাগরিক নাম গ্রহণ করে; তাহাদের অভিধানগুলি দেখিলে বুঝা যায় যে ইহার কারণ এই যে তাহাদের ঐ শব্দের অর্থের কোন ধারণাই নাই; তাহা না হইলে এই শব্দ অনধিকার ব্যবহার করায় তাহারা রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধে (le crime de lése majesté) অপরাধী হইত; তাহাদের নিকটে ঐ শব্দে একটি গুণ বুঝায়, অধিকার বুঝায় না। বদ্যাঁ (Bodin) যখন আমাদের নাগরিক ও শহরবাসিগণের কথা বলেন তখন তিনি এক শ্রেণীর লোককে আরেক শ্রেণী বলিয়া গ্রহণ করায় মহা ভ্রমে পতিত হন। মঁসিয় দ' আলাঁবের্ত্ত (M. d' Alembert) তদীয় জেনেভা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে এই ভ্রমের হাত এড়াইয়াছেন এবং বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে আমাদের শহরে চার শ্রেণীর লোক বাস করে (অথবা পাঁচ, যদি সম্পূর্ণ বিদেশীয়গণকে ধরা যায়) এবং তাহাদের মধ্যে কেবল দুইটি শ্রেণীই সাধারণতন্ত্র গঠন করিয়াছে। আমার জানার ভিতরে আর কোন ফরাসী লেখক নাগরিক কথাটির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই।

ভাবে জাতি (peuple) নাম গ্রহণ করে, এবং ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকে, রাজশক্তির অংশীদার হিসাবে নাগরিক (citoyen) ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-বিধির অধীন বলিয়া প্রজা (sujet) নাম গ্রহণ করে। কিন্তু এই সকল নাম প্রায়ই গোলমাল হইয়া যায় এবং একের পরিবর্ত্তে আরেকটি ব্যবহৃত হয় ; ঐগুলি যখন যথাযথ ব্যবহার হয় তখন তাহাদের পৃথক অর্থ বুঝিতে পারিলেই যথেষ্ট।

সপ্তম অধ্যায়।

রাজশক্তি (Souverain)

এই ব্যাখ্যা হইতে দেখা যাইতেছে যে সমাজবন্ধন ক্রিয়ার মধ্যে জাতি ও ব্যক্তিবর্গ এই দুই পক্ষের একটা বোঝাপড়া আছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি এই রকমে নিজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ফলে আপনাকে দুই দিক দিয়া সম্বন্ধে আবদ্ধ করে ; যেমন, রাজশক্তির অংশীদার-রূপে ব্যক্তিবর্গের সহিত তাহার সম্বন্ধ দ্বারা এবং রাষ্ট্রের সভ্যরূপে রাজশক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ দ্বারা। কিন্তু নাগরিক অধিকারের (droit civil) এই সূত্র যে আপনার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়াতে কেহ দায়াবদ্ধ হয় না, তাহার প্রয়োগ এক্ষেত্রে চলে না ; কারণ, নিজের কাছে কাহার দায়াবদ্ধ

হওয়া ও কোন সমষ্টি, সে যাহার একটি অংশমাত্র, তাহার কাছে দায়াবদ্ধ হওয়ার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে।

এই উপলক্ষে বলা কর্ত্তব্য যে সাধারণের সিদ্ধান্ত সকল প্রজাকে রাজশক্তির আনুগত্য স্বীকার করাইতে সমর্থ, কারণ প্রজাগণের প্রত্যেককে দুইটি বিভিন্ন রকমের সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহার বিপরীত কারণে উক্ত সিদ্ধান্ত রাজশক্তিকে আপনার কাছে দায়াবদ্ধ করিতে পারে না; সেহেতু, ইহা রাষ্ট্রীয় সমবায়ের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ যে রাজশক্তি নিজের সম্বন্ধে এমন কোন আইন প্রণয়ন করিবে যাহা সে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। রাজশক্তি আপনাকে কেবল একপ্রকারের সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতে সমর্থ; সুতরাং তাহার অবস্থা আপনার সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তির মত। এখন ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে মূলে এমন কোন বাঁধাধরা আইন নাই বা থাকিতে পারে না যাহা কোন জাতি বা সমাজ মানিতে বাধ্য, এমন কি সামাজিক চুক্তি পর্য্যন্ত নয়। ইহাতে বুঝায় না যে ঐ জাতি বা সমাজ স্বচ্ছন্দে অপরের সঙ্গে লেনদেন করিতে পারে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ না হয়, কারণ, বিদেশীর বেলাতে সে সহজ জিনিষ হইয়া দাঁড়ায়, তখন সে একজন ব্যক্তি মাত্র।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় সমবায় বা রাজশক্তির জীবন সম্পূর্ণরূপে চুক্তির পবিত্রতার উপর নির্ভর করায় অপরের বেলাতেও

সে এমন কিছু করিতে পারে পারে না যাহা গোড়াতে নিষ্পন্ন কার্য্যের হানিকর, যেমন, আপনার কোন অংশকে হস্তান্তর করা অন্য কোন রাজশক্তির নিকটে বশ্যতা স্বীকার করা। যে কাজের ফলে তাহার উদ্ভব হইয়াছে তাহা লঙ্ঘন করিবার অর্থ আত্মবিনাশ করা; এবং যাহার নিজেরই অস্তিত্ব থাকিতেছে না তাহা কোন কিছু করিতে পারে না।

যখন হইতে জনসমূহ এইরূপে সমবায় সূত্রে মিলিত হয়, কেহ তখন সমবায়ভুক্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহাতে সমবায়কে আক্রমণ করা হয় এবং সমবায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিলে, তাহাতে উহার সভ্যগণ কম করিয়া রুষ্ট হয় না। তাহা হইলে দেখা যায় যে কর্ত্তব্য ও স্বার্থ চুক্তিবদ্ধ দুই পক্ষকে সমানভাবে পরস্পরের সাহায্য করিতে প্রণোদিত করে; এবং আপনাদিগের এই দুইপ্রকার সম্বন্ধের বলে যে সকল সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়, সেগুলিকে আয়ত্তে আনিবার জন্য তাহাদেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

অধিকন্তু, রাজশক্তি কেবল তাহার অধীন ব্যক্তিবর্গকে লইয়া গঠিত হয় বলিয়া তাহার এই সকল ব্যক্তির স্বার্থের বিরোধী কোন স্বার্থ নাই বা থাকিতে পারে না; সে কারণে প্রজাবর্গের অনুকূলে রাজশক্তির কোনরূপ বিশেষ দাবীদাওয়ার অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন হয় না, কারণ, ইহা অসম্ভব যে দেহ আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা করিবে; এবং আমরা ইহার পরে দেখিব যে সে কোন-একজনের

অনিষ্টও করিতে পারে না। রাজশক্তি বর্ত্তমান আছে ইহা হইতেই বুঝা যায় যে তাহার যেরূপ হওয়া উচিত সে সেইরূপে বর্ত্তমান আছে।

কিন্তু প্রজাবর্গের রাজশক্তির সঙ্গে ব্যবহারের বেলায় একথা খাটে না, যদিও উভয়ের স্বার্থ এক ; তাহাদের তরফের সর্ত্তগুলি পালিত হইবার পক্ষে কোনই নিশ্চয়তা নাই যদি রাজশক্তি তাহাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন না করে।

ইহা সম্ভব যে প্রত্যেক ব্যক্তির, মানুষ হিসাবে, একটি নিজের অভিপ্রায় থাকিতে পারে যাহা নাগরিক হিসাবে তাহার সাধারণ অভিপ্রায়ের বিরোধী বা তাহা হইতে ভিন্ন ; তাহার বিশেষ স্বার্থ সাধারণের স্বার্থের ঠিক উল্টা সুর গাহিতে পারে ; স্বতন্ত্র ও স্বভাবতঃ স্বাধীন জীবন যাপনের ফলে সাধারণ হিতার্থে যাহা তাহার দেয় তাহা সে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত দান বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে, যাহা না দিলে আর সকলের তেমন ক্ষতি হইবে না কিন্তু দিতে হইলে তাহার পক্ষে গুরুভার হইয়া উঠিবে ; রাষ্ট্র অর্থে যে নৈতিক সত্তা-সম্পন্ন পুরুষ (personne morale) বুঝায় তাহা কোন মানুষ নয় বলিয়া কাল্পনিক বস্তু (être de raison) মাত্র বিবেচনা করিয়া সে প্রজার কর্ত্তব্য সমূহ পালন না করিয়াই নাগরিকের সকল অধিকার ভোগ করিতে চাহিতে পারে ; এইরূপ অনাচার চলিতে থাকিলে রাষ্ট্রীয়-সমবায় ধ্বংস না হইয়া পারে না।

সেই কারণে, এই সামাজিক সন্ধি যাহাতে ফাঁকা অনুষ্ঠান মাত্র না হইতে পারে সেজন্য এই সন্ধি গোড়াতেই বিনাবাক্যে এই ব্যবস্থা মানিয়া লয় যে যে-কেহ সাধারণের অভিপ্রায় অনুসারে চলিতে অস্বীকার করিবে, সমগ্র সমবায় ঐরূপে চলিতে তাহাকে বাধ্য করিবে ; কারণ, এই ব্যবস্থা চলিলে তবে চুক্তির অপর সকল সর্ত্ত কার্য্যকরী হইতে পারে। ইহার একমাত্র অর্থ এই যে লোকে তাহাকে স্বাধীন হইতে বাধ্য করিবে ; কারণ, এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিককে তাহার জন্মভূমির হাতে সমর্পণ করিয়া সকল রকম ব্যক্তিগত অধীনতা হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার উপায় হইতেছে ; এই ব্যবস্থার মধ্যে রহিয়াছে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র চালাইবার কল কৌশল এবং ইহাই শাসন সম্পর্কীয় বিধিব্যবস্থাগুলিকে বৈধ করিয়া থাকে ; ইহার অভাবে সেগুলি নিরর্থক, নিপীড়ক এবং ঘোর অপব্যবহারের সম্ভবনায় পূর্ণ হইত।

অষ্টম অধ্যায়

সমাজবদ্ধ অবস্থা (l'etat civil)

সহজ প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে সমাজবদ্ধ অবস্থায় উপনীত হইবার ফলে মানুষের ভিতরে অতি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা যায় ; তাহার কাজ সংস্কারের (instinct) জায়গায় ন্যায়ের (justice) আমলে আসে এবং তাহার সকল

কর্ম্মে নৈতিক দায়িত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, যাহা পূর্ব্বে ছিল না। যখন দৈহিক প্রবৃত্তি ও বুভুক্ষার অধিকারের (le droit á l' appètit) জায়গায় কর্ত্তব্যবুদ্ধির নির্দ্দেশের স্থান হয় কেবল তখনই মানুষ, যে তখন পর্য্যন্ত কেবল আপনার কথাই ভাবিত, অন্যরকমের ধারণাসূত্রে কাজ করিতে বাধ্য হয় এবং স্বীয় প্রবৃত্তির কথা শুনিবার পূর্ব্বে বিবেকবুদ্ধির সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য হয়। যদিও এই অবস্থায় মানুষকে তাহার সহজ প্রাকৃতিক অবস্থার অনেকগুলি সুবিধা ছাড়িয়া দিতে হয়, পরিবর্ত্তে সে যাহা পায় তাহা এত বড়, তাহার মনোবৃত্তি সকলের এরূপ অনুশীলন ও বিকাশ হয়, তাহার চিন্তাসমূহ এরূপ বিস্তৃতি লাভ করে, তাহার হৃদয়বৃত্তিসমূহ এরূপ উদার হয়, এবং তাহার সমগ্র আত্মা এতখানি উন্নত হয় যে এই নূতন অবস্থার অপব্যবহারের ফলে, যে-অবস্থা হইতে সে উপরে উঠিয়াছে অনেক সময়ে তাহারও নীচে যদি তাহার অধোগতি না হইত, তবে যে শুভমুহূর্ত্তে ঐ আদিম অবস্থা হইতে চিরদিনের জন্য সে উদ্ধার পাইয়াছে এবং নির্ব্বুদ্ধি ও সংকীর্ণমনা পশু হইতে বুদ্ধিমান জীব ও মানুষে উন্নীত হইয়াছে সেই মুহূর্ত্তকে সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করিত।

সহজে তুলনা করা চলে এইরূপ ভাষায় সমস্ত বিষয়টির হিসাব নিকাশ করা যাউক। সামাজিক সন্ধির ফলে মানুষ হারাইতেছে তাহার স্বাভাবিক স্বাধীনতা এবং যাহা-কিছু তাহার লোভ উদ্রেক করে ও সে পাইতে সমর্থ তাহা পাইবার

অবাধ অধিকার ; লাভ করিতেছে পৌর স্বাধীনতা এবং যাহা-কিছু তাহার আছে তাহার উপর স্বামীত্ব। যাহাতে এই লাভ লোকসানের হিসাবে ভুল না হয় সে জন্য স্বাভাবিক স্বাধীনতা হইতে পৌর স্বাধীনতার পার্থক্য বুঝা দরকার। স্বাভাবিক স্বাধীনতা কেবল ব্যক্তি বিশেষের সামর্থ্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ, পৌর স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ সাধারণের ইচ্ছা দ্বারা। এবং দখল ও স্বামীত্ব, এ দুইটির পার্থক্যও বুঝা দরকার। দখল গায়ের জোর বা প্রথম দখলিকারের অধিকারের ফল ; স্বামীত্ব কেবল যথার্থ স্বত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

ইহার ছাড়াও সমাজবদ্ধ অবস্থায় লাভের হিসাবে যোগ করা যাইতে পারে নৈতিক স্বাধীনতা যাহা মানুষকে প্রকৃত প্রস্তাবে আপনার কর্ত্তা করিয়া থাকে ; কারণ, প্রবৃত্তি মাত্রের তাড়নার বশ হওয়া দাসত্ব এবং স্বয়ংকৃত নিয়মের অনুবর্ত্তিতাই স্বাধীনতা। কিন্তু এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট বলা হইয়া গিয়াছে, এবং এখানে স্বাধীনতা কথাটির দার্শনিক ব্যাখ্যা করা আমার বক্তব্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে।

নবম অধ্যায়

স্থাবর সম্পত্তি

সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজ গঠিত হইবামাত্র, যে ভাবেই সে থাকুক, আপনাকে ও আপনার সকল সামর্থ্য সমাজের হাতে দান করে; তাহার নিজস্ব সকল বিষয়সম্পত্তিও উল্লিখিত সামর্থ্যের এক অংশ। এই কাজের দ্বারা দখলী বিষয় হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে যে তাহার প্রকৃতি বদলায় এবং রাজ-শক্তির হাতে গিয়া স্বত্ববিশিষ্ট সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায় তাহা নহে; কিন্তু যেমন নগরের সামর্থ্য ব্যক্তিবিশেষের সামর্থ্য অপেক্ষা অতুলনীয়রূপে বেশী, সাধারণের দখলী-অধিকার প্রকৃত প্রস্তাবে তেমনি আরও বেশী দৃঢ়, বেশী করিয়া অপরিবর্ত্তনীয়; যদিও, অন্ততঃ বিদেশীর কাছে, তাহা বেশী ন্যায়সঙ্গত না হইতে পারে; কারণ, সামাজিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্র সভ্যগণেরই সকল সম্পত্তির প্রভু হয় এবং রাষ্ট্রের ভিতরে এই চুক্তিই হইল সকল বিষয়সম্পত্তির অধিকারের ভিত্তিস্বরূপ; কিন্তু অপরাপর শক্তির কাছে কেবল প্রথম দখলিকারের অধিকারেই রাষ্ট্র এইরূপ প্রভু হইয়াছে এবং উক্ত অধিকার রাষ্ট্র আপনার সভ্যগণের কাছে পাইয়াছে।

প্রথম দখলিকারের অধিকার বেশী গায়ের জোরের অধিকারের চাইতে বেশী সত্য হইলেও স্বত্ববিশিষ্ট-সম্পত্তির অধিকার মানিয়া লইবার পরে তবে ইহা যথার্থ অধিকার

বলিয়া গণ্য হইতে পারে। প্রত্যেক মানুষেরই তাহার যাহা দরকার তাহার উপর স্বাভাবিক দাবী আছে; কিন্তু যে সাক্ষাৎ কার্য্যের (l'acte positif) ফলে সে কোন একটি বস্তুর স্বামী হয় তাহাই আর সকল বস্তু তাহার হাত ছাড়া করিয়া দেয়। তাহার প্রাপ্য পাইবার পর ঐখানেই তাহার থামা উচিত এবং সমাজের কাছে তাহার আর কোন দাবী-দাওয়া থাকে না। এই কারণে, প্রথম দখলিকারের অধিকার, যাহা সহজ প্রাকৃতিক অবস্থায় অতখানি দুর্ব্বল থাকে, প্রত্যেক সমাজ-বদ্ধ মানুষের কাছে বড় হইয়া উঠে। লোকে এই অধিকারের মধ্যে অপরের যাহা আছে তাহা অপেক্ষা নিজের যাহা নাই তাহাই বেশী মানে।

সাধারণতঃ কোন এক খণ্ড জমিতে প্রথম দখলিকারের অধিকার সাব্যস্থ করিতে হইলে নিম্নের সর্ত্তগুলি পালিত হওয়া চাইঃ প্রথমতঃ, ঐ ভূমিখণ্ডে ঐ সময় পর্য্যন্ত কেহ বাস করে নাই; দ্বিতীয়তঃ, জীবন ধারণের জন্য কাহারও যতখানি ভূমি প্রয়োজন কেবল ততখানি সে অধিকার করিবে; তৃতীয়তঃ, ভূমির দখল লইতে হইবে মেহানৎ ও আবাদের দ্বারা, কেবল একটা ফাঁকা অনুষ্ঠানের দ্বারা নয়; কারণ, অন্য কোন আইনসঙ্গত স্বত্বের অভাবে উহাই হইল স্বামীত্বের একমাত্র চিহ্ন যাহা আর সকলের মানিয়া চলা উচিত।

বাস্তবিক পক্ষে, প্রথম দখলিকারের অধিকারটি যদি যাহার প্রয়োজন ও মেহানৎ আছে তাহাকে দেওয়া হয়

তাহা হইলে ঐ অধিকারকে কি শেষ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দেওয়া হয় না ? এ অধিকারেরর কি সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া চলে না ? সাধারণের কোন জমিতে পা দিলেই কি তখন তখনই ঐ জমির মালিক হইবার দাবী করা চলে ? এক মুহূর্ত্তের জন্য অপর সকলকে বাহির করিয়া দিয়া তাহাদের কোন কালে ফিরিয়া আসিবার অধিকার কাড়িয়া লইবার মত গায়ের জোর থাকিলেই কি যথেষ্ট ? অন্যায় জবর দখল করা ছাড়া কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি কি করিয়া এক বিশাল ভূখণ্ড মানব জাতির আর সকলকে বঞ্চিত করিয়া নিজের হস্তগত করিতে পারে ? কারণ, ঐ কর্ম্মের দ্বারা সে আর সকলের বাসস্থান এবং আহার সংস্থানের উপায়, যাহা প্রকৃতি সকলকে সমানভাবে দিয়াছে, তাহা কাড়িয়া লইতেছে। নুঞ্রেথ বালবাও যখন তীরে দাঁড়াইয়াই দক্ষিণ সমুদ্র এবং সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকা কাষ্টিলের রাজার নামে দখল করে তখন উহাই কি তথাকার সমস্ত অধিবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত ও পৃথিবীর আর সকল রাজাকে বাদ দিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল ? এই নজিরে চলিলে অনুষ্ঠানের ধুম অনর্থক বাড়িয়াই চলে ; ক্যাথলিক রাজা (ফ্রান্সের রাজা) এক চোটেই সমস্ত সৌর-জগতের দখল লইতে পারেন, শুধু নিজের সাম্রাজ্য হইতে যেটুকু পূর্ব্বে অন্য রাজাদের দখলে ছিল সেইটুকু তিনি ফিরাইয়া দিবেন।

পৃথক পৃথক ব্যক্তির দখলী জমি যেখানে পরস্পর সংলগ্ন ছিল একত্র হইয়া তাহা কেমন করিয়া সাধারণের অধিকারভুক্ত জমি হইল ও রাজশক্তির অধিকার প্রজাগণ হইতে তাহাদের দখলী জমির উপর বর্ত্তাইয়া কেমন করিয়া একই কালে বাস্তব ও ব্যক্তিগত অধিকারের সামিল হইয়া উঠিল তাহা বুঝা যায়; ইহার ফলে জমির অধিকারিগণ বেশী করিয়া অধীনতায় আবদ্ধ হইয়া পড়িল এবং তাহাদের হস্তস্থিত শক্তিই তাহাদের বিশ্বস্ততার জামিন হইল। প্রাচীন কালের রাজারা এই সুবিধাটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই মনে হয়, কারণ, তাঁহারা আপনাদিগকে কেবল পারসীকগণের রাজা, শকগণের রাজা, মাসিডনীয়গণের রাজা, এইরূপে অভিহিত করিতেন। এবং আপনাদিগকে দেশের মালিক অপেক্ষা মানুষের মধ্যে প্রধান বলিয়াই বেশী বিবেচনা করিতেন। আধুনিক রাজাগণ অধিক বুদ্ধির সহিত আপনা-দিগকে ফ্রান্সের, স্পেনের, ইংলণ্ডের রাজা ইত্যাদি বলিয়া অভিহিত করেন; এই উপায়ে জমি দখলে রাখিবার ফলে দেশবাসী লোককে হাতে রাখা বিষয়েও তাহারা নিশ্চিত থাকেন।

এই হস্তান্তরকরণ ব্যাপারের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া তাহাকে বঞ্চিত করা দূরে থাকুক বরং উহাতে তাহার বৈধ দখলী-স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়, জবরদখলকে বাস্তব অধিকারে এবং ভোগদখলের

অধিকার মাত্রকে স্বত্বস্বামীত্বে পরিণত করে। দখলিকারগণকে এইরূপে সাধারণের সম্পত্তির অভিভাবক হিসাবে দেখা হয় বলিয়া তাহাদের সকল অধিকার রাষ্ট্রের সকল সভ্য মানিয়া চলে ও রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি বিদেশীর বিরুদ্ধে সেগুলি রক্ষা করে; ফলে, সাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক ও তাহাদের আপনপক্ষে তদপেক্ষা সুবিধাজনক এই হস্তান্তর কার্য্যের ফলে তাহারা যাহা দিয়াছিল তাহা সমস্তই ফিরিয়া পায়; একই সম্পত্তির উপর রাজশক্তি ও উহার মালিকের যে আলাদা অধিকার আছে তাহা বুঝিলেই এই হেঁয়ালি সহজে পরিষ্কার হইয়া যায়। ইহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

ইহাও সম্ভবপর যে কোনরূপ সম্পত্তি থাকিবার পূর্ব্বেই মানুষ পরস্পরের সঙ্গে একতাবদ্ধ হইতে আরম্ভ করে এবং পরে সকলের জন্য পর্য্যাপ্ত একখানি ভূখণ্ড দখল করিয়া সকলে একসঙ্গে মিলিয়া বা পরস্পরের মধ্যে উহা সমানভাবেই হউক বা রাজশক্তির দ্বারা নির্দ্ধারিত অংশ মোতাবেকই হউক, ভাগ বাটোয়ারা করিয়া ভোগ করে। যে উপায়েই এই সম্পত্তি অর্জ্জিত হউক না কেন প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় সম্পত্তির উপর যে অধিকার আছে তাহা সব সময়েই সকল বস্তুর উপর সমাজের যে অধিকার আছে তাহার অধীন। ইহা ছাড়া সামাজিক বন্ধনের ভিতরে কোন দৃঢ়তা থাকে না, রাজশক্তির কার্য্য পরিচালনার মধ্যে কোন বাস্তব শক্তি থাকে না।

একটি কথা বলিয়া আমি এই অধ্যায় এবং এই খণ্ড শেষ করিব; কথাটি সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; সেটি এই যে গোড়ার চুক্তি জিনিসটি মানুষের স্বাভাবিক সাম্য (égalité) নষ্ট ত করেই না, বরং প্রকৃতির হাতে মানুষের মধ্যে যে দৈহিক বৈষম্য হওয়া সম্ভব, তাহার জায়গায় একটি নৈতিক ও বৈধ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করে, এবং যাহারা বলে বা বুদ্ধিতে পরস্পরের সমান নয় তাহারা সকলেই প্রথা এবং আইনের বলে পরস্পরের সমান হইয়া উঠে। (১)

১। কু-শাসনতন্ত্রের অধীনে এই সাম্য কেবল কথার কথা ও ফাঁকি হইয়া দাঁড়ায়; ইহা কেবল দরিদ্রকে তাহার দারিদ্র্যের ভিতর চাপিয়া রাখে এবং ধনীকে তাহার জবর দখল করিয়া লওয়া স্থানে ঠিক রাখে। খাঁটি কথা এই যে যাহাদের বিস্তর আছে আইন সর্ব্বদা তাহাদের উপকারে আসে আর যাহাদের কিছুই নাই তাহাদের চিরকাল অনিষ্ট করে; ইহা হইতে বুঝা যায় যে যখন সকলেরই কিছু কিছু থাকে এবং কাহারও প্রয়োজনের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী থাকে না এমন অবস্থা হয়, কেবল তখনই সমাজবদ্ধ অবস্থা দ্বারা মানুষের সুবিধা হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

১ম অধ্যায়

রাজশক্তি হস্তান্তরের অযোগ্য কেন

ইতিপূর্ব্বে যে সকল মূলনীতি প্রমাণ করা হইয়াছে তাহা হইতে প্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে কেবল সাধারণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের সকল শক্তি রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতে পারে ; এই উদ্দেশ্য হইতেছে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন। কারণ, ব্যক্তিগত স্বার্থের পরস্পর-বিরোধিতাই যদি সমাজ প্রতিষ্ঠাকে আবশ্যক করিয়া তুলিয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ঐ সকল স্বার্থের সামঞ্জস্যের ফলেই সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। এই সকল বিরোধী স্বার্থের ভিতরে একটা জায়গায় যে মিল আছে তাহাই সমাজ বন্ধনের সূত্র ; আর যদি সমস্ত স্বার্থ যেখানে এক হইয়া যায় এমন একটি বিষয় না থাকিত তাহা হইলে কোনরূপ সমাজই টিঁকিতে পারিত না। তাহা হইলে প্রত্যেক সমাজের কেবল এই সার্ব্বজনীন স্বার্থের দ্বারাই শাসিত হওয়া উচিত।

এখন আমার বক্তব্য এই যে যখন দেখা যায় যে রাজশক্তি সাধারণের ইচ্ছার পরিচালনা ছাড়া আর কিছু নয় তখন

দাঁড়ায় যে ইহা কখনও হস্তান্তর করা চলে না ; আর রাজশক্তি সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব মাত্র ; কাজেই উহার প্রতিনিধি কেবল উহা নিজে হইতে পারে। ক্ষমতা অবশ্য হস্তান্তর করা চলে, কিন্তু ইচ্ছা হস্তান্তর করা চলে না ;

বাস্তবিক পক্ষে ব্যক্তির ইচ্ছা যে-কোন একটা বিষয়ে সাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়া যাইতে পারে ইহা অসম্ভব না হইলেও, অন্ততঃপক্ষে এটা অসম্ভব যে এই মিল স্থায়ী এবং নিত্য হইবে ; কারণ, ব্যক্তির ইচ্ছা স্ব-প্রকৃতি ক্রমেই পক্ষপাতের দিকে ছুটিবে এবং সাধারণের ইচ্ছা চলিবে সাম্যের দিকে। এই মিল যে থাকিবে এসম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা দেওয়া আরও অসম্ভব ; কারণ, সব সময়ে এই মিল থাকিবে এরূপ ধরিয়া লইলেও সে মিল বুদ্ধিপূর্ব্বক চেষ্টার ফল হইবে না. হইবে আকস্মিক ঘটনার ফল মাত্র। রাজশক্তি এরূপ বলিতে পারে. —"অমুক লোকটি যাহা ইচ্ছা করে বা অন্ততঃপক্ষে বলে যে সে ইচ্ছা করে আমি আজ ঠিক তাহাই ইচ্ছা করি"; কিন্তু উহা এরূপ বলিতে পারে না—"ঐ লোকটি কাল যাহা ইচ্ছা করিবে আমিও ঠিক তাহাই ইচ্ছা করিব", কারণ মানুষের ইচ্ছা যে ভবিষ্যতের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হইবে এ কথার কোন অর্থ হয় না ; অধিকন্তু, কাহারও ইচ্ছা তাহার পক্ষে অনিষ্টকর এমন কিছু মানিয়া লইতে বাধ্য নহে তাহা হইলে কোন জাতি কেবল আদেশ পালন করিবে যদি এই রকম প্রতিজ্ঞা করে, ঐ কাজের দ্বারা সে আপন ঐক্য নষ্ট করে,

আপনার জাতীয়ত্বই হারাইয়া ফেলে; যে মুহূর্ত্তে প্রভুর আবির্ভাব হয় তখন হইতে রাজশক্তি আর থাকে না এবং তখন হইতে রাষ্ট্রীয় সমবায় বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ইহার অর্থ এই নয় যে শাসনকর্ত্তাগণের (chefs) আদেশ সাধারণের ইচ্ছা বলিয়া চলিয়া যাইতে পারে না; যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাধা দিতে সক্ষম রাজশক্তি বাধা দিতে বিরত থাকে ততক্ষণ উহা ঐরূপে চলিতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে সকলের নীরবতা হইতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে লোকের এ বিষয়ে সম্মতি আছে। বিষয়টি পরে আরও পরিষ্কার হইবে।

২য় অধ্যায়

রাজশক্তি অবিভাজ্য কেন

যে কারণে রাজশক্তি হস্তান্তরের অযোগ্য ঠিক সেই কারণেই উহা অবিভাজ্য; কারণ, ইচ্ছা হয় সাধারণের ইচ্ছা(১) অথবা সাধারণের ইচ্ছা নয়; হয় উহা জনসমষ্টির ইচ্ছা অথবা ব্যক্তিবর্গের কতকের ইচ্ছা। প্রথম ক্ষেত্রে এই ইচ্ছা ব্যক্ত হইলে উহা হয় রাজশক্তির কৃত ব্যবস্থা এবং আইন রূপে গণ্য

১। সাধারণ ইচ্ছা বলিয়া গণ্য হইতে হইলে উক্ত ইচ্ছা সব সময়ে সর্ব্ববাদীসম্মত হইবার কোন প্রয়োজন হয় না, কিন্তু প্রত্যেকটি ভোট গণনা করিতে হইবে; কোনটি বাদ পড়িলেই সাধারণতার ব্যত্যয় হয়।

হয়; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইহা ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাত্র, কিংবা ম্যাজিষ্ট্রেটকৃত ব্যবস্থা অথবা নেহাৎ পক্ষে আদেশ মাত্র।

আমাদের রাষ্ট্রনীতিবিদগণ রাজশক্তিত্বের মূলনীতিকে কাটা-ছেঁড়া না করিতে পারিয়া উদ্দেশ্য বিচার করিয়া উহাকে ভাগ করেন; তাঁহারা ইহাকে দুই ভাগ করেন—বল এবং ইচ্ছা; ব্যবস্থাপক ক্ষমতা এবং কার্য্যকরী ক্ষমতা; কর আদায়ের, বিচার করিবার এবং যুদ্ধ করিবার অধিকার; আভ্যন্তরীণ শাসনের এবং বিদেশীর সঙ্গে সন্ধি করিবার অধিকার। কখন তাঁহারা এই সকল অংশের মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলেন কখন বা এইগুলিকে পৃথক ভাবে দেখেন। তাঁহারা রাজশক্তিকে কতকগুলি একত্র সংলগ্ন অংশে গঠিত একটা অদ্ভুতাকার জীব করিয়া তুলেন; ঠিক যেন কতকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া তাঁহারা মানুষ গড়েন,—কাহার চোখ আছে, কাহার আছে হাত, কাহার বা পা আছে এবং আর কিছুই নাই। শুনা যায় জাপানের বাজীকরগণ নাকি দর্শকগণের চোখের উপর একটি ছেলের হাত পা সব কাটিয়া ফেলে; তারপর সেই কাটা অংশগুলি তাহারা একটির পর একটি শূন্যে ছুড়িয়া দেয় এবং সমস্ত জোড়া-লাগা ও জীবিত অবস্থায় ছেলেটি মাটিতে পড়ে। আমাদের রাষ্ট্রনীতিবিদগণের বাজীর কৌশল কতকটা এই রকমের। তাঁহারাও সমাজ দেহকে আগে খণ্ড খণ্ড করেন এবং মেলায় দেখাইবার উপযুক্ত

যাদুবলে, এক অজ্ঞাত উপায়ে সেই কাটা অংশগুলি আবার জোড়া লাগাইয়া দেন।

এই ভুল হয় রাজশক্তির কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা না থাকায় এবং যে সকল জিনিষ ঐ কর্ত্তৃত্বের বহিঃপ্রকাশ মাত্র সেইগুলিকে উহার অংশ বলিয়া গ্রহণ করার দরুণ। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায়,—লোকে যুদ্ধ ঘোষণা করা ও সন্ধি স্থাপন করা এই দুই ব্যাপারকে রাজশক্তিকৃত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে; কিন্তু উহারা মোটেই সেরূপ নয়, কারণ এই দুইটি কাজের একটিও আইনের নির্দ্দেশ করে না, ইহা আইনের প্রয়োগ মাত্র, একটি বিশেষ কাজ যাহা আইন প্রয়োগের নজিররূপে গণ্য হইতে পারে; 'আইন" কথাটির সঙ্গে যে ধারণা বর্ত্তমান সেটি পরিস্ফুট করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

অন্যান্য যে সকল ভাগ করা হয় সেগুলি পরীক্ষা করিলেও দেখা যাইবে যে যখনই রাজশক্তিকে এই রকম খণ্ডিত বলিয়া বোধ হয় তখনই লোকে ভুল করে; যে সকল অধিকারকে রাজশক্তির অংশ বলিয়া ধরা হয় সেগুলি সমস্তই উহার অধীন এবং সর্ব্বোচ্চ ইচ্ছার দ্যোতক এবং তদনুযায়ী কাজ করিবার মঞ্জুরী।

রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে লেখকগণ যখন তাঁহাদের নির্ণীত সিদ্ধান্ত সমূহের বলে রাজা ও প্রজা উভয়ের অধিকার সম্বন্ধে রায় দিতে বসিয়াছেন তখন পরিষ্কার ধারণার অভাবে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের ভিতর যে কত অস্পষ্টতা ঢুকিয়াছে তাহা বলা যায়

না। গ্রোটিয়ুসের পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায় হইতে প্রত্যেকেই দেখিতে পারেন যে এই পণ্ডিত ও তাঁহার অনুবাদক বারবেরাক (Barbeyrac) কেমন করিয়া উক্ত বিষয়ে আপনাদের মত সম্বন্ধে খুব বেশী বা একেবারে কম বলিবার ফলে যে সকল শ্রেণীকে সন্তুষ্ট করিবার কথা তাহাদের অসন্তুষ্ট করিয়া তুলেন এই ভয়ে আপনাদের কুতর্কজালে আপনারাই জড়াইয়া পাল্টাইয়া ধরা পড়িয়াছেন। গ্রোটিয়ুস ছিলেন স্বদেশের প্রতি বিরক্ত ও ফ্রান্সের আশ্রিত ব্যক্তি, তাঁহার বই ত্রয়োদশ লুইয়ের নামে উৎসর্গ করা এবং তাঁহাকে তুষ্ট করিতে যাইয়া তিনি প্রজার সমস্ত অধিকার হরণ করিয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সম্ভব কৌশলে রাজাকে ভূষিত করিবার প্রচেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই। এইরূপ করিবার দিকে বারবেরাকেরও যথেষ্ট ঝোঁক ছিল, তিনি তাঁহার তর্জ্জমা উৎসর্গ করিয়াছিলেন ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জর্জ্জকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় জেম্‌সের বিতাড়নের ফলে তাঁহার কথায় স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিবার ফলে, বাক্‌সংযম করিতে, রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে ও কথার মারপেঁচ দেখাইতে বাধ্য হন, —এই উদ্দেশ্যে যে উইলিয়াম জবরদখলিকার বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া না পড়েন। এই দুইজন গ্রন্থকার যদি প্রকৃত মত গ্রহণ করিতেন তবে সকল গণ্ডগোল দূর হইত এবং তাঁহাদের বক্তব্যের ভিতরেও সঙ্গতি থাকিত; কিন্তু সে সত্য তাঁহাদের বড় দুঃখের সঙ্গে প্রকাশ করিতে হইত এবং

তদ্দারা খালি প্রজাকেই তুষ্ট করা হইত। কিন্তু সত্য ত ধনৈশ্বর্য্যের পথে লইয়া যায় না, আর প্রজাও রাজদূতের কর্ম্ম, অধ্যাপকের পদ বা পেনসন দিতে পারে না।

৩য় অধ্যায়

সাধারণ ইচ্ছা ভুল করিতে পারে না

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তদ্দারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে সাধারণ ইচ্ছা সব সময়েই ঠিক এবং সব সময়েই জনসাধারণের মঙ্গলাভিমুখী ; কিন্তু তাই বলিয়া একথা প্রমাণিত হয় না যে জনগণের সিদ্ধান্তগুলি সব সময়ে একই ভাবে নির্ভুল হইবে। লোকে সব সময়ে আপনাদের কল্যাণ চায়, কিন্তু কিসে কল্যাণ হইবে সেটা সব সময়ে ধরিতে পারে না ; জনসাধারণকে কেহ কখন দূষিত (corrompt le peuple) করিতে পারে না কিন্তু প্রায়ই ঠকাইয়া থাকে ; এবং কেবল তখনই যাহা খারাপ তাহাদের তাহাই চাহিতে দেখা যায়।

সকলের ইচ্ছা ও সাধারণ ইচ্ছার ভিতরে প্রায়ই বিস্তর প্রভেদ থাকে, শেষটি দেখে সার্ব্বজনীন স্বার্থ; অপরটি দেখে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ইহা ব্যক্তিগত স্বার্থের সমষ্টি মাত্র; এই সকল ইচ্ছার মধ্য হইতে যতগুলি যোগবিয়োগের

অঙ্কে কাটাকাটি হয় (১) সেগুলি বাদ দেও, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে সাধারণ ইচ্ছা বিয়োগফলের সমষ্টি মাত্র।

যখন জনসাধারণ যথোপযুক্ত খবরাদি পাইয়া সিদ্ধান্ত করিতে বসে তখন যদি নাগরিকগণ পরস্পরের মধ্যে কোন সংবাদ আদান প্রদান করিতে না পারে তবে তাহাদের ভিন্ন মতগুলি একত্র যোগ করিলে সব সময়ে তাহার যোগফল হইতেই সাধারণ ইচ্ছা পাওয়া যাইবে এবং সিদ্ধান্তও সব সময়ে ভাল হইবে।

কিন্তু যখন নানা দল গঠিত হয়, বৃহৎ সমষ্টির স্থানে ছোট ছোট সমষ্টির উদ্ভব হয়, তখন ঐ সকল সমষ্টিভুক্ত সভ্যবৃন্দের কাছে প্রত্যেকটি সমষ্টির ইচ্ছাই সাধারণ ইচ্ছা হইয়া উঠে এবং রাষ্ট্রের কাছে উহা ব্যক্তিগত ইচ্ছাই থাকে; এরূপ ক্ষেত্রে বলা যায় যে তখন আর যত মানুষ তত ভোট থাকে না, যতগুলি

১। le marquis d' Argenson বলিতেছেন, "প্রত্যেক ভিন্ন স্বার্থ-বিশিষ্ট শ্রেণীর আলাদা আলাদা নীতি আছে। তৃতীয় একটি শ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ কালে এইরূপ দুইটি শ্রেণীর মিলন হয়" (Considérations sur le gouvernement de la France, ২য় অধ্যায় দেখ—Editor)। তিনি বলিতে পারিতেন যে সকল শ্রেণীর মিলন হয় প্রত্যেকের অপরের স্বার্থের সহিত বিরোধের দ্বারা। বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থ না থাকিলে সার্ব্বজনীন স্বার্থ যে কি তাহা জানাই যাইত না কারণ উহাকে কোন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইতেই হইত না; সব যেমন চাওয়া যায় তেমনি চলিয়া যাইত এবং রাষ্ট্রনীতি আর আর্ট বলিয়া গণ্য হইত না।

সমষ্টি ততগুলি ভোটই থাকে। ভিন্ন মতগুলি সংখ্যায় কম হয় এবং মোট যোগফলও কম সর্ব্বজনীন হয়। শেষকালে যখন এই সকল সমষ্টির একটি একটি এত বড় হইয়া উঠে যে উহা আর সকল সমষ্টি অপেক্ষা প্রবল হয় তখন তুমি যে মোটফল পাইতেছে তাহা আর ছোট ছোট ভিন্ন মতের যোগফল নয় একটা ভিন্ন মত; এক্ষেত্রে সাধারণ ইচ্ছার অস্তিত্ব আর থাকে না এবং যে মতটি প্রবল দাঁড়ায় উহা ব্যক্তিবিশেষের মত মাত্র।

তাহা হইলে সাধারণ ইচ্ছা যাহাতে ব্যক্ত হয় সেজন্য আবশ্যক যে রাষ্ট্রের ভিতরে কোন সংকীর্ণ স্বার্থ-বিশিষ্ট দল থাকিবে না এবং প্রত্যেক নাগরিকই স্বীয় মত ব্যক্ত করিবে। (১) প্রসিদ্ধ লাইকারগাসের (Lycurgus) অদ্বিতীয় ও উন্নত প্রণালীও এই ধরণের ছিল। আর দলাদলি যেখানে থাকিবেই সেখানে দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও তাহাদের মধ্যে বৈষম্য

১। ম্যাকিয়াভেলী বলেন, "সত্য কথা এই যে কতকগুলি মতবিরোধ সাধারণ-তন্ত্রের অনিষ্ট করে, এবং কতকগুলি তাহার সাহায্য করে; যেগুলি সম্প্রদায় ও দলাদলি টানিয়া আনে সেগুলি অনিষ্ট করে; যেগুলি সম্প্রদায় বা দল ব্যতিরেকে চলে সেগুলি ইষ্ট করে। তাহা হইলে যখন দেখা যায় যে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতার হাতে বিদ্বেষ ভাবের উৎপত্তি নিবারণের উপায় নাই তখন নেহাৎপক্ষে তাঁহার দেখা উচিত যে ঐ সঙ্গে সম্প্রদায়ের উৎপত্তিও না হইতে পারে। (Hist Florent. Lib vii) রুসো ম্যাকিয়াভেলীর মূল ইটালী ভাষা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—অনুবাদক।

নিবারণ করা আবশ্যক, সোলোন, নুমা (Solon, Numa) এবং সেরভিয়ুস (Servius) এইরূপ করিতেন। কেবল এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিলেই আশা করিতে পারা যায় যে সাধারণ ইচ্ছা সব সময়ে ওয়াকিবহাল (éclairée) হইবে এবং জনসাধারণ আপনাদিগকে প্রতারিত করিতে পারিবে না।

৪র্থ অধ্যায়

রাজশক্তির ক্ষমতার সীমা

যদি রাষ্ট্র বা নগরকে নৈতিকসত্তা-সম্পন্ন বলিয়া ধরা যায়, যাহার জীবন সভ্যবৃন্দের মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং আত্ম-সংরক্ষণই যদি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ হয় তাহা হইলে নিজের প্রত্যেক অংশকে সকলের যথাসম্ভব সুবিধা মত চালনা ও ব্যবহার করিবার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিহত ক্ষমতা তাহার থাকা দরকার। প্রকৃতি যেমন মানুষকে তাহার দেহের সকল অংশের উপর পূর্ণ ক্ষমতা দেয় সামাজিক সন্ধিও তেমনি রাষ্ট্রীয় সমবায়কে তাহার সকল সভ্যের উপর পূর্ণ ক্ষমতা দেয়; এবং আমি যেমন বলিয়াছি, এই ক্ষমতাই সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা চালিত হইলে রাজশক্তি নাম বহন করে।

কিন্তু জনসমষ্টি ছাড়াও যে সকল ব্যক্তি (personnes privées) লইয়া জনসমষ্টি গঠিত হয় তাহাদের দিকটাও

দেখিতে হইবে; কারণ, জনসমষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধের অতিরিক্ত একটা জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহাদের স্বভাবতঃ আছে। এ অবস্থায় নাগরিকগণের ও রাজশক্তির (১) বিভিন্ন অধিকার, এবং প্রজা হিসাবে নাগরিকগণের যে সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে এবং মানুষ হিসাবে যে সকল স্বাভাবিক অধিকার তাহাদের ভোগ করা উচিত তাহা পরিষ্কার করিয়া নির্দ্দেশ করা নিতান্ত দরকার।

ইহা স্বীকার্য্য যে সামাজিক সন্ধির দ্বারা প্রত্যেক মানুষ সমাজের কাজের জন্য যতখানি আবশ্যক আপন শক্তি, ধন ও স্বাধীনতার কেবল ততখানি হস্তান্তর করে; কিন্তু ঐ সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে রাজশক্তিই কি আবশ্যক তাহার একমাত্র বিচারক।

রাষ্ট্রের উপকারার্থ নাগরিক যে সকল কাজ করিতে পারেন রাজ শক্তি চাহিবামাত্র তিনি তাহা করিবেন; কিন্তু অপর পক্ষে রাজশক্তি সমাজের পক্ষে যাহা অনাবশ্যক এরূপ কোন শৃঙ্খল তাহার ঘাড়ে চাপাইতে পারে না; এমন কি এরূপ করিবার ইচ্ছাও তাহার হওয়া উচিত না; কারণ, যুক্তির নিয়মে

১। মনোযোগী পাঠকগণ, আমি প্রার্থনা করি, আপনারা তাড়াতাড়ি আমাকে এখানে স্ববিরোধী উক্তি করিবার দোষে অভিযুক্ত করিবেন না। ভাষার দারিদ্র্য হেতু নাম দিবার বেলায় আমি ইহা ছাড়িতে পারি নাই; একটু ধৈর্য্য ধরুন।

এবং প্রকৃতির নিয়মেও বটে, বিনা কারণে কিছু হয় না।

যে সকল কর্ত্তব্যপালনের অঙ্গীকার দ্বারা আমরা সমাজের সঙ্গে আবদ্ধ সে সকল উভয় পক্ষকে পালন করিতে হয়, এজন্য অবশ্য করণীয়; এবং সেগুলি এরূপ প্রকৃতির যে তাহা পালন করিতে যাইয়া লোকে পরের কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাজও উদ্ধার করিয়া থাকে। এমন লোক নাই যে "প্রত্যেকের" এই কথাটি নিজের উপর প্রয়োগ করে না এবং সকলের জন্য ভোট দিতে যাইয়া আপনাকেও তাহাদের মধ্যে ধরে না; এরূপ না হইলে আর সাধারণ ইচ্ছা কি করিয়া সব সময়ে ঠিক হইতে পারে আর কি করিয়াই বা সকলে সর্ব্বদা আপনাদের প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করিতে পারে? ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে সমান অধিকার এবং উহা হইতে উদ্ভূত ন্যায়বিচারের ধারণার গোড়ায় আছে প্রত্যেক মানুষের আপনাকে সকলের আগে দেখিবার প্রবৃত্তি; কাজে কাজেই ইহার প্রতিষ্ঠা মানুষের প্রকৃতির উপর; আরও প্রমাণ হয় যে ইহাকে যথার্থ সর্ব্বজনীন হইতে হইলে উদ্দেশ্য এবং প্রবৃত্তি দুইটিরই ঐরূপ হইতে হইবে; ইহার উৎপত্তি হইবে সকল হইতে এবং ইহার লক্ষ্য হইবে সকলে; এবং কোন বিশেষ ও নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে ইহা চালিত হইলে ইহার স্বাভাবিক নির্ভুল প্রকৃতি নষ্ট হইয়া যায়; কারণ সে

ক্ষেত্রে যাহা আমাদের বাহিরে আমরা তাহার বিচার করিতে বসি, কাজেই পথ দেখাইবার জন্য ন্যায়পরতার কোন খাঁটি মূলসূত্র আমাদের থাকে না।

বাস্তবিক পক্ষে যখনই এমন কোন বিশেষ অধিকার বা ঘটনায় প্রশ্ন উঠে যাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই সাধারণ মত অনুসারে কোনরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই তখনই বিষয়টি মতানৈক্যের কারণ হইয়া দাঁড়ায়; এ মামলায় এক পক্ষ স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং অপর পক্ষ জনসাধারণ; কিন্তু এক্ষেত্রে কোন আইন যে মানিতে হইবে এবং কোন বিচারক যে ন্যায় দিবে কিছুই আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। এ অবস্থায় ইহার একটা সত্য সত্য মীমাংসার জন্য সাধারণ ইচ্ছার উপর বরাৎ দিবার প্রস্তাব আহাম্মকী হইবে; সে সিদ্ধান্ত কেবল দুই পক্ষের একটির সিদ্ধান্ত হইবে এবং কাজে কাজেই অপর পক্ষের কাছে উহা নিতান্ত বাহিরের ও বিশেষ ইচ্ছা বলিয়াই গণ্য হইবে; উপস্থিত ক্ষেত্রে উহার অবিচার করিবার দিকেই বেশী ঝোঁক থাকিবে ও ভুল করিবার সম্ভাবনা থাকিবে। এখন দেখা যায় যে বিশেষ ইচ্ছা যেমন সাধারণ ইচ্ছার স্থান অধিকার করিতে পারে না তেমনি অপরপক্ষে বিশেষ বিষয় সাধারণ ইচ্ছার লক্ষ্য হইলে উহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং ঐ ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছা বলিয়া কোন একজন লোক বা কোন একটি ঘটনার সম্বন্ধে বিচার করিতে পারে না। উদাহরণ

স্বরূপ বলা যায় যে যখন এথেন্সবাসিগণ আপনাদের শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচন ও পদচ্যুত করিত, একজনের জন্য সম্মান অপরের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করিত এবং হাজার রকমের বিশেষ আদেশ জারি করিয়া শাসনশক্তির সব রকমের কাজই বাদবিচার না করিয়া করিত তখন জাতির প্রকৃত সাধারণ ইচ্ছা ছিল না ; তখন জাতি আর রাজশক্তি হিসাবে কাজ করিত না, ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে কাজ করিত। একথা প্রচলিত ধারণার বিরোধী বলিয়া মনে হইবে ; কিন্তু আমার ধারণা ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমাকে সময় দিতে হইবে।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে ভোটের সংখ্যা অপেক্ষা ভোটদাতাগণ যে সাধারণ স্বার্থের খাতিরে মিলিত হয় তাহার উপরেই ইচ্ছার সর্ব্বজনীন হওয়া বেশী করিয়া নির্ভর করে ; কারণ এই ব্যবস্থামতে প্রত্যেকে অপর সকলকে যে সব সর্ত্তে আবদ্ধ করে নিজেও বাধ্য হইয়া সেই সব সর্ত্তে আবদ্ধ হয় ; স্বার্থ ও ন্যায়ের এই চমকার মিলন সম্মিলিত আলোচনাকে অপক্ষপাতী করিয়া তুলে ; কিন্তু প্রত্যেক বিশেষ ব্যাপারের আলোচনা কালে দেখা যায় যে এই সমদর্শিতা অন্তর্হিত হইয়াছে ; কারণ, তখন এমন কোন প্রকার সর্ব্বজনীন স্বার্থ চোখের সম্মুখে থাকে না যাহা বিচারকের সিদ্ধান্ত ও স্বার্থবিশিষ্ট পক্ষের সিদ্ধান্তের মধ্যে মিলন ও ঐক্য ঘটাইতে পারে।

যেদিক দিয়াই এই মূলনীতির দিকে অগ্রসর হওয়া

যাউক না কেন সর্ব্বদা সেই একই সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে; যথা, সামাজিক সন্ধি নাগরিকগণের মধ্যে এমন একটা সাম্যের প্রতিষ্ঠা করে যে সকলে একই প্রকারের সর্ত্তে আবদ্ধ হয় এবং সেহেতু সকলে একই প্রকারের অধিকার ভোগ করে। এই প্রকারে সন্ধির প্রকৃতি অনুসারেই রাজশক্তির প্রত্যেক কাজ অর্থাৎ সাধারণ ইচ্ছার প্রত্যেক যথার্থ কাজ সকল নাগরিককে সমান ভাবে বাধ্য করে বা অনুগ্রহ করে; এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে রাজশক্তি কেবল সমগ্র জাতিকে দেখে, যাহাদের দ্বারা উহা গঠিত তাহাদিগকে আলাদা করিয়া দেখে না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে রাজশক্তির কাজ বলিতে ঠিক কি বুঝায়? এই কাজ উপরওয়ালার সঙ্গে অধীনস্থ লোকের একরারনামার ফল নয়, দেহের সঙ্গে উহার প্রত্যেক অংশের একরারনামার ফল; ইহা বৈধ, কারণ ইহার ভিত্তি সামাজিক চুক্তি; অপক্ষপাতী, কারণ ইহা সর্ব্বজনীন; প্রয়োজনীয়, কারণ ইহার উদ্দেশ্য সাধারণের কল্যাণ ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না; এবং স্থায়ী, কারণ জনসাধারণের শক্তি এবং সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা ইহার জামিনদার। যে পর্য্যন্ত প্রজাগণকে কেবল এই ধরণের একরারনামা মানিতে হয় তাহারা বাহিরের কাহারও আদেশ পালন করে না আপনাদের ইচ্ছাই মানিয়া চলে; এবং রাজশক্তি ও প্রজাগণের উভয়ের অধিকার কতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে জিজ্ঞাসা করিবার

অর্থ এই যে প্রজাগণ কতদূর পর্য্যন্ত আপনাদের পরস্পরের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হইতে পারে— প্রত্যেকে সকলের সঙ্গে এবং সকলে প্রত্যেকের সঙ্গে।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে রাজশক্তির ক্ষমতা অপ্রতিহত, পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় হইলেও ইহা সাধারণ চুক্তির সর্ত্তসমূহ অতিক্রম করে না ও করিতে পারে না এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ সকল সর্ত্তের এলাকার বাহিরে যে ধন ও যতখানি স্বাধীনতা তাহার থাকে সমস্তই ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে; তাহা হইলে কোন এক জন প্রজার কাছে অপরের অপেক্ষা বেশী দাবী করিবার ক্ষমতা রাজশক্তির নাই, কারণ, সেক্ষেত্রে সেটি বিশেষ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় এবং কাজেই তাহার হাতের বাহিরে চলিয়া যায়।

এই সকল পার্থক্য একবার স্বীকার করিয়া লইলে দেখা যায় যে সামাজিক চুক্তির ফলে ব্যক্তিবর্গ কোন প্রকার প্রকৃত ত্যাগ স্বীকার করে একথা কিরূপ মিথ্যা; বরং এই চুক্তির ফলে তাহারা আপনাদিগকে যে অবস্থায় দেখিতে পায় তাহা পূর্ব্বেকার অবস্থা অপেক্ষা বাস্তবিক ভাল; কোনরূপ ত্যাগ স্বীকারের পরিবর্ত্তে তাহারা একটা সুবিধাজনক লেনদেনের বন্দোবস্ত করিয়াছে, যাহার ফলে অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক জীবনের পরিবর্ত্তে জীবনযাত্রা উন্নত ও নিশ্চিত হইয়াছে, স্বাভাবিক যথেচ্ছাচার ক্ষমতার (l'independance naturellee) পরিবর্ত্তে স্বাধীনতা

পাওয়া গিয়াছে, অপরের অনিষ্ট করিবার ক্ষমতার পরিবর্ত্তে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং অপরে যখন তখন অভিভূত করিতে পারে এরূপ শক্তির পরিবর্ত্তে এমন একটা অধিকার পাওয়া গিয়াছে যাহা সামাজিক একতার ফলে একেবারে অজেয়। তাহারা রাষ্ট্রের সেবায় যে জীবন নিয়োগ করিয়াছে সেই জীবন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত হইতেছে; আর যখন তাহারা রাষ্ট্রের রক্ষার জন্য এই জীবন বিপদের মুখে আগাইয়া দেয় তখন রাষ্ট্রের কাছে যাহা পাইয়াছে তাহাই ফিরাইয়া দেওয়া ছাড়া আর কি করে? স্বাভাবিক অবস্থায় যাহা ঘন ঘন ও আরও বিপদসঙ্কুল অবস্থার ভিতরে করিতে হইত, যখন জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু রক্ষা করিবার জন্য জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া লড়াই করা অপরিহার্য্য ছিল, তদপেক্ষা আর বেশী তাহারা কি করিতেছে? সকলকেই জন্মভূমির প্রয়োজনে লড়াই করিতে হইবে, ইহা সত্য; কিন্তু নিজের জন্য কাহাকেও কখন লড়াই করিতে হইবে না। রাষ্ট্র আমাদিগকে আশ্রয় দেয় এবং ঐ আশ্রয় সরাইয়া লওয়া মাত্র আমাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য বহুবিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে; রাষ্ট্রের জন্য এ সকল বিপদের কোন কোনটির সম্মুখীন হওয়াতে কি কিছুই লাভ হয় না?

৫ম অধ্যায়

জীবন এবং মৃত্যুর অধিকার

লোকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে যে ব্যক্তিবর্গের যখন আপনাদের জীবনের উপর কোন অধিকার নাই তখন যে অধিকার তাহাদের নাই কি করিয়া সেই অধিকার রাজশক্তির নিকট তাহারা হস্তান্তর করিতে পারে? এই প্রশ্ন কঠিন বলিয়া মনে হইবার কারণ এইমাত্র যে উহা ঠিক করিয়া জিজ্ঞাসা করা হয় না। প্রত্যেক মানুষেরই নিজের জীবন রক্ষা করিবার জন্য উহা বিপদাপন্ন করিবার অধিকার আছে। কেহ কি কখনও বলিয়াছে যে যে-ব্যক্তি অগ্নি হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়ে সে আত্মহত্যার অপরাধ করে? যে ব্যক্তি ঝড়ের সম্ভাবনা বিষয়ে অজ্ঞ না থাকিয়াও জাহাজে চড়ে এবং ঝড়ে মারা পড়ে তাহার ঘাড়ে কি কেহ এই অপরাধের দায়িত্ব চাপায়?

সামাজিক সন্ধির উদ্দেশ্য চুক্তিকারী দুই পক্ষের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। যে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চায় সে তাহার উপায়ও চায়, এবং এই উপায়ের সঙ্গে কতকটা বিপদ, এমন কি কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা অপরিহার্য্য। যে আর সকলের সাহায্যে নিজের জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, প্রয়োজন হইলে তাহাকেও তাহাদের জন্য নিজের জীবন দিতে হইবে। কিন্তু আইন কোন একজন নাগরিককে যে বিপদের সম্মুখীন হইতে বলে সে আর তাহার সম্পর্কে বিচারকের স্থান গ্রহণ করিবার

দাবী করিতে পারে না ; এবং শাসনকর্ত্তা যখন তাহাকে বলেন,—"তোমার মৃত্যু রাষ্ট্রের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে" তখন তাহার মরা উচিত, কারণ এই সর্ত্তের জোরেই সে তৎকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্ন অবস্থায় বাস করিতে পারিয়াছে, অধিকন্তু তাহার জীবন তখন আর প্রকৃতির অনুগ্রহমাত্র নয়, উহা রাষ্ট্রের একটা সর্ত্তসূত্রে-দেওয়া দান।

অপরাধীকে যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাহাও কতকটা এই ভাবে দেখা চলে ; যাহাতে কেহ হত্যাকারীর শিকার না হয় এই উদ্দেশ্যেই কোন ব্যক্তি নিজে হত্যাকারী হইয়া দাঁড়াইলে মৃত্যুদণ্ড স্বীকার করিয়া লয়। এই সন্ধির ফলে আপনার জীবন বিলাইয়া দেওয়া দূরে থাকুক লোকে কেবল উহা নিরাপদে রাখিবার কথাই ভাবে এবং ইহা মনে করিবার হেতু নাই যে চুক্তিকারী কোন ব্যক্তি তখন আগে হইতে আপনাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে দেখিবার কথা ভাবিয়া রাখে।

অধিকন্তু, প্রত্যেক দুষ্কৃতকারী সামাজিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টায় তাহার দুষ্কার্য্যের দ্বারা স্বদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক হইয়া দাঁড়ায় ; স্বদেশের আইন লঙ্ঘন করিবার ফলে সে আর উহার সভ্য থাকে না ; এমন কি সে উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এমন অবস্থায় রাষ্ট্রের সংরক্ষণের সঙ্গে তাহার সংরক্ষণের বিরোধ ঘটে, দুইটির মধ্যে একটির বিলোপ হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে ; এবং

অপরাধীকে যখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তখন নাগরিক বলিয়া নয় শত্রু হিসাবেই তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। মামলা এবং রায় প্রমাণ ও ঘোষণা করে যে সে সামাজিক সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছে, কাজেই সে আর রাষ্ট্রের সভ্য নহে ; তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে অন্ততঃপক্ষে সেখানে বাস করিয়া সে যখন এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছে তখন তাহাকে হয় চুক্তি ভঙ্গকারী বলিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড দ্বারা দূর করিতে হইবে অথবা সাধারণের শত্রু বলিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে ; কারণ এইরূপ শত্রু আর নৈতিকসত্ত্বাসম্পন্ন-পুরুষ নয়, সে মানুষ মাত্র এবং সেক্ষেত্রে যুদ্ধের অধিকারে আইনমতে বিজিত শত্রু হত্যা করা যায়।

কিন্তু বলা হইবে যে অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া একটি বিশেষ কাজ। মানিয়া লইলাম, কিন্তু এরূপ দণ্ড দেওয়া রাজশক্তির কর্ত্তব্যের মধ্যেই নয় ; এই অধিকার সে দিতে পারে, নিজে ইহা ব্যবহার করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। আমার ধারণা গুলির মধ্যে কোনরূপ অসঙ্গতি নাই, কিন্তু এক কালেই আমি সবগুলি ব্যাখ্যা করিতে পারি না।

কিন্তু ইহাতে বলা চলে যে ঘন ঘন শাস্তি দেওয়া শাসনশক্তির দূর্ব্বলতা বা কর্ত্তব্যে অনবহিত হইবার একটি লক্ষণ। এমন কোন অপকর্ম্ম নাই যাহাকে কোন না কোন ভাল কাজে লাগান যায় না। যাহাকে বাঁচিতে দিলে বিপদের সম্ভাবনা নাই এমন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে

দণ্ডিত করিবার অধিকার কাহারও নাই, এমন কি অপরাধীর কিরূপ শাস্তি হইবে আর সকলকে তাহা দেখাইবার জন্যও নয়।

আর ক্ষমা করিবার বা অপরাধীকে আইনে উল্লিখিত ও বিচারকের নির্দ্ধারিত শাস্তি হইতে অব্যাহতি দিবার অধিকার শুধু যে বিচারক ও আইনের উপরে তাহারই থাকিতে পারে, অর্থাৎ রাজশক্তির; কিন্তু এবিষয়ে রাজ-শক্তির অধিকারও বিশেষ স্পষ্ট নয় এবং ইহা ব্যবহার করিবার উপলক্ষও খুবই কম ঘটে। সুশাসিত-রাষ্ট্রে শাস্তির সংখ্যা কম হইয়া থাকে; ইহার কারণ এই নয় যে খুব বেশী ব্যাপারেই ক্ষমা করা হয়, ইহার কারণ এই যে অপরাধীর সংখ্যাই কম হইয়া থাকে; রাষ্ট্র যখন অবনতির দিকে যায় তখনই অপরাধের সংখ্যাধিক্য শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কারণ হইয়া থাকে। রোমে সাধারণতন্ত্রের আমলে সেনেট বা কন্‌সালগণ কেহই ক্ষমা করিবার চেষ্টা করিতেন না; এমন কি জনসাধারণও ক্ষমা করিত না যদিও সময়ে সময়ে উহা আপন সিদ্ধান্ত কাঁচিয়া দিত। ঘন ঘন ক্ষমা করায় বুঝায় যে শীঘ্রই অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবার প্রয়োজন আর কাহারও হইবে না এবং প্রত্যেকেই দেখিতে পান যে ইহার শেষ কোথায়। কিন্তু আমি বুঝিতেছি যে আমার হৃদয় আপত্তি করিতেছে ও আমার লেখনী টানিয়া রাখিতেছে; যে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কখনও

দোষ করেন নাই এবং নিজের জন্য যাঁহার ক্ষমা চাহিবার আবশ্যক করিবে না তাঁহার হাতেই এ প্রশ্নের আলোচনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া যাউক।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

ব্যবস্থা বা আইন বিধি

সামাজিক চুক্তিদ্বারা আমরা রাষ্ট্রীয় সমবায়কে সত্তা ও জীবন দিয়াছি; এখন আইন বা ব্যবস্থাবিধির দ্বারা ইহাকে গতি এবং ইচ্ছা দেওয়া আবশ্যক। কারণ গোড়াতে যে কার্য্যদ্বারা এই সমবায় গঠিত ও ঐক্য-বদ্ধ হয় তাহা হইতে এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই আত্মসংরক্ষণের জন্য উহার কি করা উচিত।

যাহা ভাল ও শৃঙ্খলানুগামী স্বাভাবিক নিয়মানুসারে এবং মানুষের গড়া রীতিনীতির (conventions) অপেক্ষা না রাখিয়াই তাহা ঐরূপ হইয়া থাকে। ন্যায়বিধান ভগবানের দেওয়া, তিনিই উহার একমাত্র মূল; কিন্তু তাঁহার দান যদি আমরা যথার্থ রূপে গ্রহণ করিতে জানিতাম তাহা হইলে শাসনব্যবস্থা বা ব্যবস্থাবিধির দরকার আমাদের হইত না। ইহাতে সন্দেহ নাই যে একটি বিশ্বজনীন

ন্যায়বিধান আছে যাহার উদ্ভব হইয়াছে মাত্র শুভবুদ্ধি (raison) হইতে, কিন্তু এই ন্যায়বিধান আমাদের মধ্যে চল করিতে হ'লে উহা পারস্পরিক হওয়া উচিত। মানুষের দিক দিয়া দেখিলে বলা যায় যে প্রকৃতিগত সংস্কারের উপর ভিত্তি না থাকিলে ন্যায়ের বিধানাদি (les lois de la justice) মনুষ্য সমাজে ব্যর্থ হইয়া যায়, ঐগুলিতে কেবল দুষ্টলোকের সুবিধা হয় ও সৎলোকের অনিষ্ট হয়; কারণ, সৎলোক সকলের সহিত ব্যবহারে ঐগুলি মানিয়া চলেন কিন্তু তাঁহার সঙ্গে ব্যবহারে অপরে ঐগুলি মানে না। এই কারণে অধিকারের সঙ্গে কর্ত্তব্যের মিলন করিতে হইলে এবং ন্যায়কে উহার উদ্দেশ্যের অনুগামী করিতে হইলে রীতিনীতি ও ব্যবস্থাবিধির প্রয়োজন। স্বাভাবিক অবস্থায় যখন সকল জিনিসে সকলের সমান অধিকার থাকে তখন আমি কাহারও কাছে কোন অঙ্গীকার করি না এবং কাহাকেও কিছু দিবার থাকে না, আমার যাহা অনাবশ্যক কেবল তাহাই আমি অপরের বলিয়া স্বীকার করি। সমাজবদ্ধ অবস্থায় এরূপ চলিতে পারে না, তখন সকল অধিকারই আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে আইন জিনিসটা কি বস্তু? যতক্ষণ এই কথাটির সঙ্গে লোকে কেবল দার্শনিক অর্থ জুড়িয়াই তুষ্ট থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কাহার কথা না বুঝিয়া তর্ক করা চলিতে থাকিবে; আর প্রকৃতির

কোন একটি আইন কি বস্তু কেহ বলিতে পারিলেও রাষ্ট্রের আইন যে কি বস্তু সেটি তখনও বড় বেশী স্পষ্ট হইবে না।

আমি ইহার আগেই বলিয়াছি যে কোন বিশেষ ব্যাপারে সাধারণ ইচ্ছার প্রয়োগ হইতে পারে না। আসলে এই বিশেষ ব্যাপার হয় রাষ্ট্রের ভিতরের ব্যাপার না হয় বাহিরের। ইহা রাষ্ট্রের বাহিরের ব্যাপার হইলে, যে ইচ্ছা রাষ্ট্রের বাহিরের কাহারও তাহা রাষ্ট্রের নিজের সম্পর্কে কখনও সাধারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; আর রাষ্ট্রের ভিতরের ব্যাপার হইলে রাষ্ট্র উহার সম্পর্কে দুই পক্ষের এক পক্ষ হইয়া দাঁড়ায়; তখন সমষ্টি ও তাহার অংশের মধ্যে যে সম্বন্ধ ঘটে তাহার ফলে দুইটি পৃথক সত্তার সৃষ্টি হয়; এই দুইয়ের একটি হইতেছে অংশ এবং অপরটি হইতেছে ঐ অংশ বাদে সমষ্টি; কিন্তু অংশ বাদে সমষ্টি সমষ্টিই নয়; এবং যতক্ষণ এই সম্বন্ধ থাকে ততক্ষণ আর সমষ্টি থাকে না, দুইটি অসম অংশ থাকে; ইহার ফলে দাঁড়ায় যে একের ইচ্ছা আর কোন মতেই অপরের সম্পর্কে সাধারণ হইয়া উঠে না।

কিন্তু যখন সমগ্র জাতি সমগ্র জাতির সম্বন্ধে কোন বিধান দেয় তখন উহা কেবল নিজের কথাই ধরে; তখন কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তাহা একটি অখণ্ড বস্তুকে এক দিক হইতে দেখিলে যেরূপ দেখা যায় তাহার সঙ্গে একটি অখণ্ড বস্তুকে আরেক দিক হইতে দেখিলে যেরূপ দেখা

যায় তাহার সঙ্গে হইয়া থাকে এবং তখন সমষ্টির ভিতরে আর কোন ভাগ হয় না। তখন যে বিষয়ে বিধান দেওয়া হয় তাহা যেমন সাধারণ, যে ইচ্ছা বিধান দেয় তাহাও তেমনি সাধারণ। এই রকমের কাজকে আমি আইন বা ব্যবস্থাবিধি বলি।

যখন আমি বলি যে আইনের উদ্দেশ্য সব সময়েই সাধারণ আমার কথার অর্থ এই যে আইন প্রজাগণকে সমষ্টি হিসাবে এবং কাজকে বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবে দেখে, বিশেষ কোন একজন ব্যক্তি বা বিশেষ একটি কাজ বিবেচনাধীনে আনে না। আইন এ ব্যবস্থা অবশ্য করিতে পারে যে কতকগুলি বিশেষ অধিকার থাকিবে কিন্তু নাম করিয়া কোন ব্যক্তিকে ঐ সকল অধিকার আইন কখনও দিতে পারে না; আইন নাগরিকগণের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিতে পারে, এমন কি কোন শ্রেণীভুক্ত হইতে হইলে কি কি গুণের প্রয়োজন তাহাও নির্দ্ধারিত করিতে পারে, কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি এই এই শ্রেণীভুক্ত এরূপ নাম করিয়া বলিতে পারে না; আইন রাজতান্ত্রিক শাসনের এবং পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করিতে পারে কিন্তু কাহাকেও রাজা নির্ব্বাচিত বা কোন রাজপরিবারের নাম করিতে পারে না; এক কথায়, কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহা-কিছু করিতে হয় তাহার সমস্তই আইনের এলাকার বাহিরে।

এই কথা মনে রাখিলে দৃষ্টিপাতমাত্রেই দেখা যাইবে

যে আইন বা ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন করা কাহার কর্ত্তব্য তাহা জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য; কারণ, আমরা জানি যে ব্যবস্থা-বিধি প্রণয়ন করা সাধারণ ইচ্ছার কাজ; একথাও জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হয় না যে শাসনকর্ত্তা (Prince) আইনের উপরে কিনা; কারণ, আমরা জানি যে তিনি রাষ্ট্রের একজন সভ্যমাত্র; একথাও জিজ্ঞাস করা আবশ্যক হয় না যে আইন অন্যায় হইতে পারে কিনা; কারণ, আমরা জানি যে নিজের প্রতি কোন ব্যক্তি অন্যায় করিতে পারে না; এবং ইহাও জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হয় না যে কি প্রকারে লোকে একই কালে স্বাধীন ও আইনের অধীন হইতে পারে কারণ, আমরা জানি যে আইন আমাদের ইচ্ছার রেজিষ্টারী বহি মাত্র।

আরও দেখা যায় যে ব্যবস্থাবিধি বা আইন বিশ্বজনীন ইচ্ছা ও বিশ্বজনীন উদ্দেশ্য এই দুইয়ের সমন্বয় করে; কোন ব্যক্তি, সে যে কেহই হউক না কেন, আপনার দায়িত্বে যাহা আদেশ করে তাহাই আইন নয়; এমন কি রাজশক্তি নিজেও কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কোন আদেশ করিলে তাহা আর আইন বলিয়া গণ্য হয় না আদেশ (dècret) বলিয়াই গণ্য হয়; এবং এরূপ কাজ প্রকৃত প্রস্তাবে রাজশক্তির কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, উহা ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্যের মধ্যে।

তাহা হইলে, প্রত্যেক আইনদ্বারা-শাসিত রাষ্ট্রকে আমি

সাধারণতন্ত্র নামে অভিহিত করিব, তাহার শাসনতন্ত্র যে প্রকারেরই হউক না কেন; কারণ, শুধু সেক্ষেত্রেই সাধারণ স্বার্থ প্রবল হইতে পারে এবং "সাধারণ" এই সংজ্ঞা দ্বারা বাচিত জিনিসটি বাস্তব হইতে পারে। প্রত্যেক বৈধ শাসনই সাধারণতান্ত্রিক; (১) শাসন জিনিসটা কি আমি পরে ব্যাখ্যা করিব।

প্রকৃতপ্রস্তাবে, আইন সমাজবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করিবার সর্ত্তমাত্র। আইন জনসাধারণকে মানিতে হয় কাজেই জনসাধারণের আইন প্রণয়ন করা উচিত। যাহারা এক সঙ্গে বাস করিয়া সমাজ গঠন করে সমাজের সর্ত্তাদি নিয়ন্ত্রিত করা কেবল তাহাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু কি উপায়ে তাহারা সর্ত্তাদি নিয়ন্ত্রিত করিবে? সেকাজ কি সকলে একমত হইবার ফলে আকস্মিক প্রেরণা বলে হইবে? নিজের অভিপ্রায় ঘোষণা করিবার জন্য রাষ্ট্রীয়সমবায়ের কি কোন মুখপাত্র আছে? আগে হইতে কাজের তালিকা করা ও তাহা

---

(১) এই কথা দ্বারা আমি শুধু অভিজাততন্ত্র বা গণতন্ত্র নয়, সাধারণ ইচ্ছাদ্বারা চালিত হয় মোটামুটি এমন যে-কোন প্রকারের শাসনশক্তি বুঝি; কারণ, এই সাধারণ ইচ্ছাই আইন। বৈধ হইতে হইলে শাসন শক্তির রাজশক্তির সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া নিষ্প্রয়োজন, উহাকে রাজশক্তির সহায় হইতে হইবে; এরূপ হইলে রাজতন্ত্রও সাধারণতন্ত্র হইয়া পড়ে। পরের খণ্ডে এইটি বিশদ হইবে।

ঘোষণা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় দূরদৃষ্টি কে তাহাকে দিবে? আর প্রয়োজনের মুহূর্ত্তেই বা সে উহা কি করিয়া ঘোষণা করিবে? একটা অন্ধ জনসংঘ অনেক সময়েই যাহা নিজে কি চায় তাহা জানে না, কারণ কিসে নিজের ভাল হইবে তাহা সে কদাচ বুঝিতে পারে, সে কি করিয়া আপনা আপনি ব্যবস্থাবিধি প্রণয়নের মত এত বড়, এত কঠিন একটা কাজ করিবে? নিজে হইতে জনসাধারণ সব সময়ে ভালই চায়, কিন্তু কিসে ভাল হইবে নিজে হইতে সেটা সব সময়ে দেখিতে পায় না। সাধারণ ইচ্ছা সব সময়েই সঠিক হইয়া থাকে কিন্তু যে বিচারবুদ্ধি দ্বারা উহা চালিত হয় তাহা সব সময়ে ওয়াকিবহাল নয়। বস্তুসমূহের বাস্তব প্রকৃতির সঙ্গে তাহার পরিচয় করিয়া দিতে হইবে, সময়ে সময়ে সেগুলি তাহার পক্ষে যে ধরণে দেখা উচিত সেই ধরণে দেখাইতে হইবে; যে উত্তম পথ সে অনুসন্ধান করিতেছে তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে এবং বিশেষ ইচ্ছার প্রলোভন হইতে তাহার রক্ষা পাইবার বিধান করিতে হইবে; স্থান ও কালের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বিচার করিতে শিখাইতে হইবে, বর্ত্তমান ও যুক্তিযুক্ত লাভের প্রলোভনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্য অনিষ্টের বিপদের তুলনা করিতে শিখাইতে হইবে। ব্যক্তিহিসাবে লোকে যে ইষ্ট প্রত্যাখান করে সে তাহা দেখিতে পায়; জন সাধারণ যে ইষ্ট দেখিতে পায় না তাহাই চায়। উভয়েরই পথপ্রদর্শকের সমান দরকার। একজনকে তাহার ইচ্ছাকে

বুদ্ধির অনুগামী করিতে বাধ্য করা আবশ্যক, অপরকে জানিতে শিখাইতে হইবে সে কি চায়। ইহা করিতে পারিলে জন সাধারণের শিক্ষার ফলে সমাজে বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছা একত্র মিলিত হইবে; তাহার ফলে সমস্ত অংশ পরস্পরের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলিয়া কাজ করিবে ও সমষ্টির শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। এইখানেই ব্যবস্থা-কর্ত্তার আবশ্যক হইয়া পড়ে।

৭ম অধ্যায়

ব্যবস্থা-কর্ত্তা

সকল জাতির পক্ষে উপযোগী হয় সমাজ সম্বন্ধে এমন উত্তম নিয়মকানুন আবিষ্কার করিতে হইলে প্রয়োজন হয় উৎকৃষ্ট বুদ্ধিশক্তির যাহা মানবমনের সমস্ত প্রবৃত্তি (passions) সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবে কিন্তু নিজে কোনটির অধীন হইবে না; যাহার আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না কিন্তু উহার অন্তঃস্থলের সঙ্গে পর্য্যন্ত পরিচয় থাকিবে; যাহার সুখের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না তথাপি যে আমাদের সুখের নিমিত্ত ভাবিতে প্রস্তুত, এবং শেষতঃ, যে কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ গৌরবের দিকে চাহিয়া এক শতাব্দীতে কাজ করিতে এবং পর শতাব্দীতে তাহার ফলভোগ করিতে

পারিবে (১)। বাস্তবিক মানুষের জন্য আইন তৈয়ারীর কাজে দেবতার দরকার।

যে তর্ক কালিগুলা তথ্যের সাহায্যে করিয়াছেন সেই তর্কই প্লেটো আপনার "রাজনীতি" (Du Règne) (২) গ্রন্থে সামাজিক বা রাজকীয় মানুষের (l'homme civil ou royal) সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া অধিকারবাদের সাহায্যে করিয়াছেন। কিন্তু একথা যদি সত্য হয় যে বড়দরের শাসনকর্ত্তা কদাচ দেখা যায় তাহা হইলে বড়দরের ব্যবস্থাকর্ত্তা আরও কত দুর্লভ? প্রথম ব্যক্তিকে খালি অপরে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া থাকে তাহাই অনুসরণ করিতে হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি হইতেছেন যন্ত্রী যিনি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন: প্রথম ব্যক্তি মিস্ত্রী মাত্র যিনি যন্ত্র সাজাইয়া উহা চালাইয়া দেন। মঁতেসকিও (Montesquieu) বলেন, "সমাজের জন্মের সময়ে সাধারণতন্ত্রের প্রধানগণই ব্যবস্থাবিধি (l'institution) তৈয়ারী করেন এবং পরে ব্যবস্থাবিধিই সাধারণতন্ত্রের শাসক গড়িয়া তুলে।" (৩)

---

(১) যখন কোন জাতির আইনের অবনতি হইতে আরম্ভ করে কেবল তখনই সেই জাতি প্রসিদ্ধি লাভ করে। লাইকারগাসের ব্যবস্থাবিধির ফলে স্পার্টানগণ কত শতাব্দী ধরিয়া সুখভোগ করিবার পরে যে গ্রীসের বাকী অংশে ঐ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে তাহা কেহই জানে না।

(২) লাটিন তর্জ্জমায় প্লেটোর ঐ কথোপকথনের নাম Politicus বা Vir civilis; কেহ কেহ উহার নাম দিয়াছেন de Regno (Ed.)

(৩) Montesquieu, Grandeur et dècadence des Romains, cp. i (Ed.)

যিনি একটি জাতির ব্যবস্থাবিধি রচনা করিবার কাজে হাত দিতে সাহস করেন তাঁহার উপলব্ধি করা চাই যে বলিতে গেলে তিনি মানুষের স্বভাব পরিবর্তন করিবার সামর্থ্য রাখেন ; নিজেই সম্পূর্ণ ও একাই একটি সমষ্টি স্বরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি বৃহত্তর সমষ্টি যাহা হইতে সে প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবন ও সত্তা লাভ করে তাহারই অংশে রূপান্তরিত করিবার সামর্থ্য তিনি রাখেন ; মানুষের ধাত বদলাইয়া তাহাতে নব বল বিধান করিবার সামর্থ্য রাখেন। এবং প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত আমাদের দেহধর্ম্ম-প্রবল ও স্বাধীন জীবনের পরিবর্ত্তে নৈতিক ও আংশিক জীবন যাপনের ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য রাখেন। এক কথায় তাঁহাকে মানুষের আপন শক্তিসামর্থ্য (les forces propres) কাড়িয়া লইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে দিতে হইবে অন্য শক্তি-সামর্থ্য যাহা সে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে ব্যবহার করিতে পারিবে না। এই প্রকৃতিদত্ত শক্তিসামর্থ্য যতই মৃত ও বিলুপ্ত হইবে নবপ্রাপ্ত শক্তিসামর্থ্য ততই বেশী ও স্থায়ী হইবে, এবং ব্যবস্থাবিধিও ততই দৃঢ় ও সম্পূর্ণ হইবে ; এরূপ অবস্থায়, যদি প্রত্যেক নাগরিকের কোন শক্তিই না থাকে এবং আর সকলের সাহায্য বিনা সে কিছুই করিতে না পারে এবং যদি সমবেত সকলের নবলব্ধ শক্তিসামর্থ্য সকল ব্যক্তির আলাদা প্রকৃতিদত্ত শক্তিসামর্থ্যের সমষ্টির সমান বা বেশী হয় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে ব্যবস্থাবিধি সম্পূর্ণতার যত উচ্চ শিখরে উঠিতে পারে তাহা উঠিয়াছে।

রাষ্ট্রের ভিতর ব্যবস্থাকর্ত্তার স্থান সব হিসাবেই আর পাঁচজনের হইতে আলাদা। যদি তিনি প্রতিভার বলেই ঐ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন তবু তিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত তাহার দাবীও উহাতে বড় কম নয়। এই কর্ম্ম ম্যাজিষ্ট্রেটের বা রাজ-শক্তির কর্ম্ম নয়। এই কর্ম্মের ফলে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় কিন্তু সাধারণতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ কাঠামোতে ব্যবস্থাকর্ত্তার কোন স্থান নাই; তাঁহার কার্য্য একটি বিশেষ ও অসাধারণ শ্রেণীর কার্য্য যাহার সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন কর্ম্ম-জগতের কোনই মিল নাই; কারণ, যদি যে ব্যক্তি মানুষের উপর প্রভুত্ব করে তাহার আইন রচনায় হাত দেওয়া উচিত নয় এই হয়, তাহাহইলে যে আইন গড়ে তাহারও আর মানুষের উপর প্রভুত্ব করিতে আসা উচিত নয়; তাহা না হইলে তাঁহার গড়া আইন তাঁহার প্রবৃত্তির সহায় হইয়া প্রায়ই তাঁহার অনুষ্ঠিত অন্যায়কে স্থায়ী করিবে; এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্যের দ্বারা তাঁহার কাজের বিশুদ্ধতার হানি হওয়া তিনি কখনও নিবারণ করিতে পারিবেন না।

লাইকারগাস যখন স্বদেশের জন্য ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন করিতে বসেন তখন আরম্ভেই তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন। অধিকাংশ গ্রীক নগরেই তাহাদের ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন করিবার ভার বিদেশী লোকের হাতে দিবার প্রথা ছিল। ইটালীর আধুনিক সাধারণতন্ত্রসমূহ প্রায়ই এই প্রথার অনুকরণ করে, জেনেভার সাধারণতন্ত্রও ঐরূপ করিয়াছে এবং ফলে তাহার

ভালই হইয়াছে (১)। রোমে একই ব্যক্তির হাতে রাজশক্তির ক্ষমতা ও ব্যবস্থাপক-ক্ষমতা দেওয়া হয়; ফলে রোমের সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যের কালে তাহার বুকের উপর স্বেচ্ছাচারের সর্ব্ববিধ দোষ পুনরাবির্ভূত হয় এবং সে ধ্বংসের মুখে উপনীত হয়।

কিন্তু দেখা যায় যে ডিসেম্বীরগণও (Decemvirs) শুধু আপনাদের কর্ত্তৃত্বে কোন প্রকারের আইন বিধিবদ্ধ করিবার দাবী করেন নাই। তাঁহারা জনসাধারণকে বলিতেন, "আমরা তোমাদের কাছে যাহা প্রস্তাব করিতেছি তাহার কিছুই তোমাদের বিনা সম্মতিতে আইনে পরিণত হইতে পারে না। রোমকগণ, যে প্রকার আইন তোমাদের সুখের কারণ হইবে তাহা তোমরাই প্রণয়ন কর।"

তাহাহইলে যে ব্যক্তি ব্যবস্থাবিধিসমূহ রচনা করেন তাঁহার উহা বিধিবদ্ধ করিবার কোন অধিকার নাই বা থাকিতে পারে না, এবং জাতি ইচ্ছা করিলেও এই হস্তান্তরের অযোগ্য

(১) যাঁহারা ক্যালভিনকে (Calvin) শুধু ধর্ম্মতত্ত্বোপদেষ্টা বলিয়া জানেন তাঁহারা তাঁহার প্রতিভার বিশালতা কিরূপ ভাল করিয়া জানেন না। আমাদের সমস্ত উত্তম বিধিনির্দ্দেশ (edits) আইনবদ্ধ করায় তাঁহার যথেষ্ট হাত ছিল এবং Institute এর দরুণ যতখানি প্রশংসা তাঁহার প্রাপ্য উহার দরুণও ততখানিই প্রাপ্য। সময়ের পরিবর্ত্তনে আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে যে কোন বিপ্লব আসুক না কেন, যতদিন আমাদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তা লুপ্ত না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত এই মহাপুরুষের স্মৃতি ভক্তি আকর্ষণ করিতে বিরত থাকিবে না।

অধিকার আপনাদের হস্তচ্যুত করিতে পারে না। কারণ, প্রাথমিক সন্ধি অনুসারে কেবল সাধারণ ইচ্ছা ব্যক্তিবর্গকে বাধ্য করিবার ক্ষমতা রাখে এবং জাতির স্বাধীন ভোটের দ্বারা পরীক্ষিত না হইলে কেহই নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে না যে কোন বিশেষ ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছার অনুযায়ী কিনা; একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু পুনরাবৃত্তি করা এ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক না হইতেও পারে।

এখন দেখা যাইতেছে যে ব্যবস্থাবিধি প্রণয়নের কাজে একই কালে দুইটি পরস্পর-বিরোধী বস্তুর সমাবেশ হইয়াছে; যথা, মানুষের ক্ষমতায় করা দুষ্কর এমন একটা কাজ এবং তাহা করিবার জন্য একটা প্রভুত্বশক্তি যাহার কোন প্রভুত্ব নাই।

আরও উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধক আছে। যে সকল পণ্ডিত ইতরসাধারণের কাছে তাহাদের ভাষায় না বলিয়া নিজেদের ভাষাতে বক্তব্য বিষয় বলিতে চাহেন তাঁহারা আপনাদিগকে বোধগম্য করাইতে সক্ষম হন না। এমন হাজার রকমের ভাব আছে যাহা জনসাধারণের ভাষায় তর্জ্জমা করা অসম্ভব। অতি ব্যাপক ভাব এবং অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব দুইটিই তাহাদের মনের নাগালের বাহিরে; প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত অসম্পর্কিত কোন প্রকার শাসনপ্রণালীর প্রতি রুচি না থাকায় উত্তম আইনের দরুণ সর্ব্বদাই যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় তাহা হইতে কি সুবিধা যে তাহার

হইতে পারে সেটি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কোন নবীন জাতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রগাঢ় সত্যগুলির প্রতি রুচি-সম্পন্ন ও রাষ্ট্রশাসন বিদ্যার মৌলিক নিয়মকামুন অমুসরণ করাইতে হইলে কার্য্যের ফল কার্য্যের কারণরূপে দেখান আবশ্যক ; ব্যবস্থাবিধির ফলে যে সামাজিক চেতনার উদ্ভব হয় তাহাই ব্যবস্থাবিধি প্রণয়নের মূলে বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক এবং আইনের প্রভাবে মামুষের যেরূপ হওয়া উচিত আইনের পূর্ব্বেই মামুষের তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক। এইরূপ অবস্থায় ব্যবস্থা-কর্ত্তা বল বা যুক্তিতর্ক কোনটাই ব্যবহার করিতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া একটি ভিন্ন শ্রেণীর কর্ত্তৃত্বের সাহায্য লইয়া থাকেন যাহা বল প্রকাশ না করিয়া লোককে চালাইতে ও প্রত্যয় না জন্মাইয়াও লোককে প্ররোচিত করিতে সক্ষম।

এই কারণেই সকল জাতির মধ্যে পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে সর্ব্বকালে ভগবানের মধ্যস্থতার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে এবং নিজেদের জ্ঞানবিবেচনা দেবগণের উপর আরোপ করিতে হইয়াছে, এই উদ্দেশ্যে যে জাতিসমূহ যেভাবে প্রকৃতির আইন-বিধি মানে সেইভাবে রাষ্ট্রের আইনবিধি মানিয়া চলে এবং মামুষের সৃষ্টির এবং নগরের সৃষ্টির ভিতর একই শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাইয়া স্বাধীনভাবেই আইন মান্য করে এবং বেশ শান্তভাবেই সাধারণের জোয়াল বহন করে।

ইতর সাধারণের নাগালের বাহিরে এই যে পরমবুদ্ধি (raison sublime) ইহারই সিদ্ধান্তসমূহ ব্যবস্থাকর্ত্তা

দেবগণের মুখ দিয়া যাহাদের মানবীয় বিজ্ঞতার নজিরদ্বারা নড়ান সম্ভব নয় তাহাদের ঐশ্বরিক নজিরের দোহাই দিয়া চালিত করিবার উদ্দেশ্যে বাহির করিয়া থাকেন। (১). কিন্তু দেবগণকে কথা বলিতে বাধ্য করা কোন মানুষের ক্ষমতায় নাই এবং আপনাকে তাঁহাদের ব্যাখ্যাতা বলিয়া প্রচার করিয়া বিশ্বাস উৎপাদন করাও তাহার সাধ্য নয়। ব্যবস্থাকর্ত্তার মহৎ প্রাণই একমাত্র যাদু যাহা তাঁহার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে পারে। যে-কেহ ইচ্ছা করিলে পাথরের গায়ে লিপি খোদিত করিতে পারেন, পয়সা দিয়া ভবিষ্যদ্বক্তা রাখিতে পারেন, কোন দেবতার সঙ্গে গোপন আলাপ আছে বলিয়া ফাঁকি চালাইতে পারেন, কানে কানে কথা বলিতে পারে এমন করিয়া পাখীকে শিখাইতে পারেন অথবা জনসাধারণকে ঠকাইবার এমনি আর কোন ইতর উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। যাহার জ্ঞান ইহার বেশী আর যায় না সে বড় জোর কোন উপায়ে

---

(১) মাকিয়াভেলী বলেন, "কোন জাতির ভিতরে এমন কোন অসাধারণ ব্যবস্থাকর্ত্তা হয় নাই যিনি ভগবানের দোহাই দেন নাই; কারণ, তাহা না হইলে তাঁহার ব্যবস্থা গৃহীত হইত না। দেখা যায় যে কোন একজন বিজ্ঞব্যক্তির অনেক ভাল কথাই জানা থাকে কিন্তু কি করিয়া যে তিনি তদ্দ্বারা সকলের প্রত্যয় জন্মাইতে সক্ষম হন তাহার কোন স্পষ্ট হেতুই উহার মধ্য হইতে প্রকাশ হয় না। (Discorsi sopra Tito Livio lib, I cp. xi) রুসো মূল ইতালীয়ান উদ্ধৃত করিয়াছেন—অনুবাদক।

আপনার চারিপাশে একদল বেকুব জড় করিতে পারে; কিন্তু সে আর রাজ্য স্থাপন করিতে পারে না এবং তাহার বাড়াবাড়ির ফল অতি শীঘ্র তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস হইয়া যায়। ফাঁকা চালে ক্ষণিক জোট বাঁধা চলে; কেবল জ্ঞানের বন্ধনই স্থায়ী হয়। জুডাইক ব্যবস্থা যাহা এখনও প্রচলিত এবং ইসমেইল বংশধরের ব্যবস্থা দশ শতাব্দী ধরিয়া যাহা অর্দ্ধেক পৃথিবীতে আধিপত্য করিয়াছে তাহা আজ পর্য্যন্ত তাহাদের স্রষ্টাগণের মহত্ব ঘোষণা করিতেছে; যেথানে অহঙ্কারী দার্শনিকের চোখ বা অন্ধ সাম্প্রদায়িক ভাব তাঁহাদের কৃতী ফাঁকিবাজ ছাড়া আর কিছু মনে করে না সেখানে প্রকৃত রাষ্ট্রনীতিবিদ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাবিধির ভিতরে সকল স্থায়ী কার্য্যের মূলে যে বিরাট ও শক্তিশালী প্রতিভা থাকে তাহারই পরিচয় পাইয়া প্রশংসা করেন।

ইহা হইতে ওয়ারবার্টনের (Warburton) (২) ন্যায় সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়োজন নাই যে আমাদের মধ্যে রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক; বরং বলা যায় যে জাতিসমূহের প্রথম অবস্থায় একটি অপরটির যন্ত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হয়।

---

(২) প্রসিদ্ধ ইংরাজ পণ্ডিত, ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। (Ed.)

৮ম অধ্যায়

জনসাধারণ

স্থপতি-শিল্পী যেমন ইমারত তুলিবার আগে জমির স্থান ও ভিতরকার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে উহা ভার বহন করিতে পারিবে কিনা বিজ্ঞ ব্যবস্থাকর্ত্তাও সেইরূপ প্রথমেই ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট বলিয়াই তাহা বিধিবদ্ধ করিতে বসেন না; প্রথমে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে জাতির জন্য উহা হইতেছে সে জাতি উহা পালন করিবার উপযুক্ত কিনা। এই কারণেই প্লেটো আরকাডিয়েন (Arcadian) এবং সিরেনিয়েনদের (Cyrenæan) জন্য ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন করিতে অস্বীকার করেন; কারণ, তাঁহার জানা ছিল যে এই দুই জাতি ধনী এবং উহারা সাম্যবাদ স্বীকার করিয়া লইতে পারিবে না; এবং এই কারণেই ক্রীটদ্বীপে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাবিধি ও অপকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ এক সঙ্গে দেখা যাইত, কারণ মিনো (Minos) অসদাচার-পরায়ণ একটা জাতিকে শুধু আইনের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

এই পৃথিবীতে এমন হাজার জাতি খ্যাতি লাভ করিয়াছে যাহাদের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাবিধি কখন সহ্য হইত না; উহাদের ভিতর যাহাদের সহ্য হইত তাহারা পর্য্যন্ত আপনাদের সমস্ত জীবনকালের মধ্যে অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্যই তাহা সহ্য করিতে পারিত। অধিকাংশ জাতি, অধিকাংশ মানুষের মতই, শুধু যৌবনকালেই শিক্ষাপ্রবণ থাকে; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা

সংশোধনের বাহিরে যায়। আগের অভ্যাস একবার স্থায়ী এবং কুসংস্কারসমূহ বদ্ধমূল হইয়া গেলে সেগুলি সংশোধনের ইচ্ছা নিরর্থক এবং বিপজ্জনক প্রয়াস; নির্ব্বুদ্ধি এবং ভীরু রোগীগণ যেমন চিকিৎসককে দেখা মাত্র কাঁপিতে থাকে তেমনি কোন কোন জাতি, কেহ যে দূর করিবার জন্যও তাহাদের অনাচার গুলিতে হাত দিবে, তাহাও সহ্য করিতে পারে না।

যেমন দেখা যায় যে কোন কোন ব্যাধিতে লোকের মাথা খারাপ হইয়া যায় এবং অতীতের কথা তাহার মন হইতে মুছিয়া যায় তেমনি সময়ে সময়ে রাষ্ট্রের জীবনেও মারামারি কাটাকাটির ব্যাপার বা বিপ্লব দেখা যায় যাহা ব্যক্তিগণের উপর কতকগুলি বিপদপাতে যেরূপ কাজ করে জাতিসমূহের উপর সেইরূপ কাজ করে; অতীতের ভীতি এরূপস্থলে স্মৃতিলোপের ন্যায় কাজ করে এবং ফলে রাষ্ট্র গৃহযুদ্ধের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ঐ ভস্মস্তূপ হইতে একরকম পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে এবং মৃত্যুর কবল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যৌবনের সজীবতা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। লাইকারগাসের সময়ে স্পার্টা এইরূপ করিয়াছিল, টারকুইনদের (Tarquins) পরে রোম এইরূপ করিয়াছিল, এবং আমাদের কালে স্বেচ্ছাচারী শাসকদের দূর করিয়া দিবার পর হলাণ্ড এবং সুইস দেশ এইরূপ করিয়াছে।

কিন্তু এরূপ ঘটনা বিরল; এ সমস্তই নিয়মের ব্যতিক্রম, উহার হেতু যে রাষ্ট্রে এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটে তাহার বিধানের

মধ্যেই নিহিত থাকে। এমন কি একই জাতির জীবনে উহা দুইবার ঘটে না; কারণ, জাতি যতদিন বর্ব্বরের অবস্থায় থাকে ততদিন সে আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারে কিন্তু তাহার সামাজিক স্থিতি-স্থাপকতা (le ressort civil) হ্রাস পাইলে আর চেষ্টা করিতে পারে না। তখন বিপদপাতে জাতি ধ্বংস হইতে পারে কিন্তু বিপ্লবদ্বারা উহার সংশোধন হওয়া কঠিন; তাহার বন্ধন শৃঙ্খল একবার ভাঙ্গিয়া পড়িলে খণ্ড খণ্ড হইয়া জাতি ছড়াইয়া পড়ে ও লুপ্ত হইয়া যায়; তখন তাহার পক্ষে দরকার হয় প্রভুর, উদ্ধারকর্ত্তার নয়। স্বাধীন জাতিগণ, এই সত্য তোমার মনে রাখিও—"স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যায় কিন্তু উহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায় না"। (On peut acquérir la liberté, mais ou ne la recouvre jamais).

যৌবন শৈশব নয়। যেমন মানুষের পক্ষে তেমনি জাতির পক্ষে একটা যৌবনের কাল, অথবা বলা যায়, বয়ঃপ্রাপ্তির কাল আছে, যাহা তাহাকে আইনের অধীন করিবার পূর্ব্বে তাহার প্রাপ্ত হওয়া দরকার; কিন্তু একটা জাতির সাবালকত্ব সব সময়ে জানিতে পারা সহজ নয়; অকালে উহা সাব্যস্ত করিয়া লইলে সমস্ত কাজ পণ্ড হইয়া যাইবে। কোন জাতি প্রথম হইতে নিয়মপক্ষপাতী হয় কোনটি আবার হাজার বছর পরেও সেরূপ হয় না। রুশীয়গণ কখনও যথার্থ সভ্য হইবে না, কারণ তাহারা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সভ্য হইয়া

উঠিয়াছে। পিটারের অনুকরণের প্রতিভা ছিল; তাঁহার সেই প্রকৃত প্রতিভা ছিল না যাহা সৃষ্টি করে এবং যেখানে কিছু থাকে না সেখানে সমস্ত গড়িয়া তুলে। তিনি যে সকল কাজ করিয়াছিলেন তাহার কতক ভাল ছিল কিন্তু অধিকাংশই অস্থানে প্রযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল যে তাঁহার প্রজাগণ ছিল অসভ্য কিন্তু তাহারা যে সভ্য-শাসন পাইবার উপযুক্ত হয় নাই সেটি তাঁহার দৃষ্টিতে পড়ে নাই। যেখানে তাহাদের শুধু যুদ্ধের কঠোরতা অভ্যাস করান দরকার ছিল সেখানে তিনি তাহাদের সভ্য বানাইতে চাহিয়াছিলেন। যেখানে প্রথমেই তাহাদের রুশ করিয়া গড়া দরকার ছিল, সেখানে তিনি চাহিয়াছিলেন কতক জার্মান, কতক ইংরাজ গড়িতে; তাঁহার প্রজাগণ যাহা নয় তাহারা তাহাই এইরূপ তাহাদের বুঝাইয়া দিয়া তাহারা যেরূপ হইতে পারিত সেরূপ হইবার পথ তিনি বন্ধ করিয়া দেন; আর এইরকমেই ফরাসী শিক্ষকও তাঁহার ছাত্র গড়িয়া তুলেন; ফলে সে ছেলেবেলায় একটু সময়ের জন্য জ্বলিয়া উঠে তারপর একদম নিবিয়া যায়। রুশসাম্রাজ্য য়ুরোপ জয় করিতে চায়, কিন্তু উহা নিজেই বিজিত হইবে। উহার প্রজা বা প্রতিবাসী তাতারগণ উহার এবং আমাদের প্রভু হইবে; আমার কাছে এই বিপ্লব অনিবার্য্য বলিয়া মনে হয়। য়ুরোপের সকল রাজা ইহা আগাইয়া আনিবার জন্য একযোগে কাজ করিতেছেন।

৯ম অধ্যায়

জনসাধারণ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যেমন প্রকৃতি সুগঠিত মানবদেহের দৈর্ঘ্যের একটা নির্দ্দিষ্ট মাপ ঠিক করিয়া দিয়াছে যাহার বাহিরে সে কেবল দৈত্য বা বামন সৃষ্টি করে তেমনি রাষ্ট্রের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উহার সম্বন্ধে কতকগুলি সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া চলে যাহাতে উহা সুশাসনের পক্ষে অত্যন্ত বেশী বড় না হইয়া পড়ে অথবা আত্মরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত বেশী ছোট না হইয়া যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রীয়সমবায়েরই বলের একটা সর্ব্বোচ্চ পরিমান থাকে যাহার উপরে উহা আর উঠিতে পারে না, এবং আপনার আয়তন বৃদ্ধি করিবার ফলে উহার ঐ বল কমিতে থাকে। সামাজিকবন্ধন যতই বিস্তৃত হয় ততই আল্‌গা হইয়া পড়ে; এবং সাধারণভাবে বলা যায় যে আয়তনহিসাবে ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্র বৃহদায়তন রাষ্ট্র হইতে বেশী শক্তিমান।

এক হাজার যুক্তিতর্কদ্বারা এই সত্য প্রমাণ করা যায়। প্রথমতঃ, আয়তন বৃহৎ হইলে অধিক দূরত্বের ফলে শাসনকার্য্য চালান বেশী কষ্টকর হয়, ঠিক যেমন বেশী লম্বা ভারোত্তলন দণ্ডের মাথায় যে ভার চাপান হয় তাহা বেশী ভারী হয়। এজন্য দূরত্ব যত বেশী হয় শাসনকার্য্যও ততই গুরুভার হইয়া উঠে; কারণ, প্রত্যেক সহরের নিজের শাসন আছে এবং সে খরচ জনসাধারণ বহন করে; প্রত্যেক জেলার নিজের শাসন আছে এবং সে খরচও জনসাধারণ দেয়, তারপর প্রত্যেক

প্রদেশ, বড় বড় শাসনব্যবস্থা প্রাদেশিক শাসন, ভাইস-রয়ালটি ইত্যাদি যত উপরে যাওয়া যাইবে ততই খরচ বেশী এবং এই সকলের খরচই দুর্ভাগ্য জনসাধারণকে দিতে হইবে ; সকলের পরে আসে সর্ব্বোচ্চ শাসনশক্তি যাহা সকলকে পিষিয়া ফেলে। এই সকলের অতিরিক্ত খরচের দায়ে প্রজাগণ অনবরত শুকাইতে থাকে ; এতগুলি আলাদা শাসনব্যবস্থার পরিচালনায় বেশী সুশাসিত হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহাদের উপরে একটিমাত্র শাসনকর্তৃত্ব থাকিলে প্রজাগণ যেরূপ সুশাসিত হইত তাহার চাইতে অনেকখানি কমই হয়। আর এ অবস্থায় আকস্মিক খরচের জন্য তাহাদের হাতে কম তহবিলই থাকে ; এই রকম তহবিলের যখন দরকার হইয়া পড়ে তখন দেখা যায় যে রাষ্ট্র ধ্বংসের মুখে উপনীত হইয়াছে।

এই সব নয় ; লোকে যাহাতে আইনানুসারে চলে তাহার ব্যবস্থা করিবার, উৎপাত বন্ধ করিবার, কুপ্রথা সংশোধন করিবার, দূরবর্ত্তীস্থানে যে সকল রাজদ্রোহ মূলক প্রচেষ্টা চলিতে পারে তাহার উপর আগে হইতে দৃষ্টি রাখিবার ক্ষমতা ও ক্ষিপ্রকারিতা যে শাসনশক্তির শুধু কম হইয়া যায় তাহা নহে অধিকন্তু শাসকগণকে না দেখিবার ফলে তাহাদের প্রতি জনসাধারণের স্নেহ কম হয়, স্বদেশের প্রতি স্নেহ কম হয়, কারণ তাহাদের চোখে স্বদেশ পৃথিবীর মতই বিশাল বলিয়া মনে হয় এবং অধিকাংশ সহ-নাগরিকের সহিত অপরিচয়

থাকিয়া যাওয়ার দরুণ তাহাদের প্রতি স্নেহও কম হয়। একই আইন এতগুলি বিভিন্ন প্রদেশের পক্ষে উপযোগী হয় না, কারণ, তাহাদের মধ্যে আচারব্যবহারের বিভিন্নতা আছে, আবহাওয়ারও মিল নাই, একই শাসনতন্ত্র সকলে সহ্য না করিতেও পারে। যেসকল জাতি একই শাসক গণের অধীনে বাস করে, যাহাদের পরস্পরের মধ্যে সদা-সর্ব্বদা যাতায়াত এবং বিবাহের আদানপ্রদান আছে তাহাদের ভিতরে বিভিন্ন আইন কেবল উৎপাত ও গোল-যোগের উৎপত্তি করে; তাহাদিগকে নূতন নূতন আচার-বিধির অধীন করাতে তাহারা স্থির করিতেই পারে না যে তাহাদের দেশ তাহাদের নিজের কি না। সকলের উপরের শাসনশক্তি আপন অবস্থানে পরস্পরের সহিত অপরিচিত যে জনসংঘ একজায়গায় জড় করে তাহাদের মধ্যে মানসিক গুণসমূহ চাপা পড়ে, সদগুণরাজি উপেক্ষিত হয় এবং দোষীরা সাজা পায় না। শাসকগণ কাজের চাপে বিব্রত হইয়া নিজেরা কিছু দেখিতে পারেন না; ফলে, রাষ্ট্র কেরাণীবৃন্দের দ্বারা শাসিত হইতে থাকে। শেষতঃ, কেন্দ্রীয় শাসনশক্তির কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে হইলে যে সকল ব্যবস্থা করা প্রয়োজন দূরবর্ত্তী কর্ম্মচারীরা সে সকলের কতখানি করিতে বা এড়াইতে চেষ্টা করেন তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবার কাজেই সমস্ত মন ব্যাপৃত থাকে; ফলে জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য আর বিশেষ উদ্যম অবশিষ্ট থাকে না;

প্রয়োজন-কালে জাতির রক্ষার জন্যও একরকম কিছুই থাকে না; এই রকমে আপনার শাসনপ্রণালীর পক্ষে খুব বেশী বড় রাষ্ট্রদেহ ফাঁসিয়া যায় এবং আপনার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

অপরপক্ষে, দৃঢ়সংস্থিতি পাইতে হইলে, নিশ্চিত আঘাতসমূহকে প্রতিহত করিতে হইলে এবং আত্মসংরক্ষণের জন্য বাধ্য হইয়া যে চেষ্টা তাহাকে করিতে হইবে তাহার জন্য রাষ্ট্রের একটি স্থায়ী ভিত্তির উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; কারণ সকল জাতির একটা কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি আছে যাহার জন্য তাহারা অবিরাম পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং ডেকার্টের (Descartes) কথিত আবর্ত্তের (tourbillons) ন্যায় প্রতিবাসীকে হটাইয়া আপনাকে বড় করিতে চেষ্টা পায়। এ অবস্থায় যাহারা দুর্ব্বল তাহাদের অপরের কবলিত হইবার ভয় থাকে; এবং চাপ তাহাতে সকল দিকে কতকটা সমান হয় এজন্য আপনাকে সকলের সহিত সমান অবস্থায় না আনিলে কাহারও আত্মরক্ষা করা প্রায় অসম্ভব।

ইহা হইতে দেখা যায় যে বিস্তারের সপক্ষেও যুক্তি আছে, সঙ্কোচের সপক্ষেও কতক যুক্তি আছে; এবং এই দুইয়ের মধ্যে এমন একটি পরিমাণ যাহা রাষ্ট্রের আত্মসংরক্ষণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক তাহা ঠিক করা রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের পক্ষে বড় কম প্রতিভার কথা নয়। মোটামুটি বলা যায় যে বিস্তারের সপক্ষের যুক্তি কেবল বাহিরের এবং অন্য সম্বন্ধ

সাপেক্ষ বলিয়া সঙ্কোচের সপক্ষের যুক্তির পরে বিবেচিত হওয়া উচিত; কারণ উহা ভিতরের এবং অন্য সম্বন্ধ সাপেক্ষ নয়। সকলের আগে দরকার দৃঢ় ও উত্তম শাসন-ব্যবস্থার; এবং বৃহৎ রাজ্য হইতে যে সম্পদ ও সুবিধা লাভ হয় তদপেক্ষা সুশাসনের ফলে যে শক্তিসামর্থ্য জন্মায় তার উপরেই লোকের বেশী নির্ভর করা উচিত।

অধিকন্তু, এমন রাষ্ট্রও দেখা গিয়াছে যে রাজ্য জয়ের প্রয়োজন তাহার শাসনব্যবস্থার উপরে পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং আত্মসংরক্ষণের নিমিত্ত উহা অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সম্ভবতঃ এরূপ রাষ্ট্রগুলি এই লাভজনক কর্ত্তব্যের দায়ে পড়িয়া আপনাদের সৌভাগ্যে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশই করিত, কিন্তু ঐ দায়ই তাহাদের সমৃদ্ধির সীমা নির্দ্দিষ্ট করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পতনের অনিবার্য্য মুহূর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে।



১০ম অধ্যায়

জনসাধারণ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কোন রাষ্ট্রীয়সমবায়ের মাপ দুইটি উপায়ে লওয়া যায়; যথা, তাহার অধিকারের বিস্তার হিসাবে এবং লোক সংখ্যার হিসাবে ; এবং এই দুইটির ভিতরে এমন একটি বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে যাহার ফলে রাষ্ট্রের যথার্থ সমৃদ্ধি লাভ হয়। মানুষে রাষ্ট্র গড়ে এবং মাটি মানুষকে পোষণ করে ; তাহা হইলে সম্বন্ধটি দাঁড়ায় এই যে অধিবাসিগণের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট জমি থাকিবে এবং অধিবাসীর সংখ্যাও জমির ভরণ-পোষণ করিবার শক্তির অনুযায়ী হইবে। উভয়ের পরিমাণ এইরূপ হইলে কোন নির্দ্দিষ্ট লোকসংখ্যা হইতে অধিকতম সম্ভব শক্তি পাওয়া যাইবে ; কারণ, জমি যদি খুব বেশী থাকে তাহার রক্ষণ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে, উহার আবাদ উপযুক্তরূপ হয় না এবং উৎপন্ন ফসল প্রয়োজনাতিরিক্ত হয় ; ইহা আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধবিগ্রহেরও সাক্ষাৎ কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অপর পক্ষে, জমি প্রয়োজনানুরূপ না হইলে যতখানির অভাব হয় তাহা পূরণের জন্য রাষ্ট্রকে প্রতিবাসি-গণের উপর নির্ভর করিতে হইবে ; এবং ইহা পররাজ্য জয়ার্থ যুদ্ধের সাক্ষাৎকারণ হইয়া দাঁড়ায়। যে জাতিকে আপনার অবস্থার প্রয়োজনে যুদ্ধ বা ব্যবসায়ের একটি অবলম্বন করিতে হয় সে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত দুর্ব্বল না হইয়া পারে না ; তাহাকে প্রতিবাসিগণের উপর নির্ভর

করিতে হয়, বাহিরের ঘটনার উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহার অস্তিত্ব সর্ব্বদা অনিশ্চিত ও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সে হয় পররাজ্য জয় করে এবং আপন অবস্থার পরিবর্ত্তন করে, না হয় অপরের দ্বারা বিজিত হয় এবং বিলুপ্ত হইয়া যায়। শুধু নগণ্যতা বা বিশেষ সমৃদ্ধি দ্বারাই সে নিজকে স্বাধীন রাখিতে পারে।

রাজ্যের আয়তন ও লোক সংখ্যার ভিতরে এমন কোন বাঁধাধরা পরিমাণের হিসাব দেওয়া যায় না যাহা পরস্পরের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে; তাহার কারণ মাটির গুণের ভিতর বিস্তর তারতম্য আছে; তাহার উর্ব্বরা শক্তির কমবেশ আছে, উৎপন্ন ফসলের প্রকারভেদ আছে, জলবায়ুর প্রভাবেও পার্থক্য আছে; সেই রকম অধিবাসিগণের ভিতরেও বিভিন্ন প্রকৃতির লোক আছে; কোন কোন উর্ব্বরা দেশের লোকে কম খায় এবং কোন কোন অনুর্ব্বরা দেশে আবার লোকে বেশী খায়। ইহা ছাড়াও স্ত্রীলোকের সন্তানোৎপাদিকা শক্তির কমবেশ, প্রতি দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থার কমবেশ, এবং ব্যবস্থাকর্ত্তা তাঁহার ব্যবস্থা সমূহ দ্বারা জনসাধারণকে কতখানি বশে আনিতে পারেন তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে; কাজেই ব্যবস্থাকর্ত্তা চাক্ষুষ যাহা দেখেন শুধু তাহাই লইয়া বিচার না করিয়া দূরদৃষ্টিদ্বারা যাহা দেখিতে পান তদ্দারা বিচার করিবেন, লোকসংখ্যার উপস্থিত অবস্থা যেরূপ দেখেন

তাহার উপরেই নির্ভর না করিয়া তাহা ভবিষ্যতে যেরূপ হইবে তাহার উপর নির্ভর করিবেন। অবশেষে বলা যায় যে এমন বহুক্ষেত্র থাকিতে পারে যেখানে স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় কাহারও যতখানি রাজ্য বিস্তার করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয় তদপেক্ষা বেশী বিস্তার করা প্রয়োজন বা বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়ে। পার্ব্বত্য অঞ্চল হইলে বেশী স্থানের প্রয়োজন হয়; সেখানে স্বভাবজাত উৎপন্নদ্রব্য, যথা কাষ্ঠাদি ও পশুচরণের জন্য ঘাস কম পরিশ্রমে পাওয়া যায়; অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে সেখানে স্ত্রীলোকগণের সন্তান ধারণ করিবার শক্তি সমভূমির স্ত্রীলোকগণ হইতে বেশী এবং সেখানে বিস্তৃত, ঢালু ভূখণ্ড হইতে চাষআবাদের উপযোগী অতি সামান্য পরিমাণ সমভূমিই পাওয়া যায়। অপরপক্ষে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী অঞ্চলে, উহা পর্ব্বতপূর্ণ ও একরকম উর্ব্বরাশক্তিহীন, বালুকাপূর্ণ হইলেও অল্প বিস্তারেই চলিতে পারে; কারণ, সেখানে মাছ ধরাই কতক পরিমাণে ভূমিজ ফসলের স্থানাধিকার করে; জলদস্যুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সেখানে ঘনবসতি দরকার; অধিকন্তু, সেখানে বাড়তি লোকসংখ্যার ভার উপনিবেশ ইত্যাদিতে চালান দিয়া কমাইয়া ফেলিবার সুবিধাও অধিক।

কোন জাতির জন্য ব্যবস্থাবিধি প্রণয়নকালে যে সকল অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে বলা হইয়াছে তাহার সঙ্গে আরেকটি যোগ করিতে হইবে; উহা আর কোনটির পরিবর্ত্তে গ্রহণ করা

চলে না কিন্তু উহার অভাবে আর সমস্তই বৃথা হইয়া পড়ে; সেটি হইতেছে যাহাতে সকলে সচ্ছলতা ও শান্তি ভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা; কারণ, যেমন সৈন্যদলের সংগঠনের মুহূর্ত্তে, সেইরূপ রাষ্ট্রের সুব্যবস্থিত হইবার মুহূর্ত্তেই উহা আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা কম পারগ হয় এবং তখন উহাকে ধ্বংস করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। চাঞ্চল্যের সময় অপেক্ষা পূর্ণ বিশৃঙ্খলার সময়েও লোকের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি বেশী থাকে; কারণ, চাঞ্চল্যের সময়ে প্রত্যেকেই নিজের বিষয় লইয়াই ব্যস্ত থাকে, বিপদের কথা ভাবে না। ঐ দুঃসময়ে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, রাজদ্রোহ কোন একটা ঘটিলেই রাষ্ট্র একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়।

এরকম ঝড়ঝাপ্টার কালেও যে অনেক শাসনশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তাহা নয়; কিন্তু এই সব শাসনশক্তিই আবার রাষ্ট্র ধ্বংস করিয়াছে। জবরদখলকারী ব্যক্তিগণ (les usurpateurs) সাধারণের ভীতি উপলক্ষ করিয়া নানা অনিষ্টকর আইন, যাহা লোকে ঠাণ্ডামাথায় কখনও স্বীকার করে না, তাহাই পাশ করিয়া লইবার জন্য এইরকম গোল-যোগের সৃষ্টি করিয়া তুলে বা ঐরকম সময় বাছিয়া লয়। আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য যে সময় পছন্দ করা হয় তাহাই স্বেচ্ছাচারী শাসক ও ব্যবস্থাকর্ত্তার কাজের প্রভেদ লক্ষ্য করিবার একটি অব্যর্থ উপায়।

তাহা হইলে কি রকম জাতির জন্য ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন

করিতে হইবে? ব্যবস্থা প্রণয়ন করা প্রয়োজন যে-জাতির জন্মগত, স্বার্থের বা আচারব্যবহারের যে-কোনপ্রকার ঐক্য থাকা সত্ত্বেও উহা এপর্য্যন্ত আইনের যথার্থ জোয়াল কাঁধে লয় নাই; যাহার কোন দৃঢ়বদ্ধমূল আচার, অভ্যাস বা কুসংস্কার নাই; যাহার কোন অতর্কিত আক্রমণদ্বারা অভিভূত হইবার ভয় নাই; যে প্রতিবাসিগণের কলহে যোগদান না করিয়াও একাকী তাহাদের প্রত্যেককে পৃথক ভাবে প্রতিরোধ করিতে পারে বা একের সাহায্য লইয়া অপরকে প্রতিহত করিতে পারে; যাহার সভ্যবৃন্দ পরস্পরের পরিচিত এবং যেখানে কোন ব্যক্তি যতখানি ভার বহিতে পারে তদপেক্ষা বেশী ভার তাহার উপর চাপাইবার প্রয়োজন হয় না; যে জাতি অন্য সকল জাতির সাহায্য না লইয়া চলিতে পারে এবং যাহার সাহায্য না লইয়া অন্য সকল জাতিও চলিতে পারে; (১) যে জাতি ধনীও নয় গরীবও নয় কিন্তু মধ্যবিত্ত অবস্থা-

১। যদি এমন দুইটি প্রতিবেশী জাতি থাকে যে একটি অপরটির সাহায্য ব্যতিরেকে চলিতে পারে না, তাহা হইলে ঐ ব্যবস্থা দ্বিতীয়টির পক্ষে যেমন দুর্বহ প্রথমটির পক্ষে তেমনি বিপজ্জনক হইবে। এরূপক্ষেত্রে প্রত্যেক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জাতি যতশীঘ্র সম্ভব প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে। থ্লাস্কালার (Thlascala) সাধারণতন্ত্র মেক্সিকানসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু তবুও উহা মেক্সিকানদের নিকট হইতে কিনিবার এমন কি বিনামূল্যে দানহিসাবে গ্রহণ করা অপেক্ষা বিনা লবণে চালাইবার পক্ষপাতী ছিল। এই

সম্পন্ন এবং শেষতঃ, যাহার মধ্যে প্রাচীন জাতির স্থৈর্য্য ও নূতন জাতির শিক্ষাপ্রবণতা একত্র মিলিত হইয়াছে। গড়িবার কাজের চাইতে ভাঙ্গিবার কাজই ব্যবস্থাপ্রণয়নের ব্যাপারকে বেশী শক্ত করিয়া তুলে; এবং ঐ ব্যাপারে কৃতকার্য্যতা লাভ করিবার দৃষ্টান্ত যে এত দুর্লভ তাহার কারণ সমাজের পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহার সহিত প্রকৃতির সরলতার (la simplicité de la nature) সামঞ্জস্য বিধান দেখিতে পাওয়া প্রায় দুর্ঘট; কিন্তু সুব্যবস্থিত রাষ্ট্র পাওয়াও সেই রকম দুর্ঘট।

য়ুরোপে এখনও ব্যবস্থাবিধি পাইবার উপযুক্ত একটি দেশ আছে; সে দেশ কর্সিকা দ্বীপ। যেরূপ সাহস ও অধ্যবসায় দেখাইয়া ঐ বীর জাতি স্বাধীনতা উদ্ধার ও রক্ষা করিয়াছে তাহাতে প্রমাণ হয় যে বাস্তবিকই কোন বিজ্ঞ লোকের নিকটে কি উপায়ে উহা স্থায়ীভাবে রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে শিক্ষা পাইবার দাবী তাহার আছে। আমার মনে হয় এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি একদিন সমস্ত য়ুরোপকে আশ্চর্য্য করিয়া দিবে।

উদারতার ভিতরে যে বিপদের ফাঁদ প্রচ্ছন্ন ছিল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন থ্লাস্-কালানগণ সেটি বেশ দেখিতে পাইয়াছিল। তাহারা আপনাদের স্বাধীনতা অব্যাহত রাখে; আর অত বড় সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি শেষ কালে তাহার ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

১১শ অধ্যায়

বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবস্থাবিধি

যদি অনুসন্ধান করা যায় যে সকলের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ, যাহা প্রত্যেক প্রকারের ব্যবস্থাবিধির লক্ষ্য হওয়া উচিত, তাহা কিসে হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে উহা দুইটি স্থূল কথায় দাঁড়ায়, স্বাধীনতা ও সাম্য; সমস্ত বিশেষ অধীনতাই রাষ্ট্রদেহ হইতে ঐ পরিমাণ বলক্ষয়ের কারণ হয়, এইজন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন; এবং সাম্যের দরকার এইজন্য যে উহা না থাকিলে স্বাধীনতা থাকিতে পারে না।

সামাজিক স্বাধীনতা কিরূপ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সাম্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে ঐ কথার দ্বারা বুঝায় না যে ক্ষমতা ও ধনের পরিমাণ সকলেরই একেবারে সমান হইবে; ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে ক্ষমতা কাহারও এত বেশী হইবে না যে তাহাতে অত্যাচার করা চলে এবং উহা সর্ব্বদা পদমর্য্যাদা অনুযায়ী ও আইনসঙ্গত উপায়ে ব্যবহার করা হইবে; আর ধন কাহারও এতবেশী থাকিবে না যে সে অপরকে ক্রয় করিতে সমর্থ হয়; এবং কেহ এত দরিদ্র হইবে না যে সে আপনাকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় (১)। ইহাতে বুঝায় যে

১। যদি তোমার রাষ্ট্রকে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি দিবার ইচ্ছা থাকে তবে ধনশালিতা ও দারিদ্র্য এই দুই বিপরীত কোণকে যতদূর সম্ভব নিকটে আন; ধনী বা ভিক্ষুক কাহাকেও থাকিতে দিবে না। এই দুইটি অবস্থা

বড়লোকের সম্পত্তি ও উচ্চপদের নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকিবে এবং দরিদ্রেরও ধনলিপ্সা ও লোভের নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকিবে।

লোকে বলিয়া থাকে যে এই সাম্য অলীক কল্পনা মাত্র, ইহা কার্য্যক্ষেত্রে কখনও দেখা যায় না। ইহার অপব্যবহার নিবারণ করা অসাধ্য; কিন্তু তাহাতে কি প্রমাণ হয় যে এ বিষয়ে অন্ততঃপক্ষে নিয়ম বিধিবদ্ধ করাও অনাবশ্যক? সমস্ত ঘটনাপরম্পরার গতি এই সাম্য নষ্ট করিবার দিকে চলিয়া থাকে, এইকারণে সব সময়েই উহা রক্ষা করিবার জন্য আইনের শক্তি নিয়োজিত হওয়া উচিত।

কিন্তু সমস্ত উত্তম ব্যবস্থাবিধির এই যে সাধারণ উদ্দেশ্য প্রত্যেক দেশে স্থানীয় অবস্থা ও অধিবাসিগণের প্রকৃতি মিলিয়া যে বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা বিবেচনা করিয়া ইহার পরিবর্ত্তন করিতে হয়। ঐ বিশেষ অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া প্রত্যেক দেশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাবিধি গড়িয়া তুলিতে হইবে; এবং এই ব্যবস্থাবিধি নিজে যেরূপই হউক যে রাষ্ট্রের জন্য গড়া হয় তাহার পক্ষে উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়া উচিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে জমি নিষ্ফলা ও অনুর্ব্বরা হইলে অথবা দেশে ঘনবসতি হইলে ব্যবসায় ও

স্বভাবতঃই পরস্পর হইতে অবিভাজ্য এবং দুইটিই সাধারণভাবে কল্যাণের পক্ষে অনিষ্টকর; একটি হইতে আসে স্বেচ্ছাচারের প্ররোচকগণ এবং অপরটি হইতে আসে স্বেচ্ছাচারী। এই দুই পক্ষের ভিতরে জনসাধারণের স্বাধীনতা নিলামে ডাকা হয়; একপক্ষ কিনে, অপরপক্ষ বিক্রয় করে।

শিল্পের দিকে মন দিবে ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তে শিল্পজাত দ্রব্যাদি চালান দিবে। অপরপক্ষে, যদি শস্য-সম্পন্না সমভূমি ও উর্ব্বরা অধিত্যকা প্রদেশে তোমার বাস হয়, যদি মাটি ভাল হইলেও লোকাভাব হয়, তবে সমস্ত মন কৃষিকার্য্যের দিকে দিবে ও শিল্পকার্য্য দূর করিয়া দিবে; কারণ, কৃষিকার্য্যে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি হয় ও শিল্প রাজ্যের বিশেষ বিশেষ জায়গায় দেশের সমস্ত লোক জড় করিয়া কেবল দেশের লোকসংখ্যা ক্ষয় করিবার দিকে চলে। (১) যদি সুবিস্তৃত ও সুবিধাজনক সমুদ্রোপকূলে বাস হয় তবে জাহাজের দ্বারা সমুদ্র ছাইয়া ফেল, ব্যবসায় ও নৌবিদ্যার চর্চ্চা কর, তোমার জীবনকাল অল্পস্থায়ী কিন্তু সমুজ্জ্বল হইবে। তোমার অধিকৃত উপকূলে সমুদ্র যদি কেবল প্রায়-অগম্য পর্ব্বতমালার পাদদেশেই ধৌত করিয়া যায় তবে অসভ্য মৎস্যজীবী থাকিয়া যাওয়াই ভাল; তুমি বেশী শান্তিতে, হয়ত ভাল অবস্থায় এবং নিঃসন্দেহে বেশী সুখে বাস করিবে। এক কথায়, সর্ব্বসাধারণের উপর খাটে এই রকম নিয়মগুলি

১। le marquis d'Argenson বলেন, "যে-কোন প্রকারের বহির্বানিজ্য সমগ্র রাজ্যের পক্ষে প্রায়শঃ কেবল একটা মিথ্যা লাভের ব্যাপারে দাঁড়ায়; হয়ত ইহার ফলে কোন কোন ব্যক্তি অর্থবান হয়, এমন কি ইহাতে কোন কোন সহরের সম্পদবৃদ্ধিও ঘটে; কিন্তু সমগ্র জাতির ইহাতে কিছুমাত্র লাভ হয় না এবং লোকের অবস্থাও কিছুমাত্র উন্নত হয় না।

বাদ দিলে প্রত্যেক জাতির ভিতরেই এমন বৈশিষ্ট্য থাকে যাহা ঐ গুলিকে একটা বিশেষ আকার প্রদান করে এবং তাহার নিজের আইন তাহার নিজের উপযোগী করিয়া তুলে। এইরকম পূর্ব্বকালে য়িহুদীগণ ও পরবর্ত্তীকালে আরবগণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ধর্ম্ম, এথেন্সবাসিগণের বিদ্যাচর্চ্চা, কার্থেজ ও টায়ারের ব্যবসায়, রোড্সের নৌবিদ্যা, স্পার্টার যুদ্ধ এবং রোমের গুণচর্চ্চা (vertu)। *L'esprit des Lois* এর গ্রন্থকার প্রভূত উদাহরণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন কি উপায়ে ব্যবস্থাকর্ত্তা এই সকল লক্ষ্যের প্রত্যেকটির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থাবিধি গড়িয়া তুলিয়াছেন।

যাহা উচিত তাহা যথাযথরূপে মানিয়া চলার ফলেই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা প্রকৃত দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্ব প্রাপ্ত হয়; সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থার গতি ও ব্যবস্থাবিধির গতি সর্ব্বদা প্রত্যেকটি বিষয়ে একত্র মিলিত হইবার দিকে যায় এবং প্রকৃতপক্ষে আইন কেবল স্বাভাবিক ব্যাপারগুলিকে স্পষ্ট রূপ দেয়, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং দোষ শুধ্রাইয়া দেয়। কিন্তু ব্যবস্থাকর্ত্তা যদি স্বীয় উদ্দেশ্য নির্ব্বাচনে ভুল করেন, স্বাভাবিক অবস্থার গতি যে মুখে তাহা হইতে ভিন্ন-মুখগামী গতি অবলম্বন করেন, যদি একটির গতি দাসত্বের ও অপরটির গতি স্বাধীনতা, একটির ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির ও অপরটির লোকসংখ্যাবৃদ্ধির এবং একটির গতি শান্তির ও অপরটির যুদ্ধ-বিগ্রহের দিকে হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে আইনের শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় পায়, রাষ্ট্র-গঠনব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় এবং ধ্বংস বা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ও অপরাজেয় প্রকৃতির প্রভাব পুনঃস্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের ভিতরের বিপ্লবের শান্তি হয় না।

১২শ অধ্যায়

ব্যবস্থাবিধির বিভাগ

সাধারণতন্ত্রকে সুব্যবস্থিত করিতে বা যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট আকার দিতে হইলে অনেকপ্রকার সম্বন্ধের কথা বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, সমগ্র সমবায়ের কর্ম্ম যাহা আপনার উপরেই ক্রিয়া করে; অর্থাৎ সমষ্টির সঙ্গে সমষ্টির সম্বন্ধ বা রাজশক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ; পরে আমরা দেখিব এই সম্বন্ধ মধ্যবর্ত্তী পদসমূহের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যবস্থাবিধির দ্বারা এই সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাবিধি বলে, এবং উহা মৌলিক ব্যবস্থাবিধি নামেও অভিহিত হয়; অবশ্য ঐ ব্যবস্থাবিধি যথার্থ সুবিবেচিত হইলে এ নাম নিরর্থক বলা যায় না; কারণ, প্রত্যেক রাষ্ট্রে একটিমাত্র সু-ব্যবস্থা থাকিলেও যে জাতির হাতে উহা থাকে তাহার উচিত উহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা; কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থা (l'ordre établi) উত্তম না হইলে যে ব্যবস্থাবিধি মানুষের ভাল হইবার প্রতিবন্ধক হয় তাহা মৌলিক ব্যবস্থাবিধি বলিয়া লোকে গ্রহণ করিবে কেন? অধিকন্তু, সকলক্ষেত্রেই নিজের ব্যবস্থাবিধি সর্ব্বোৎকৃষ্ট-শ্রেণীর হইলেও যে-কোন জাতির উহা পরিবর্ত্তন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে; কারণ, যদি নিজের মন্দ করিবার খেয়ালই তাহার হয় তবে কাহার তাহাতে বাধা দিবার অধিকার আছে?

দ্বিতীয় সম্বন্ধ হইতেছে সভ্যগণের পরস্পরের সহিত বা সমগ্র সমবায়ের সহিত, এবং প্রথমক্ষেত্রে এ সম্বন্ধ যত

ছোট করা ও দ্বিতীয়ক্ষেত্রে যত বড় করা সম্ভব তাহাই করা উচিত; তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি অপর সকল হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নগরের একান্ত অধীন হইবে; একাজ একই উপায়ের দ্বারা সাধিত হইতে পারে; কারণ, কেবল রাষ্ট্রের বলই সভ্যগণকে স্বাধীনতা দিতে পারে। এই দ্বিতীয় সম্বন্ধ হইতে দেওয়ানী ব্যবস্থাবিধি (les lois civiles) উদ্ভূত হয়।

আইন ও মানুষের মধ্যে তৃতীয় একটি সম্বন্ধের কথাও ধরা যাইতে পারে; যথা, আইন লঙ্ঘনের সঙ্গে শাস্তির সম্বন্ধ; এই সম্বন্ধ হইতে অপরাধবিষয়ক (ফৌজদারী) ব্যবস্থাবিধির (les lois criminelles) উৎপত্তি হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থাবিধিকে একটা আলাদা বিভাগ অপেক্ষা আর সকল আইন প্রতিপালিত হইবার পক্ষে জামিন (sanction) হিসাবে বেশী গণ্য করা চলে।

এই তিন প্রকারের ব্যবস্থাবিধির সঙ্গে চতুর্থ একটি থাকিয়া যায় যেটি আর সকলের অপেক্ষা দরকারী; উহা মার্বেল পাথর বা পিত্তলের গায়ে খোদিত হয় না, মানুষের হৃদয়ে খোদিত হয়; উহা রাষ্ট্রের প্রকৃত গঠনব্যবস্থা গড়িয়া তুলে, দিন দিন নূতন শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে এবং আর সকল আইন যখন প্রাচীন হইয়া পড়ে বা লুপ্ত হইতে থাকে তখন উহাই সেগুলিকে নবজীবন দেয় বা তাহাদের স্থলে নূতন সৃষ্টি করে, জাতির ভিতরে তাহার আপন আইনের ধারা রক্ষা করে এবং অজ্ঞাতসারে বাহিরের বিষয়ের কর্তৃত্বের

স্থানে লোকাচারের সাক্ষ্য প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করে। আমি নীতি, চলিত প্রথা ও বিশেষ করিয়া লোকমতের কথা বলিতেছি; ইহার কার্য্যকারিতা আমাদের রাষ্ট্রতত্ত্ববিদগণের অজ্ঞাত বটে কিন্তু ইহার উপরেই আর সকলের সফলতা নির্ভর করে; বাহিরে বিশেষ বিশেষ বিধান লইয়া আপনাকে ব্যাপৃত বলিয়া জানাইলেও প্রতিভাশালী ব্যবস্থাকর্ত্তা গোপনে এইটি লইয়াই নিযুক্ত থাকেন; এগুলি খিলানের বৃত্ত (le cintre); নৈতিক ও লৌকিক আচারব্যবহারের কিঞ্চিৎ বিলম্বে উৎপত্তি হয়, সেগুলি সেই খিলানের স্থির মধ্যপ্রস্তর স্বরূপ (l'inébranlable clef)।

এই বিভিন্নশ্রেণীর ব্যবস্থাবিধির মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থাবিধিই (les lois politiques) শাসনশক্তির গঠন নির্দ্দেশ করে; আমার বক্তব্য বিষয়ের সহিত কেবল উহারই সম্বন্ধ আছে।

সামাজিক চুক্তি বা রাষ্ট্রীয় অধিকারের মূলকথা।

তৃতীয় খণ্ড

বিভিন্ন প্রকারের শাসনতন্ত্রের কথা বলিবার পূর্ব্বে আমরা ঐ কথার প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব ; কারণ, এ পর্য্যন্ত এই কথাটি বিশেষ পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

১ম অধ্যায়

সাধারণভাবে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে

পাঠককে জানাইতেছি যে এই অধ্যায় অভিনিবেশ সহকারে পড়িতে হইবে ও যে মনোনিবেশ করিতে চাহে না তাহার কাছে বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া তুলিবার কৌশল আমার জানা নাই।

প্রত্যেক স্বাধীন কর্ম্ম দুইটি কারণের সংযোগে ঘটে ; একটি কারণ নৈতিক, যথা, উক্ত কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা ; অপরটি দৈহিক, যথা, উক্ত কর্ম্ম সমাধা করিবার শক্তি। যখন আমি কোন জিনিসের দিকে অগ্রসর হই, তখন প্রথমে

দরকার হয় যাইবার ইচ্ছা ; দ্বিতীয়তঃ দরকার হয় আমার পায়ের আমাকে বহন করিবার কার্য্য। যদি পক্ষাঘাতের রোগী দৌড়াইতে ইচ্ছা করে এবং গতিশক্তিমান লোক দৌড়াইতে ইচ্ছা না করে তবে উভয়েই একই স্থানে স্থিরভাবে থাকিবে। রাষ্ট্রীয়সমবায়েরও ঐ প্রকারের চালক শক্তি (mobiles) আছে ; তাহার বেলাতেও শক্তি ও ইচ্ছার মধ্যে প্রভেদ দেখান হয় ; প্রথমটির নাম ব্যবস্থাপক ক্ষমতা (puissance législative) অপরটির নাম কার্য্যকরী ক্ষমতা (puissance exécutive)। এই দুইয়ের সংযোগ ব্যতীত কিছু করা চলে না, চলা উচিতও নয়।

আমরা দেখিয়াছি যে ব্যবস্থাপক ক্ষমতা জাতির হাতে থাকে এবং কেবল তাহার হাতেই থাকিতে পারে। অপর-পক্ষে, উপরে যে সকল তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে কার্য্যকরী ক্ষমতা ব্যবস্থাকর্ত্তা বা রাজশক্তি হিসাবে সাধারণের হাতে থাকিতে পারে না, কারণ, এই ক্ষমতা কেবল বিশেষ কাজ করিতে ব্যবহৃত হয় ; এইরূপ বিশেষ কাজের ব্যবস্থা করা আইনের এলাকার মধ্যে নয়, কাজেই রাজশক্তিরও হাতের বাহিরে, কারণ, রাজ শক্তির সকল কাজই আইনরূপে পরিগণিত হইতে বাধ্য।

তাহা হইলে সাধারণের শক্তির (la force publique) পক্ষে একজন নিজস্ব কার্য্যকারক থাকা প্রয়োজন যে ঐ শক্তিকে সুসংহত এবং সাধারণ ইচ্ছার নির্দ্দেশ অনুসারে

প্রয়োগ করিবে, রাষ্ট্র ও রাজশক্তির মধ্যে মধ্যবর্ত্তীর কাজ করিবে, এবং দেহ ও আত্মার মিলন মানুষের বেলায় যাহা করে জনসমষ্টির বেলায় কতকটা সেইরূপ করিবে। এইখানেই রাষ্ট্রে শাসনশক্তির যাহা ভিত্তিস্বরূপ তাহা পাওয়া যাইতেছে; ইহা রাজশক্তির কার্য্যকারক মাত্র হইলেও প্রায়ই ভুল করিয়া ইহাকে রাজশক্তির সঙ্গে গোলমাল করিয়া ফেলা হয়।

তাহা হইলে শাসনশক্তি কি? শাসনশক্তি প্রজাগণ এবং রাজশক্তির মধ্যে পরস্পরের আদানপ্রদানের জন্য স্থাপিত একটি সমবায়, যাহার কর্ত্তব্য আইন সমূহকে কার্য্যে পরিণত করা এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উভয় প্রকারের স্বাধীনতা বজায় রাখা।

এই সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত সভ্যগণকে ম্যাজিষ্ট্রেট বা রাজা, অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা বলা হয়, এবং সমগ্র সমবায়টি প্রিন্স নাম বহন করে (১)। এখানে দেখা যায় যে যাঁহারা দাবী করেন যে যে-কর্ম্মের দ্বারা কোন জাতি তদীয় প্রধানগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে তাহা মোটেই চুক্তিমূলক নয়, তাঁহাদের দাবী যথার্থ বটে। প্রকৃতপক্ষে ইহা নিয়োগ বা চাকুরী মাত্র, যাহার বলে রাজশক্তির কর্ম্মচারীমাত্র হিসাবে ও তাহার

১। ঐ প্রকারে, ভিনিসে শাসন-সংসদকে (collége) ডোজের (doge) অনুপস্থিতিও "মহামান্য শাসনাধিপতি" (Sérénissime prince) বলা হয়।

নামে তাঁহারা রাজশক্তির প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার করেন এবং রাজশক্তি ইচ্ছামাত্র এ ক্ষমতার সংকোচ, পরিবর্ত্তন বা বিলোপ করিতে পারে। এইরূপ অধিকার হস্তান্তর করা সামাজিক সমবায়ের প্রকৃতির বিরোধী এবং যেহেতু উহা সমাজ বন্ধনের উদ্দেশ্যের প্রতিকূল।

তাহা হইলে আমি কার্য্যকরী ক্ষমতার বৈধ ব্যবহারকে শাসনকর্ত্তৃত্ব বা সর্ব্বোচ্চ শাসন এবং যে ব্যক্তি বা সমবায়ের উপর এই শাসন কার্য্যের ভার থাকে তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট বা প্রিন্স বলি।

যে সকল মধ্যবর্ত্তী শক্তির পরস্পরের সম্বন্ধের দ্বারা সমষ্টির সহিত সমষ্টির বা রাজশক্তির সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ গঠিত হয় তাহা শাসনশক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত সম্বন্ধ একটি ক্রমিক অনুপাতের প্রথম ও শেষ সংখ্যার সম্বন্ধের অনুরূপ বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং উক্ত অনুপাতের মধ্যম সংখ্যা হইতেছে শাসনশক্তি। শাসন-শক্তি রাজশক্তির কাছে যে সকল আদেশ পায় সেগুলিই জাতিকে দেয়; এবং, রাষ্ট্রের সমতা যাহাতে উত্তমরূপে রক্ষিত হয় সেজন্য, সমস্ত হিসাব নিকাশ করিবার পর শাসন শক্তির নিজস্ব ফল বা ক্ষমতা নাগরিকগণের ফল বা ক্ষমতার সমান হওয়া আবশ্যক; কারণ, তাহারা একদিকে রাজশক্তি ও অপরদিকে প্রজা।

অধিকন্তু, সমানুপাত না ভাঙ্গিয়া তিনটি সংখ্যার কোনটি

পরিবর্ত্তন করা চলে না। রাজশক্তি যদি নিজ হাতে শাসন কার্য্য চালাইতে ইচ্ছা করে, ম্যাজিষ্ট্রেট যদি ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন করিতে ইচ্ছা করে বা প্রজাগণ যদি আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে শৃঙ্খলার স্থানে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, শক্তি ও ইচ্ছা আর একযোগে কাজ করিতে পারে না এবং রাষ্ট্র শিথিল হইয়া স্বৈরশাসন বা অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হয়। শেষতঃ, একটিমাত্র মাধ্যমিক সংখ্যা প্রত্যেক সম্বন্ধের ভিতরে থাকার দরুণ কোন রাষ্ট্রের ভিতরে কেবল এক প্রকারের সুশাসন সম্ভবপর; কিন্তু হাজার রকমের ঘটনায় একটি জাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কাজেই বিভিন্ন জাতির পক্ষে বিভিন্ন প্রকারের শাসন-ব্যবস্থা যে ভাল হইবে শুধু তাহা নয়, পরন্তু একই জাতির পক্ষে বিভিন্ন প্রকারের শাসনব্যবস্থা উপযোগী হইতে পারে।

অনুপাতের প্রথম ও শেষ সংখ্যার ভিতরে যে বিভিন্ন সম্বন্ধের উদ্ভব হইতে পারে সে বিষয়ে একটা ধারণা দিবার জন্য আমি দৃষ্টান্ত স্বরূপ লোক সংখ্যার উল্লেখ করিব, কারণ, এই সম্বন্ধটি অতি সহজে প্রকাশ করা যায়।

ধরা যাউক যে রাষ্ট্র দশ হাজার নাগরিক লইয়া গঠিত। রাজশক্তি কেবল সমবেত ভাবে ও সমবায় হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক সভ্য প্রজা হিসাবে ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে; তাহা হইলে দাঁড়ায় যে ঐ দশ হাজারের সঙ্গে এক জনের যে সম্বন্ধ রাজশক্তির সঙ্গে

প্রজার সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রত্যেক সভ্য নিজ অংশে কেবল রাজশক্তির ক্ষমতার মাত্র $\frac{১}{১০০০০}$ অংশ পায়, যদিও সে সম্পূর্ণরূপে উহার অধীন। লোকসংখ্যা একলক্ষ হইলেও প্রজাগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না, প্রত্যেকেই সমান ভাবে সমগ্র ব্যবস্থাবিধির অধীন হয় আর তাহার ভোট $\frac{১}{১০০০০০}$ পরিমাণে দাঁড়ায় বলিয়া ব্যবস্থাবিধি প্রণয়নে তাহার প্রভাব দশগুণ কমিয়া যায়। তাহা হইলে দেখা যায় প্রজার স্থান সব সময়ে একই রূপ থাকে বটে কিন্তু লোক সংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে প্রজার সহিত রাজশক্তির সম্বন্ধেব পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে এই দাঁড়ায় যে রাষ্ট্র যত বড় হয় স্বাধীনতার পরিমাণ তত কমে।

যখন আমি বলি যে সম্বন্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন আমার কথার অর্থ এই যে সম্বন্ধ ক্রমেই অসমান হয়। তাহা হইলে সম্বন্ধ জ্যামিতির হিসাবে যতই বড় হইবে সাধারণ অর্থে উহা ততই কমিতে থাকিবে; প্রথম অর্থে সম্বন্ধ সংখ্যার হিসাবে ধরা হয় ও ভাগফল দ্বারা তাহার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়; এবং অপর অর্থে সম্বন্ধ তাহার প্রকৃতি হিসাবে ধরা হয় ও সাদৃশ্য দ্বারা তাহার মূল্য নিরূপণ করা হয়।

এক্ষণে সাধারণ ইচ্ছার সঙ্গে বিশেষ ইচ্ছার অর্থাৎ ব্যবস্থা বিধির সঙ্গে আচার ব্যবহারের সম্বন্ধ যত কম হইবে দমনকারী শক্তি তত বৃদ্ধি পাইবে। তাহা হইলে শাসনব্যবস্থা

ভাল হইতে হইলে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতক্রমে উহাকে বেশী শক্তিমান হইতে হইবে।

অপরপক্ষে, রাষ্ট্রের বিস্তার ঘটিলে সাধারণের ক্ষমতার ন্যাস-রক্ষকদিগের আপনাপন ক্ষমতার অপব্যবহার করিবার বেশী প্রলোভন উপস্থিত হয় ও বেশী উপায় হাতে আসে; এইজন্য জাতিকে আয়ত্তে রাখিবার ক্ষমতা শাসনশক্তিকে যত বেশী দিতে হইবে শাসনশক্তিকে আয়ত্তে রাখিবার ক্ষমতা রাজশক্তির নিজেরও তত বেশী হওয়া উচিত। আমি এখানে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার কথা বলিতেছি না, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের পরস্পরসাপেক্ষ ক্ষমতার কথা বলিতেছি।

এই দ্বৈত সম্বন্ধ হইতে প্রতিপন্ন হয় যে রাজাশক্তি, শাসনকর্ত্তা (Prince) ও জাতি এই তিনের ক্রমিক অনুপাত মোটেই খামখেয়ালী ধারণা নয়; ইহা রাষ্ট্রীয় সমবায়ের প্রকৃতির অপরিহার্য্য ফল। আরও প্রতিপন্ন হয় যে অনুপাতের একটি শেষ সংখ্যা, যথা জাতি, প্রজা হিসাবে একতার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ও প্রতিপাদিত (répresenté) হওয়াতে যখনই দ্বন্দসংখ্যার (raison doubleé) বৃদ্ধি বা কম হয় তখনই অনুরূপভাবে একক সংখ্যারও (raison simple) বৃদ্ধি বা কম হয় এবং ফলে মাধ্যমিক সংখ্যারও (le moyen terme) পরিবর্ত্তন হয়। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে শাসনতন্ত্রের কোনরূপ একমাত্র এবং অনাপেক্ষিক গঠন প্রণালী নাই, রাষ্ট্রের আয়তনের মধ্যে যত পার্থক্য থাকিতে পারে শাসন

ব্যবস্থাও তত বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে।

যদি এই ধরণের ব্যাখ্যাকে উপহাস করিয়া কেহ বলে যে আমার মতানুসারে উক্ত মাধ্যমিক সংখ্যা বাহির ও শাসনপ্রণালী নির্দ্দেশ করিবার জন্য কেবল লোক সংখ্যার বর্গমূল বাহির করিলেই চলিবে তবে আমার উত্তর এই যে এখানে লোক সংখ্যার কথা শুধু উদাহরণ স্বরূপে উল্লেখ করিয়াছি; যে সকল সম্বন্ধের কথা আমি বলিয়াছি তাহা কেবল লোক সংখ্যার দ্বারাই নিরূপিত হয় না, সাধারণতঃ কার্য্যের পরিমাণ, যাহার মূলে বহু সংখ্যক কারণের সমাবেশ থাকে, তদ্দারাও নিরূপিত হয়; আর, অল্প কথায় বক্তব্য বলিবার উদ্দেশ্যে ক্ষণকালের জন্য জ্যামিতির পরিভাষা ধার করিলেও ইহাও আমার অজ্ঞাত নহে যে নৈতিক বস্তু বা রাশির পরিমাণ নির্ণয়ে (dans les quantités morales) জ্যামিতির নির্ভুল সিদ্ধান্তের স্থান নাই।

বড় করিয়া দেখিলে যাহা রাষ্ট্রীয় সমবায় ছোট করিয়া দেখিলে তাহার অন্তর্ভুক্ত শাসনশক্তিও তাহাই দাঁড়ায়। শাসনশক্তি কতকগুলি বৃত্তিসম্পন্ন নৈতিকসত্তাযুক্ত ব্যক্তি স্বরূপ, রাজশক্তির মতন সক্রিয়, রাষ্ট্রের মত নিষ্ক্রিয় এবং তাহাকে ঐ প্রকার আরও অনেক সম্বন্ধের দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইহা হইতে আবার একটা আনুপাতিক সংখ্যার উদ্ভব হয় এবং তাহার ভিতরেই আবার শাসনকর্ত্তৃত্বের পর্য্যায় ক্রমে (selon l'ordre des tribu

naux) আরেকটির উৎপত্তি হয় এবং একটি অবিভাজ্য মাধ্যমিক সংখ্যায় না আসা পর্য্যন্ত এইরূপ চলিতে পারে ; এই অবিভাজ্য মাধ্যমিক সংখ্যাতে বুঝায় একমাত্র প্রধান বা সর্ব্বোচ্চ ম্যাজিষ্ট্রেট যাহাকে এইরূপ ক্রমবৃদ্ধিশীল অনুপাতের ভিতরে ভগ্নাংশ ও পুরক শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যস্থাপক বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

এই প্রকার সংখ্যা বাহুল্য ঘটাইয়া নিজকে বিব্রত করিয়া না তুলিয়া আমাদের পক্ষে এইরূপ মনে করিলে যথেষ্ট হইবে যে শাসনশক্তি রাষ্ট্রের ভিতরে একটা নূতন সমবায় স্বরূপ, জাতি ও রাজশক্তি হইতে আলাদা এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী।

রাষ্ট্র ও শাসনশক্তি এই দুই সমবায়ের মধ্যে আসল পার্থক্য এই যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিজের জন্যই হইতে পারে কিন্তু শাসনশক্তির অস্তিত্ব রাজশক্তির দরুণ। তাহা হইলে শাসনকর্ত্তার প্রধান ইচ্ছা কেবল সাধারণ ইচ্ছা বা আইন হইয়া থাকে বা হওয়া উচিত, তাহার শক্তি তাহাতে কেন্দ্রীভূত জনসাধারণের শক্তি মাত্র ; যে মুহূর্ত্তে সে কোন একটি স্বাধীন এবং অনাপেক্ষিক কাজ আপনা হইতে করিতে যায় সে মুহূর্ত্তে সকলের সংযোগ সূত্র আল্‌গা হইতে আরম্ভ করে। শেষে যদি এমন দাঁড়ায় যে শাসনকর্ত্তা রাজশক্তির ইচ্ছা অপেক্ষা একটা অধিক সক্রিয় বিশেষ ইচ্ছা পোষণ করিতে থাকে এবং তাহার হাতে ন্যস্ত সাধারণের শক্তি উক্ত বিশেষ ইচ্ছার অনুকূলে খাটাইতে যায় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে

করা দরকার, যেমন ইতিপূর্ব্বে আমরা রাষ্ট্র ও রাজশক্তির মধ্যের পার্থক্য দেখাইয়াছি।

শাসক-সমবায় (le corps du magistrate) কম বা বেশী সংখ্যক সভ্য লইয়া গঠিত হইতে পারে। আমরা বলিয়াছি জাতির লোক সংখ্যা যতই বেশী হয় তদনুপাতে প্রজার সহিত রাজশক্তির সম্বন্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়; এবং, সাদৃশ্যের যুক্তিতে ম্যাজিষ্ট্রেট বা শাসনকর্ত্তার সহিত শাসন-শক্তির সম্বন্ধের বিষয়েও আমরা ঐ কথা বলিতে পারি।

কিন্তু শাসনকর্তৃপক্ষের মোট শক্তি সব সময়েই রাষ্ট্রের মোট শক্তি হইয়া থাকে; কাজেই তাহার পরিবর্ত্তন নাই; ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে শাসনকর্তৃপক্ষ এই শক্তি যত বেশী পরিমাণে আপন সভ্যবৃন্দের জন্য ব্যয় করে সমস্ত জাতির জন্য ব্যয় করিবার জন্য তত কম শক্তি তাহার হাতে থাকে।

তাহা হইলে দাঁড়ায় যে ম্যাজিষ্ট্রেটের * সংখ্যা যত বেশী হয় শাসনশক্তি তত দুর্ব্বল হয়। ইহা একটি মূলনীতি, সে হেতু আমরা ইহা ভাল করিয়া ব্যাখা করিবার চেষ্টা করিব।

আমরা ম্যাজিষ্ট্রেটরূপ ব্যক্তির মধ্যে তিনটি মূলতঃ বিভিন্ন ইচ্ছার অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে পারি; প্রথমতঃ, ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা যাহা কেবল ব্যক্তিগত সুবিধান্বেষী; দ্বিতীয়তঃ, ম্যাজিষ্ট্রেটগণের সাধারণ ইচ্ছা যাহা সম্পূর্ণরূপে রাজা বা শাসনকর্ত্তার সুবিধান্বেষী এবং যাহাকে সমবায়ের ইচ্ছা বলা

* রুসো city state এর কথা মনে রাখিয়া লিখিতেছেন। (অনুবাদক)

যাইতে পারে, যাহা শাসনশক্তির সঙ্গে সম্বন্ধের বেলায় সাধারণ ও ঐ শাসনশক্তির যে রাষ্ট্রের অংশ স্বরূপ তাহার সঙ্গে সম্বন্ধের বেলায় বিশেষ ইচ্ছা ; তৃতীয়তঃ, জাতির ইচ্ছা বা রাজশক্তির ইচ্ছা যাহা সমষ্টি হিসাবে দেখিলে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধের বেলাতে যেমন, ঐ সমষ্টির অংশ স্বরূপ শাসন-শক্তির সঙ্গে সম্বন্ধের বেলাতেও তেমনি সাধারণ।

নিখুঁত ব্যবস্থাবিধিতে বিশেষ বা ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোনই প্রভাব থাকিবে না ; শাসনশক্তির সমবায়িক ইচ্ছার প্রভাব অতি সামান্য হইবে ; কাজেই সাধারণ বা রাজশক্তির ইচ্ছা সর্ব্বদা প্রবল থাকিবে এবং আর সকল ইচ্ছার একমাত্র নিয়ামক হইবে।

অপরপক্ষে, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে এই সকল বিভিন্ন ইচ্ছা যত কেন্দ্রীভূত হয় তত কার্য্যকরী হয়। এই প্রকারে সাধারণ ইচ্ছা সবসময়েই সর্ব্বপেক্ষা দুর্ব্বল হয় ; সমবায়িক ইচ্ছা দ্বিতীয় এবং বিশেষ ইচ্ছা সকলের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকার করে ; তাহা হইলে দাঁড়ায় যে শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি সকলের আগে সে নিজে, তারপর ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তারপর নাগরিক ; সমাজ-পদ্ধতির পক্ষে যেরূপ পর্য্যায় প্রয়োজন এ ঠিক তাহার উল্টা পর্য্যায়।

যদি এরূপ স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে শাসনকর্ত্তৃত্বের সমস্ত ভার একজন লোকের হাতে থাকিবে তাহার ফলে বিশেষ ইচ্ছা ও সমবায়িক ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইবে

এবং উক্ত সমবায়িক ইচ্ছা যতদূর সম্ভব হইতে পারে প্রবল হইবে। কিন্তু ইচ্ছার প্রবলতার কমবেশীর উপর শক্তির প্রয়োগ নির্ভর করে বলিয়া এবং শাসনকর্ত্তৃত্বের অনাপেক্ষিক শক্তির পরিবর্ত্তন হয় না বলিয়া এই দাঁড়ায় যে একব্যক্তির দ্বারা চালিত শাসনতন্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা সক্রিয় শাসনতন্ত্র।

অপরপক্ষে ধরা যাউক যে আমরা শাসনশক্তির সঙ্গে ব্যবস্থাপক ক্ষমতার সংযোগ করিলাম, শাসনকর্ত্তাকে রাজ-শক্তি এবং যত নাগরিক সকলকে ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে ধরিলাম; ফলে সমবায়িক ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছার সঙ্গে ঘুলাইয়া যাইবে, সাধারণ ইচ্ছা অপেক্ষা তাহার আর অধিক সক্রিয়তা থাকিবে না এবং বিশেষ ইচ্ছা যতদূর হইতে পারে প্রবলই থাকিবে। তাহা হইলে সেই এক অনাপেক্ষিক শক্তিসম্পন্ন শাসনকর্ত্তৃত্ব তাহার আপেক্ষিক শক্তির বা সক্রিয়তার নিম্নতম সীমায় উপনীত হইবে।

এই সকল সম্বন্ধ অবিসংবাদী এবং অন্যান্য বিষয়ের বিবেচনার ফলে এইগুলি আরও সমর্থিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায় যে প্রত্যেক ম্যাজিষ্ট্রেট, সে যে সমবায়ভুক্ত তাহার ভিতরে, তাহার নিজ সমবায়ভুক্ত প্রত্যেক নাগরিক অপেক্ষা অধিক সক্রিয় এবং ফলে রাজশক্তির কাজ অপেক্ষা শাসনশক্তির কাজে বিশেষ ইচ্ছার প্রভাব অনেক বেশী; কারণ, প্রায় সব সময়ে প্রত্যেক ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর শাসনতন্ত্রের কোন না কোন কাজের ভার ন্যস্ত থাকে; অপরপক্ষে পৃথক ভাবে

ধরিলে কোন নাগরিকের হাতে রাজশক্তির কাজের কোনই ভার থাকে না। অধিকন্তু, কোন রাষ্ট্রের যত বিস্তার হয় তাহার প্রকৃত শক্তিও তত বৃদ্ধি পায়, যদিও এরূপ শক্তি বৃদ্ধি বিস্তারের অনুপাতে কখনও ঘটে না ; কিন্তু রাষ্ট্র একইরূপ থাকিলে ম্যাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা যথেচ্ছা বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু ফলে শাসনকর্ত্তৃপক্ষের প্রকৃত শক্তি বিশেষ বাড়ে না ; কারণ, এই শক্তি রাষ্ট্রের শক্তি এবং তাহার পরিমাণ সর্ব্বদা সমান থাকিয়া যায়। এই প্রকারে শাসনকর্ত্তৃপক্ষের অনাপেক্ষিক বা প্রকৃত শক্তি বাড়ে না, কিন্তু তাহার আপেক্ষিক শক্তি বা সক্রিয়তা কমিয়া যায়।

অধিকন্তু, ইহাও ঠিক যে যত বেশী লোকের হাতে কাজের ভার দেওয়া যায় কাজের গতি তত ঢিলা হয় ; বেশী হিসাবী হইতে গিয়া দৈবের উপর যতখানি ছাড়িয়া দেওয়া প্রয়োজন তাহা দেওয়া হয় না ; উপযুক্ত সময় বহিয়া যাইতে দেওয়া হয় এবং বাদানুবাদের প্রাবল্যে প্রায়ই কাজের ফল হাতছাড়া হইয়া যায়।

আমি এইমাত্র প্রমাণ করিলাম যে ম্যাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয় শাসনশক্তি তত শিথিল হইয়া পড়ে এবং ইতি-পূর্ব্বে আমি দেখাইয়াছি যে লোকসংখ্যা যত বৃদ্ধি হয়, নিয়ন্ত্রণের শক্তিও তত বেশী হওয়া উচিত। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে শাসনশক্তির সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটগণের সম্বন্ধ, রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাগণের সম্বন্ধের ঠিক বিপরীত হওয়া উচিত ; অর্থাৎ

রাষ্ট্রের যত বিস্তার হইবে শাসনশক্তির আপনাকে তত সঙ্কুচিত করিতে হইবে যাহাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে শাসন-কর্ত্তার (chefs) সংখ্যাও কমিয়া যায়।

অধিকন্তু, আমি এখানে শাসনশক্তির সাধুতার কথা বলিতেছি না, তাহার আপেক্ষিক শক্তির কথাই বলিতেছি; কারণ, অপরপক্ষে, ম্যাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা যত বেশী হইবে সমবায়িক ইচ্ছা তত সাধারণ ইচ্ছার দিকে অগ্রসর হইবে; কিন্তু আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে একমাত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে, এই সমবায়িক ইচ্ছাই বিশেষ ইচ্ছাতে গিয়া দাঁড়ায়। এই প্রকারে একদিকে যাহা লাভ হয় অন্যদিকে তাহা নষ্ট হয়, এবং ব্যবস্থাকর্ত্তার কৌশল এইখানে যে তাঁহাকে বুঝিয়া বাহির করিতে হইবে এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের শক্তি ও ইচ্ছা—যাহাদের মধ্যে বিপরীত অনুপাতের সম্বন্ধ সর্ব্বদা বর্ত্তমান, সেই শক্তি ও ইচ্ছা রাষ্ট্রের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক হয় পরস্পরের সঙ্গে এইরূপ সম্বন্ধে মিলিত হইতে পারে।

৩য় অধ্যায়

শাসনতন্ত্রের শ্রেণী বিভাগ

আমরা পূর্ব্বের অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে যে পরিমাণ সভ্য লইয়া শাসনশক্তি গঠিত হয় কি কারণে তাহাদের সংখ্যা

অনুসারে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন শ্রেণী বা প্রকারের ভিতরে পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হয়; এ অধ্যায়ে দেখিতে হইবে কি ভাবে এই পার্থক্য আসিয়াছে।

প্রথমতঃ, রাজশক্তি শাসনকর্ত্তৃত্বের ভার সমস্ত জাতি বা জাতির অধিকাংশের উপর ন্যস্ত করিতে পারে; তাহার ফলে ব্যক্তিমাত্র হিসাবে সাধারণ নাগরিক অপেক্ষা নাগরিক-ম্যাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা অধিক হইবে। এই প্রকারের শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্র (démocratie) নাম দেওয়া হয়।

অথবা সে শাসনকর্ত্ত্বকে গুটাইয়া অল্প সংখ্যক লোকের হাতে দিতে পারে, তাহার ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা সাধারণ নাগরিকের সংখ্যা অধিক হইবে; এই প্রকারের শাসনতন্ত্রের নাম অভিজাত-তন্ত্র (aristocratie)।

শেষতঃ, সে সমস্ত শাসনকর্ত্ত্ব একমাত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে কেন্দ্রীভূত করিতে পারে; তাহার ফলে তাহার হাত হইতে আর সকলে তাহাদের ক্ষমতা পাইবে। এই তৃতীয় প্রকারের শাসনতন্ত্র অত্যন্ত সাধারণ এবং ইহার নাম রাজতন্ত্র (monarchie)।

ইহা বলা প্রয়োজন যে এই কয়েক প্রকার শাসনতন্ত্রেরই অন্ততঃপক্ষে প্রথম দুই প্রকারের শাসনতন্ত্রের ক্রমভেদ হইতে পারে এবং এই ক্রমভেদ অনেকদূর যাইতে পারে; কারণ, গণতন্ত্র সমস্ত জাতি লইয়াও হইতে পারে অথবা জাতির অর্দ্ধেকের মধ্যেও সীমাবদ্ধ হইতে পারে। অভিজাত-তন্ত্রের

বেলাতেও উহা অর্দ্ধেক জাতি হইতে অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা কম সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইতে পারে। এমন কি রাজতন্ত্রের ভিতরেও ভাগ চলিতে পারে। রাষ্ট্র-গঠনব্যবস্থা অনুসারে স্পার্টায় সব সময়ে দুইজন রাজা ছিল; আর রোমক-সাম্রাজ্যে এককালে আটজন পর্য্যন্ত সম্রাট দেখা গিয়াছে কিন্তু সে জন্য যে সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল একথা বলা চলে না। তাহা হইলে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে প্রত্যেক প্রকারের শাসনতন্ত্র পরবর্ত্তী প্রকারের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং দেখা যায় যে তিনটি মাত্র নামের অধীনে শাসনতন্ত্র প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রের ভিতর যত সংখ্যক নাগরিক আছে তত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে।

আরও বেশী রূপ ধারণ করিতে পারে; একই শাসনতন্ত্র কতকগুলি বিষয়ে আবার নানা উপবিভাগে পুনর্ব্বিভক্ত হইয়া একটি এক রকমে অপরটি অন্য রকমে শাসিত হইতে পারে; ফলে উক্ত তিনটি শ্রেণী মিলিত হইয়া বহুসংখ্যক মিশ্র শ্রেণীর উৎপত্তি ঘটাইতে পারে যাহাদের প্রত্যেকটিকে সমস্ত অমিশ্র শ্রেণীর দ্বারা গুণ করা চলে।

সকল যুগেই কি প্রকারের শাসনতন্ত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহা লইয়া বিস্তর তর্ক দেখা যায়, কিন্তু একথা বিবেচনা করা হয় না যে কোন কোন ক্ষেত্রে সকল প্রকার শাসনতন্ত্রের প্রত্যেকটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহাই আবার সর্ব্বনিকৃষ্ট।

যদি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে সর্ব্বোচ্চ ম্যাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা নাগরিকগণের বিপরীত অনুপাতে হয় তাহা হইলে মোটামুটি দেখা যাইবে যে ক্ষুদ্র আকারের রাষ্ট্রের পক্ষে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ও মধ্যম আকারের পক্ষে রাজতান্ত্রিক শাসমতন্ত্র উপযোগী হয়। এই নিয়ম মূলনীতি হইতে সাক্ষাৎ প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু যে অসংখ্য ঘটনার সমাবেশে ইহার ব্যত্যয় ঘটায় তাহা কি ভাবে নির্ণয় করা যায়?

৪র্থ অধ্যায়

গণতন্ত্র

যিনি ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন করেন তিনিই কিরূপে উহা ব্যাখ্যা ও কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে অন্য লোক অপেক্ষা তাহা ভাল জানেন। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে যে-রাষ্ট্র-গঠনব্যবস্থায় ব্যবস্থাপক ক্ষমতার সঙ্গে কার্য্যকরী ক্ষমতার সংযোগ আছে তাহা অপেক্ষা ভাল রাষ্ট্র-গঠনব্যবস্থা আর হইতে পারে না; কিন্তু ঠিক এই কারণেই কতকগুলি বিষয়ে এই প্রকার শাসনতন্ত্রের অভাব থাকিয়া যায়. কারণ, যে সকল বিষয়ে পাথর্ক্য রাখা দরকার তাহা রাখা হয় না, এবং শাসনকর্ত্তা ও রাজশক্তি একই ব্যক্তি হইয়া দাঁড়ায় বলিয়া, বলা যায় যে উহার ফলে বিনা শাসনতন্ত্রে শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

যে ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন করে তাহার পক্ষে উহা ব্যবহার করা ভাল নয়, আর জনসাধারণের পক্ষেও তাহাদের মনোযোগ ব্যাপক দৃষ্টির দিক হইতে সরাইয়া বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে দেওয়া ভাল নয়। সাধারণ সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভাব অপেক্ষা অনিষ্টজনক আর কিছু নাই ; এবং শাসনশক্তির দ্বারা আইনের অপব্যবহারের দরুণ যে অনিষ্ট হয় তাহা অপেক্ষা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিবার অনিবার্য্য ফল স্বরূপ ব্যবস্থাকর্ত্তার যে অসাধুতা দোষ ঘটে তাহার ফলে অধিকতর অনিষ্ট হয়। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভিতরের বস্তুর পরিবর্ত্তন হয় এবং সমস্ত সংস্কার অসম্ভব হইয়া পড়ে। যে জাতি কখনও শাসনকর্ত্তৃত্বের অপব্যবহার করে না সে কখনও স্বাধীনতারও অপব্যবহার করে না, যে জাতি বরাবর সুশাসন করিতে পারে তাহাকে আর শাসন করিবার দরকার করে না।

কথাটির যথার্থ অর্থ ধরিলে বলা যায় যে প্রকৃত গণতন্ত্র কখনও ছিল না এবং ইহা কখনও হইবে না। * অধিক সংখ্যক লোক শাসন করিবে ও অল্প সংখ্যক লোক শাসিত হইবে, ইহা স্বাভাবিক ব্যবস্থার বিরোধী। ইহা কল্পনা করা যায় না যে

* মনে রাখিতে হইবে যে রুসো ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রের পক্ষে এবং ডেপুটি বা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত ব্যবস্থাপক পরিষদের দ্বারা রাজশক্তির (sovereign) অধিকার পরিচালনার বিপক্ষে। সাধারণ-তান্ত্রিক শাসন রুসোর অভিমত এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য—২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়। (অনুবাদক)

সমস্ত জাতি সাধারণ কার্য্যসমূহ নিষ্পন্ন করিবার জন্য সর্ব্বদা দলবদ্ধ হইয়া থাকিবে, এবং ইহা সহজেই বুঝা যায় যে শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন না করিয়া জাতি এজন্য কোন বৈঠক (Commission) নিযুক্ত করিতে পারে না।

বাস্তবিক পক্ষে, আমি সাহস করিয়া এই সূত্র প্রতিপাদন করিতে পারি যে কতকগুলি ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যে শাসনশক্তির কার্য্যগুলি ভাগ করিয়া দিলে শীঘ্র বা বিলম্বে হউক সংখ্যালঘিষ্ঠদল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা হস্তগত করিবে, হয়ত কেবল কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করিবার সুবিধা হয় বলিয়াও এরূপ হইতে পারে; এবং এই উপায়ে ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িবে।

তাহা ছাড়া এই প্রকারের শাসনতন্ত্রের পক্ষে যেগুলি সম্মিলিত করা কঠিন এরূপ কত না জিনিষের প্রয়োজন! প্রথমতঃ চাই অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যেখানে সমস্ত লোককে সহজেই একত্র করা যায় এবং প্রত্যেক নাগরিক অনায়াসে অপর সকলকে জানিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, আচারব্যবহারের সারল্য, যাহার ফলে কাজকর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধি ও জটিল সমস্যার উদ্ভব হওয়া নিবারিত হইতে পারে; তারপর, পদ ও ঐশ্বর্য্যের ভিতরে অনেকখানি সমতা, যাহার অভাবে অধিকার ও প্রভুত্বের ভিতরে সাম্য বেশীদিন থাকিতে পারে না; শেষতঃ, অতি সামান্য বিলাসিতা বা সব রকম বিলাসিতার অভাব কারণ, হয় বিলাসিতা ঐশ্বর্য্যের ফল, অথবা বিলাসিতা

ঐশ্বর্য্যকে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলে ; উহা একই কালে ধনী এবং দরিদ্রকে কলুষিত করে, একজনকে ভোগের দ্বারা অপরকে লোভের দ্বারা ; উহা স্বদেশকে আরামপ্রিয়তা (mollesse) ও আত্মম্ভরিতার নিকট বিক্রয় করে, উহা রাষ্ট্রের নিকট হইতে সমস্ত নাগরিককে সরাইয়া লইয়া তাহাদিগকে পরস্পরের গোলামে এবং সকলকে লোকমতের গোলামে পরিণত করে।

এই কারণেই জনৈক বিখ্যাত গ্রন্থকার সদগুণকে (vertu) সাধারণ-তন্ত্রের মূলনীতি বলিয়া খাড়া করিয়াছেন (১); কারণ, সদ্‌গুণ ছাড়া এই সকল জিনিস থাকিতে পারে না ; কিন্তু যে সকল পার্থক্য নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন তাহা না করাতে উক্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তির বক্তব্যে প্রায়ই বিশুদ্ধতার, কখন কখন স্পষ্টতার অভাব ঘটিয়াছে এবং তিনি ধরিতে পারেন নাই যে শাসনশক্তির প্রভুত্ব সর্ব্বত্র একরূপ বলিয়া প্রত্যেক সুব্যবস্থিত রাষ্ট্রে একই মূলনীতি বলবৎ থাকা উচিত ; তবে ইহা সত্য যে শাসনতন্ত্রের প্রকার ভেদে উহার কম বেশী হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত আরও বলা যায় যে গণতান্ত্রিক বা প্রজা-তান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের মত এমন গৃহযুদ্ধ এবং অন্তর্বিপ্লবপ্রবণ আর কোন শাসনতন্ত্রই নয় ; কারণ, এমন আর কোন শাসনতন্ত্র

১। Esprit de Lois liv. III. Chap. III. (Ed.)

নাই যাহা স্বীয় রূপ বদলাইবার জন্য এমন নিরবচ্ছিন্ন ও প্রবল চেষ্টা করে ও যাহাকে স্বরূপে রাখিবার জন্য অধিকতর সতর্কতা ও সাহসের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করিয়া এইরূপ রাষ্ট্রগঠন-ব্যবস্থার অধীনে নাগরিককে বল ও একনিষ্ঠার দ্বারা আপনাকে শক্তিসম্পন্ন করিতে হয় এবং জীবনের প্রতিদিন অন্তরে অন্তরে জনৈক ধার্ম্মিক পালাটিন (Palatine) (১) পোলাণ্ডের ডিয়েটে (Diète) যেরূপ বলিয়াছিলেন সেইরূপ বলিতে হয়, Malo periculosam libertatem quam quietum servitium (আমি শান্তিপূর্ণ দাসত্ব অপেক্ষা বিপদসঙ্কুল স্বাধীনতা বেশী পছন্দ করি)।

যদি দেবগণের দ্বারা গঠিত কোন জাতি থাকিত, সেই জাতি গণতন্ত্রদ্বারা শাসিত হইতে পারিত। এমন নিখুঁত শাসনতন্ত্র মানুষের পক্ষে খাটে না।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

অভিজাত-তন্ত্র

এখানে আমরা দুইজন সম্পূর্ণ আলাদা নৈতিকসত্তাযুক্ত ব্যক্তি দেখিতে পাই, যথা, শাসনশক্তি ও রাজশক্তি ; কাজেই

১। Posen-এর Palatine, পোলাণ্ড রাজের পিতা, লোরেনের ড্যুক্।

দুইটি সাধারণ ইচ্ছা পাওয়া যাইতেছে, একটি সমস্ত নাগরিকের সঙ্গে সম্বন্ধের দরুণ ও অপরটি শুধু শাসনকর্তৃপক্ষ-গণের জন্য। তাহা হইলে দাঁড়ায় যে যদিও শাসনশক্তি তাহার আভ্যন্তরীণ নীতি ইচ্ছামত নিয়মিত করিতে পারে, প্রজাগণের সহিত কথা বলিতে হইলে সে রাজশক্তির নামে ছাড়া বলিতে পারে না; অর্থাৎ উক্ত প্রজাগণের নামেই পারে; এই কথা ভুলিলে চলিবে না।

আদিম সমাজসমূহ অভিজাত-তন্ত্রের দ্বারা আপনাদের শাসন কার্য্য চালাইত, পরিবারের প্রধানগণ আপনাদের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার সমূহের আলোচনা করিতেন। যুবকগণ নির্ব্বিবাদে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রভুত্ব মানিয়া লইত। ইহা হইতে "পুরোহিত", "প্রাচীনগণ", "সিনেট" "জেরঁত" (gérontes) * ইত্যাদি নামের উদ্ভব হয়। উত্তর আমেরিকায় অসভ্যগণ আমাদের কালেও এই প্রকারে আপনাদের শাসন কার্য্য চালায় এবং ভাল রকমেই চালায়।

কিন্তু যে পরিমাণে ব্যবস্থাবিধিজাত অসাম্য, স্বাভাবিক অসাম্যের উপর প্রবল হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে ধন বা ক্ষমতা (১) বয়সের উপরে স্থান পাইতে লাগিল এবং আভিজাত্য নির্ব্বাচন সাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। শেষকালে পিতার ক্ষমতা

* Gérontes—নির্ব্বোধ বৃদ্ধ, স্থবির। (অনুবাদক)

১। ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে Optimates কথাটি প্রাচীনগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বুঝাইত না, সর্ব্বাধিক ক্ষমতাপন্ন বুঝাইত।

তাঁহার সম্পত্তির সঙ্গে সন্তানে বর্ত্তিলে কতকগুলি পাট্রিসিয়ান পরিবার সৃষ্টি হইয়া শাসনকর্ত্তৃত্বকে পুরুষানুক্রমিক করিয়া তুলিল এবং কুড়ি বছরের সেনেটরও দেখা যাইতে লাগিল।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে তিন শ্রেণীর অভিজাত-তন্ত্র আছেঃ স্বাভাবিক, নির্ব্বাচিত ও পুরুষানুক্রমিক। প্রথমটি শুধু সরল জাতি সমূহের পক্ষে উপযোগী; তৃতীয়টি সকল শাসনতন্ত্রের মধ্যে অধম শ্রেণীর, দ্বিতীয়টি সর্ব্বোত্তম; প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকেই অভিজাত-তন্ত্র নাম দেওয়া যায়।

দুই প্রকারের শক্তির ভিতরে পার্থক্য বিচারের সুবিধা ছাড়াও ইহাতে সভ্যগণের মনোনয়নের সুবিধাটিও আছে; কারণ, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে সকল সভ্যই ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া জন্মে; কিন্তু ইহাতে অল্প-সংখ্যক ব্যক্তির ভিতরে উক্ত পদ সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাহারাও কেবল নির্ব্বাচনের দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারে (১); ইহাতে সাধুতা, বিচারবুদ্ধি,

---

১। ম্যাজিষ্ট্রেটগণের নির্ব্বাচন-পদ্ধতি আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন; কারণ, ইহা শাসনকর্ত্তার স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিলে পুরুষানুক্রমিক অভিজাততন্ত্রে পরিণত হওয়া নিবারণ করা অসম্ভব; ভিনিস ও বার্ণের সাধারণতন্ত্রে প্রকৃতই এইরূপ হইয়াছিল। এহেতু প্রথমটি অনেক দিন হইতেই বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রে দাঁড়াইয়াছে কিন্তু দ্বিতীয়টি সিনেটের বিশেষ বিজ্ঞতার ফলে বর্ত্তমান আছে; ইহা সাধারণ নিয়মের গৌরবজনক কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যতিক্রম স্বরূপ।

অভিজ্ঞতা এবং সাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য আর যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার সবগুলিই লোকের সুশাসিত হইবার পক্ষে জামিন স্বরূপ হইয়া থাকে।

অধিকন্তু, পরিষদের অধিবেশন বেশী সহজে সম্পন্ন হয়, কাজকর্ম্মের আলোচনা ভাল হয়, অধিক শৃঙ্খলা ও উদ্যমের সঙ্গে উহা নিষ্পন্ন হয়; এবং বহুসংখ্যক অপরিচিত বা উপেক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা সম্মানিত সেনেটরগণের দ্বারা বিদেশে রাষ্ট্রের সুনাম অধিক সুরক্ষিত হয়।

এক কথায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও স্বাভাবিক নিয়ম এই যে জ্ঞানবৃদ্ধগণ জনসাধারণকে শাসন করিবেন; অবশ্য ইহা নিশ্চিতরূপে জানা চাই যে তাঁহারা জনসাধারণের স্বার্থের জন্যই শাসন কার্য্য পরিচালনা করিবেন, আপনাদের লাভের জন্য নয়। নিরর্থক কার্য্যনির্ব্বাহকের সংখ্যা বাড়ান বা যে কাজ একশত নির্ব্বাচিত ব্যক্তি অনেক ভাল করিয়া করিতে পারে তাহার জন্য বিশ হাজার লোকের নিয়োগ অনাবশ্যক। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে এখানে সমবায়িক স্বার্থ সাধারণের শক্তিকে কম পরিমাণে সাধারণ ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা করিতে আরম্ভ করে এবং অপর একটি অনিবার্য্য প্রবৃত্তি আইনের কার্য্যকরী ক্ষমতার কতকাংশ হরণ করে।

ব্যক্তিগত সুবিধার দিক হইতে বলা যায় যে রাষ্ট্র এরূপ ক্ষুদ্র হইবে না, বা জাতি এত সরল এবং সৎ হইবে না যে

আইনের প্রয়োগ, যেমন উত্তম গণতন্ত্রে দেখা যায় সেইরূপে, সাক্ষাৎভাবে সাধারণ ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হয়। আবার জাতি এত বৃহৎ হইবে না যে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত শাসকগণ (les chefs) শাসন করিবার জন্য নিজ নিজ বিভাগে রাজশক্তি (souverain) সাজিয়া বসিতে পারে এবং প্রথমে আপনাদিগকে স্বাধীন করিয়া লইয়া পরে প্রভু হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র অপেক্ষা অভিজাততান্ত্রিক শাসনতন্ত্র চালাইতে কম গুণের আবশ্যক হইলেও উহার জন্য বিশেষ করিয়া আবশ্যক কতকগুলি গুণের প্রয়োজন হয়, যেমন ধনবানের পক্ষে সংযম ও দরিদ্রের পক্ষে সন্তোষ; কারণ, দেখা যায় যে তেমন কঠোর সাম্য স্থায়ী হইতে পারে না; এমন কি স্পার্টাতেও উহা মানা হইত না।

অধিকন্তু, যদিও এই প্রকারের শাসনতন্ত্রের দরুণ ধনের ব্যাপারে কিছু অসাম্য ঘটিয়া থাকে তথাপি ইহাকে ভালই বলিতে হইবে এই কারণে যে এতদ্দ্বারা যাহারা সাধারণের কার্য্যে সমস্ত সময় দিতে অপর সকলের অপেক্ষা অধিক সমর্থ তাহাদের হাতে সাধারণতঃ উহা পরিচালনার ভার দেওয়া যায়; কিন্তু ইহার কারণ এই নয় যে ধনীদিগকে সর্ব্বদা সকলের উপরে স্থান দিতে হইবে, যে কথা আরিষ্টটল বলেন (১)।

১। রুসো আরিষ্টটলের যথার্থ মত উদ্ধৃত করেন নাই। আরিষ্টটলের Politique liv. III., chap XIV, এবং liv IV chap. X এবং XI দেখ (Ed.)

বরং ইহা প্রয়োজন যে অন্য প্রকার মনোনয়ন হইতে লোকে মাঝে মাঝে এই শিক্ষা পাইবে যে ধনসম্পদ অপেক্ষা মানুষের সদ্‌গুণের মধ্যেই মনোনয়নের প্রকৃষ্ট কারণ রহিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজতন্ত্র

এ পর্য্যন্ত আমরা শাসনকর্ত্তাকে (প্রিন্স) ব্যবস্থাবিধির বলে একীকৃত ও রাষ্ট্রের ভিতরে কার্য্যকরী ক্ষমতার ন্যাস-রক্ষক স্বরূপ নৈতিকসত্তাযুক্ত ও সমষ্টিগত ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে এই ক্ষমতার কথা, যখন উহা একজন প্রকৃত ব্যক্তি, একজন বাস্তব মানুষের হস্তগত হয় এবং একমাত্র তাহারই ব্যবস্থাবিধি অনুযায়ী ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার থাকে। এই ব্যক্তিকে রাজা বলা হয়।

যেখানে অন্যান্য শাসনতন্ত্রে সমষ্টি ব্যক্তির স্থান অধিকার করে সেখানে এই প্রকারের শাসনতন্ত্রে ব্যক্তি বিশেষই সমষ্টির স্থান অধিকার করে। ইহার ফলে যে নৈতিক ঐক্য রাজার উৎপত্তির কারণ তাহা দৈহিক ঐক্যও বটে এবং অপর ক্ষেত্রে ব্যবস্থাবিধিকে চেষ্টা করিয়া যে সকল বৃত্তির সমাবেশ করিতে হয় এক্ষেত্রে সেগুলি স্বাভাবিক ভাবেই মিলিত হয়।

এই প্রকারে জাতির ইচ্ছা ও শাসনকর্ত্তার (প্রিন্স) ইচ্ছা, রাষ্ট্রের সাধারণশক্তি ও শাসনকর্ত্তৃত্বের বিশেষ শক্তি সমস্ত একই চালক শক্তির দ্বারা চালিত হয়, যন্ত্রের তাবৎ স্প্রিং একই হাতে থাকে, সমস্ত এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয় ; পরস্পর-ধ্বংসী কোন বিরোধী আন্দোলন থাকে না ; এবং আর কোন প্রকার রাষ্ট্রগঠন-ব্যবস্থার কল্পনা করা যায় না যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম চেষ্টা অপেক্ষাকৃত বেশী কার্য্য করা যাইতে পারে। ধীরচিত্তে তীরে উপবিষ্ট হইয়া আর্কেমিডিস (Archimedis) অক্লেশে সমুদ্রে ভাসমান বৃহৎ তরী টানিতেছেন, এই চিত্র আমার কাছে আপন কক্ষে বসিয়া বৃহৎ রাজ্য পরিচালনায় রত ও স্বয়ং স্থির থাকিয়া সকলকে চালাইতে তৎপর বুদ্ধিমান রাজার আদর্শরূপে প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা শক্তিশালী শাসনতন্ত্র যদি নাই থাকে তবে ইহাও সত্য যে আর কোন প্রকারের শাসনতন্ত্রে বিশেষ ইচ্ছা বেশী প্রভুত্ব করিতে ও বেশী সহজে আর সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না ; সমস্ত এক লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হয়, ইহা সত্য ; কিন্তু সে লক্ষ্য সাধারণের সুখ নয় ; আর শাসনের গতিও সর্ব্বদা রাষ্ট্রের অপকারের দিকে চলে।

রাজন্যবর্গ নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী হইতে চান এবং দূর হইতে সচীৎকারে তাঁহাদিগকে বলা হয় যে সেরূপ হইবার শ্রেষ্ঠ উপায় আপনাদিগকে জনপ্রিয় করা। এ তথ্যটি অতি

চমৎকার এবং কোন কোন দিক দিয়া দেখিলে অতি সত্য বটে; দুঃখের বিষয় রাজদরবারে ইহা চিরকাল উপহাসের বিষয়। লোকপ্রীতি হইতে যে ক্ষমতা পাওয়া যায় তাহা নিঃসন্দেহে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; কিন্তু ইহা অনিশ্চিত ও অবস্থা-সাপেক্ষ, রাজন্যবর্গ ইহা লইয়া কখনও সন্তুষ্ট থাকিবেন না। শ্রেষ্ঠ রাজগণ চাহেন যে খুশী হইলে তাঁহাদের দুর্বৃত্ত হইবার ক্ষমতা থাকিবে কিন্তু প্রভুত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন না। রাষ্ট্রতত্ত্বের উপদেষ্টা যত ইচ্ছা তাঁহাদের বলিতে পারেন যে প্রজার শক্তিতেই যখন তাঁহাদের শক্তি তখন প্রজাগণ যাহাতে সমৃদ্ধিসম্পন্ন, সংখ্যায় বেশী ও শক্তিমান হয় তাহাতেই তাঁহাদের স্বার্থ; তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন যে উহা সত্য নয়। তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রথমতঃ যাহাতে প্রজাগণ দুর্ব্বল ও দুরবস্থাগ্রস্ত হয় এবং কখনও তাঁহাদিগকে বাধা দিতে না পারে। আমি মানি যে প্রজাগণ সর্ব্বদা সম্পূর্ণ বশে থাকিলে, প্রজা যাহাতে শক্তিশালী হয় তাহাই রাজার স্বার্থ হইতে পারিত; কারণ, সে শক্তি তাঁহারই শক্তি বলিয়া প্রতিবেশীদিগের কাছে তিনি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া দাঁড়াইতেন; কিন্তু এ স্বার্থ গৌণ ও অপ্রধান এবং ঐ দুইটি জিনিস একত্র থাকে না; কাজেই ইহা স্বাভাবিক যে রাজন্যবর্গ চিরকাল যে সত্য সাক্ষাৎভাবে আপনাদের উপকারী তাহার প্রতি সমধিক আদর দেখাইবেন। এই কথাটি সামুয়েল হিব্রু-গণকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন; মাকিয়াভেলী (Macchia-

velli) ইহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। রাজন্যবর্গকে উপদেশ দিবার ছলে তিনি প্রজাবর্গকেই পরামর্শ দিয়াছেন। মাকিয়াভেলীর (১) *Le Prince* সাধারণতন্ত্রীগণের জন্য।

আমরা সাধারণ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে দেখিয়াছি রাজতন্ত্র কেবল বৃহদাকার রাষ্ট্রের পক্ষেই উপযোগী, এবং উহা পরীক্ষা করিবার কালেও পুনরায় তাহাই দেখিতে পাইব। সাধারণ শাসন-পরিচালক সংখ্যায় যত বেশী হইবে প্রজা ও রাজার মধ্যকার সম্বন্ধের পরিমাণ তত হ্রাস পাইবে ও সাম্যের দিকে তত অগ্রসর হইবে, এই ভাবেই গণতন্ত্রে এই সম্বন্ধ এককে (un) বা সাম্যে দাঁড়াইবে। শাসনকর্তৃত্ব যত গুটান হয় এই সম্বন্ধের পরিমাণ তত বেশী হয় এবং শাসনভার যখন

১। মাকিয়াভেলী যোগ্য ব্যক্তি ও যোগ্য নাগরিক ছিলেন; কিন্তু মেডিচিগণের রাজ সভার সহিত সম্বন্ধ থাকাতে, স্বদেশের ভিতরে অত্যাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি স্বকীয় স্বাধীনতা-প্রেম প্রচ্ছন্ন রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতি ঘৃণার্হ ব্যক্তিকে (সিজার বর্জ্জিয়া) নায়ক রূপে গ্রহণ করাতেই তাঁহার গুপ্ত উদ্দেশ্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়; তাঁহার *Prince* ও *Discours sur Tite Live* এবং *Histoire de Florence*-এ কথিত তত্ত্বসমূহের মধ্যে পরস্পরের অনৈক্য থাকায় প্রমাণ হয় এই প্রগাঢ় রাষ্ট্রতাত্ত্বিক এ পর্য্যন্ত কেবল পল্লবগ্রাহী বা বিকৃতরুচি পাঠক পাইয়াছেন। রোম-দরবার কঠোরভাবে ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেয়। কথাটা খুব বিশ্বাস যোগ্য; কারণ ইহাতে অতি স্পষ্টভাবে উক্ত দরবারই চিত্রিত হইয়াছে।

এক জনের হাতে আসে তখন উহা সর্ব্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। সে অবস্থায় রাজা ও প্রজার মধ্যকার ব্যবধান অত্যন্ত বেশী হয় এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সংযোগ থাকে না। এই সংযোগের জন্য আবশ্যক কতকগুলি মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী; রাজন্যবর্গ, বড় বড় ব্যক্তি ও অভিজাত সম্প্রদায়ের দ্বারা ঐ সকল শ্রেণী গঠিত হয়। কিন্তু ইহার কিছুই ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রের উপযোগী নয়, এবং এই রকম শ্রেণী থাকিলে উহা ধ্বংস হয়।

কিন্তু যদি বৃহদাকার রাষ্ট্র সুশাসন করা কঠিন হয় তবে এক ব্যক্তির দ্বারা উহা সুশাসিত হওয়া আরও কঠিন; এবং সকলেই জানেন যে রাজা আপনার স্থানে অন্যান্য লোক আনিয়া বসাইলে কি ব্যাপার হয়।

রাজতান্ত্রিক শাসনের একটি মজ্জাগত ও অনিবার্য্য দোষ, যাহার জন্য উহা চিরকাল গণতান্ত্রিক শাসনের নীচে স্থান পাইবে, এই যে শেষোক্ত প্রকারের শাসনতন্ত্রে জনসাধারণের অভিমত প্রায় সবক্ষেত্রেই ভূয়োদর্শী ও উপযুক্ত ব্যক্তিগণকেই সর্ব্বোচ্চ আসনগুলিতে বসায় এবং তাঁহারা সেগুলি সগৌরবে পূর্ণ করেন; কিন্তু রাজতান্ত্রিক শাসনে যাহারা এতদূর উঠে তাহারা প্রায় সবক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র আহাম্মক, ক্ষুদ্র প্রবঞ্চক এবং ক্ষুদ্র ঘোঁটপ্রিয় ব্যক্তিমাত্র; যে অতি সামান্য প্রতিভার জোরে রাজদরবারে তাহারা সর্ব্বোচ্চ পদগুলিতে আরোহণ করে, ঐরূপ উচ্চপদে আরোহণ করিবার পরেই তাহা কেবল লোকসমক্ষে তাহাদের অনুপযুক্ততা প্রমাণ করিয়া দেয়।

রাজা অপেক্ষা জনগণ এইরূপ পছন্দ করিবার কাজে প্রায় খুব কম সময়েই ভুল করে ; আর মন্ত্রীপদে প্রকৃত যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যেমন দুর্ল্লভ সাধারণতান্ত্রিক শাসনের শিখরে নির্ব্বোধ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া তেমনি দুর্ল্লভ। যখন সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা শাসন করিতেই জন্মিয়াছেন এইরূপ কোন ব্যক্তি, সৌখীন শাসনকর্ত্তার (jolis régisseurs) ভিড়ের চাপে অধোগামী রাজ্যের হাল ধরেন তখন লোকে তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায় এবং দেশে একটা নবযুগের প্রবর্ত্তন হয়।

রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুশাসিত হইতে হইলে তাহার আয়তন ও বিস্তৃতি, শাসনভার যাঁহার হাতে আছে তাঁহার সামর্থ্যের অনুযায়ী হওয়া উচিত। রাজ্য জয় করা রাজ্য শাসন করা অপেক্ষা সহজ। যথেষ্ট লম্বা ভারোত্তোলন দণ্ডের (levier) সাহায্যে একটি আঙ্গুলের দ্বারা সমস্ত দুনিয়া নড়াইয়া দেওয়া যায় ; কিন্তু তাহার ভার বহন করিবার জন্য হারকুলেসের (Hercules) মত স্কন্ধ প্রয়োজন। কোন রাষ্ট্র যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার রাজা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাহার পক্ষে খুব ছোট। অপরপক্ষে, যখন কোন রাষ্ট্র তাহার শাসনকর্ত্তার পক্ষে অত্যন্ত ছোট হয়, যদিও সেটা কদাচ দেখা যায়, সেক্ষেত্রেও উহা সুশাসিত হয় না ; কারণ, শাসনকর্ত্তা সর্ব্বদা নিজের বড় বড় কল্পনার অনুসরণ করিতে যাইয়া প্রজার স্বার্থ ভুলিয়া যান এবং প্রতিভার অভাব বশতঃ অনেক

শাসনকর্ত্তা প্রজাদের যতখানি দুরবস্থা ঘটান, নিজের প্রচুর প্রতিভার অপব্যবহার দ্বারা তিনিও বড় তাহার কম যান না। তাহা হইলে বলা চলে যে কোন রাজ্যের রাজার সামর্থ্যের কমবেশী অনুসারে প্রতি রাজত্বকালে রাজ্যের বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত হওয়া দরকার; কিন্তু সিনেটের প্রতিভার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে রাষ্ট্রের সীমা স্থায়ী হয় এবং শাসন কার্য্যও মন্দ চলে না।

এক কর্ত্তার শাসনের সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট অনুভূত অসুবিধা অবিচ্ছিন্ন উত্তরাধিকারের অভাব; এই অভাব না থাকার দরুণ অন্য দুই প্রকার শাসনতন্ত্রে একটা অব্যাহত ঐক্যের ধারা থাকিয়া যায়। এক রাজার মৃত্যু হইলে আরেকজনের দরকার; নির্ব্বাচন করিয়া লইতে যে সময় প্রয়োজন সেই সময় বিপজ্জনক; তখন অনেক ঝড় ঝাপটার আবির্ভাব হয়; এবং নাগরিকগণের যদি সেরূপ নিঃস্বার্থপরতা ও সাধুতা না থাকে, অবশ্য এই প্রকারের শাসনে তাহার কদাচ সাক্ষাৎ মিলে, তাহা হইলে ঘুষের দরবার ও অনাচার (la brigue) প্রবল হয়। রাষ্ট্র যাহার কাছে আপনাকে বিক্রয় করিয়াছে সে সুযোগ পাইয়া রাষ্ট্রকে বিক্রয় করিবে না ও ক্ষমতাশালী লোকেরা তাহার কাছে যে টাকা বলপূর্ব্বক আদায় করিয়াছে দুর্ব্বলের নিকট তাহা আদায় করিবে না, ইহা হওয়া কঠিন। এরূপ শাসনাধীনে শীঘ্র বা বিলম্বে হউক প্রত্যেকেই অর্থ-লিপ্সু হইয়া উঠে এবং সে অবস্থায় রাজার অধীনে লোকে

যে শান্তি ভোগ করে তাহা রাজাহীন অবস্থার অশান্তি অপেক্ষাও খারাপ।

এই প্রকারের অনাচার নিবারণের জন্য কি করা হইয়াছে? কয়েকটি পরিবারের ভিতরে রাজমুকুট পুরুষানুক্রমে অধিকার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং রাজার মৃত্যুর পর বিবাদবিসম্বাদ নিবারণের উদ্দেশ্যে উত্তরাধিকারের একটা পর্য্যায় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে; অর্থাৎ, নির্ব্বাচনের অসুবিধার স্থানে রাজপ্রতিনিধির দ্বারা শাসনের অসুবিধা ডাকিয়া আনিয়া লোকে সুশাসনের জায়গায় একটা বাহ্যিক শান্তি মাত্র চাহিয়াছে এবং উত্তম রাজার নির্ব্বাচন লইয়া কলহ না করিয়া শিশু বা রাক্ষস (des monstres) বা নির্ব্বুদ্ধি (imbéciles) যে-কোন প্রকারের রাজা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিয়াছে। লোকে এ কথা বিবেচনা করে নাই যে এইভাবে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে গিয়া যে বিপদের ঝুঁকি তাহারা স্বীকার করে তাহার ফলে দৈবকে তাহারা আপনাদিগের প্রতিকূলই করিয়া থাকে। কোন লজ্জাকর কার্য্যের জন্য পিতা তিরস্কার করিলে পুত্র Dionysius যে উত্তর দেন সেটি ভারী জ্ঞানীর কথা; পিতা বলেন—"আমি কি তোমাকে এরূপ কার্য্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি? পুত্র উত্তর দেন,—না, কিন্তু তোমার পিতা ত রাজা ছিলেন না।" (১)

১। Plutarque *Dicts notables des roys et de grands capitanies* § 22. (Ed).

যাহাকে সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ভার দেওয়া হয়, সব কিছু মিলিয়া তাহার ন্যায়বুদ্ধি ও বিচারশক্তি হরণ করিবার চক্রান্ত করে। বলা হয় যে রাজবংশের যুবকগণকে রাজত্ব করিবার কৌশল শিখাইবার জন্য প্রভূত চেষ্টা করা হয়; কিন্তু মনে হয় না যে এই শিক্ষা তাহাদের উপকারে আসে। বরং তাহাদিগকে আদেশ পালন করিবার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইতে আরম্ভ করিলে ভাল হইত। ইতিহাস যে সকল শ্রেষ্ঠ রাজাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করে তাঁহাদের কেহই রাজ্যশাসন করিবার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হন নাই; রাজ্যশাসন করা এমন একটি বিজ্ঞান যে লোকে যখন ইহা অতিরিক্ত পরিমাণে শিক্ষা করে তখনই উহা সর্ব্বাপেক্ষা কম আয়ত্ত হয়; আর আদেশ করিবার অভ্যাস অপেক্ষা আদেশ পালন করিবার অভ্যাসের অনুশীলন দ্বারা ইহাতে বেশী জ্ঞান লাভ করা যায়। "Nam utilissimus idem ac brevissimus bonarum malarumque rerum delectus, cogitare quid aut nolueris sub alio principe, aut volueris." (১)

এই প্রকার সঙ্গতির অভাবের একটি ফল রাজতান্ত্রিক শাসনের চঞ্চলতা; যখন যে রাজা বা তাঁহায় স্থলাভিষিক্ত

১। Tacit, *Hist.* I. XVI.—

"কোনটা ভাল এবং কোনটা মন্দ ইহা বাহির করিবার শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষেপ উপায়, তোমার স্থানে আরেক জন সম্রাট হইলে, তুমি কি হইতে বা না হইতে দেখিতে চাহিতে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা।"

হইয়া যে সকল ব্যক্তি রাজ্য শাসন করেন তাঁহার বা তাঁহাদের স্বভাব অনুসারে, এখন একটা, তখন আরেকটা পরিকল্পনা অনুযায়ী শাসনকার্য্য নিয়মিত হওয়ার দরুণ দীর্ঘকালের জন্য শাসনের একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে না বা স্থির নীতি থাকে না ; এই পরিবর্ত্তনশীলতার ফলে রাষ্ট্র চিরকাল মত হইতে মতান্তরে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যান্তরে ভাসিয়া বেড়ায় ; ইহা অন্য যে যে প্রকার শাসনতন্ত্রে রাজার স্থায়ী পরিবর্ত্তন হয় না, সে সব ক্ষেত্রে দেখা যায় না। সাধারণতঃ আরও দেখা যায় যে রাজসভায় যদি ষড়যন্ত্রের বাড়াবাড়ি হয় সেক্ষেত্রে সিনেটে বেশী পরিমাণে বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় এবং সাধারণ তন্ত্রসমূহ অধিকতর স্থির ও জনপ্রিয় মতানুসরণ করিয়া আপনাদিগের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয় ; এদিকে মন্ত্রীসভার প্রত্যেক বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রেও একটি করিয়া বিপ্লব উপস্থিত হয় কারণ, সকল মন্ত্রীর ও প্রায় সকল রাজার বেলায় এই একই নীতি খাটিতে দেখা যায় যে তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ঠিক বিপরীত আচরণ করেন।

এই অসঙ্গতি হইতে রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রতত্ত্ববিদগণের মধ্যে সুপরিচিত একটি কুটতর্কের ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় ; এই কুটতর্ক কেবল রাষ্ট্রীয় শাসনকে পারিবারিক শাসনের সঙ্গে ও রাজাকে পরিবারের পিতার সঙ্গে তুলনা করা নয়, এই ভ্রম ইতিপূর্ব্বেই খণ্ডন করা হইয়াছে ; কিন্তু এই শাসনকর্ত্তার যে সকল সদ্‌গুণ থাকা প্রয়োজন তুই হাতে তদ্দারা তাঁহাকে

ভূষিত করা হয় ও রাজার যেরূপ হওয়া দরকার সর্ব্বদা তাঁহাকে সেইরূপ করিয়া খাড়া করা হয়; ইহা মানিয়া লইলে রাজতান্ত্রিক শাসন প্রত্যক্ষভাবে আর সকলপ্রকার শাসন অপেক্ষা বেশী কাম্য হইয়া দাঁড়ায়; কারণ, দেখা যায় যে উহাই অবিসংবাদী মতে শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন; আর সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতে হইলে উহার পক্ষে কেবল সাধারণ ইচ্ছার অধিকার অনুযায়ী সমবায়িক ইচ্ছা (volonté de corps) থাকা প্রয়োজন। কিন্তু প্লেটোর মতানুযায়ী (১) রাজ-প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি (le roi par nature) যদি অত্যন্ত দুর্লভ হয় তাহা হইলে ঐরূপ ব্যক্তিকে রাজমুকুট পরাইবার জন্য প্রকৃতি ও ভাগ্যের মধ্যে কতবারই বা যোগাযোগ ঘটিতে পারে? আর রাজ্যশাসন বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যদি উক্ত শিক্ষা দ্বারা বিকৃত হইতে পারে তাহা হইলে রাজ্যশাসনের জন্যই যাহারা শিক্ষিত এইরূপ ব্যক্তিপরম্পরা হইতেই বা কি আশা করা যায়? এক্ষেত্রে রাজতান্ত্রিক শাসনের সহিত উত্তম রাজা কর্ত্তৃক শাসনকে এক বলিয়া মনে করা একান্ত আত্মবঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়। এইপ্রকার শাসনের প্রকৃত রূপ কি তাহা দেখিতে হইলে দুষ্ট বা ক্ষুদ্রচেতা রাজার অধীনে শাসনের কি অবস্থা হয় সেইটি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে; কারণ, তাঁহারা হয় ঐ স্বভাব লইয়াই সিংহাসনে অধিরূঢ় হন অথবা সিংহাসন তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিয়া তুলে।

১। In the *Politicus*. (Eng. Translator).

এই সকল অসুবিধা আমাদের লেখকগণের নজর এড়ায় নাই, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা মোটেই বিব্রত বোধ করেন নাই। তাঁহাদের মতে ইহার প্রতিকার বিনা বাক্যব্যয়ে আজ্ঞাবহ হওয়া ; ঈশ্বর ক্রোধের বশে আমাদের ঘাড়ে দুষ্ট রাজা চাপাইয়া দেন এবং তাঁহার দেওয়া শাস্তি হিসাবে সে ভার আমাদের বহন করা উচিত। এরূপ তত্ত্বোপদেশ শিক্ষণীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি বুঝিতেছি না যে রাষ্ট্র-নীতির গ্রন্থ অপেক্ষা ইহা ধর্ম্মোপদেষ্টার আসনে বেশী মানায় কি না। কোন চিকিৎসক যদি আশ্বাস দেন যে তিনি অলৌকিক উপায়ে রোগ ভাল করিতে পারেন ও তাঁহার সমস্ত বিদ্যা যদি রোগীকে ধৈর্য্য ধরিতে উপদেশ দেওয়াতে পর্য্যবসিত হয় তাহা হইলে তাঁহাকে কি বলা যাইতে পারে ? অপকৃষ্ট শাসন ঘাড়ে চাপিলে তাহা সহ্য করিতে হইবে, লোকে তাহা ভালই জানে ; প্রশ্ন এই যে কি উপায়ে উৎকৃষ্ট শাসন পাওয়া যায়।

৭ম অধ্যায়

মিশ্র শাসনতন্ত্র।

যথার্থ কথা এই যে অমিশ্র শাসনতন্ত্র হইতে পারে না। একমাত্র শাসনকর্ত্তা হইলেও তাঁহার অধীনে আরও ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা আবশ্যক ; প্রজাতান্ত্রিক শাসন হইলেও

একজন প্রধান থাকা আবশ্যক। সুতরাং কার্য্যকরী ক্ষমতার বণ্টন ব্যাপারে সর্ব্বদা বেশী সংখ্যা হইতে ক্রমে কম সংখ্যা এইরূপ পর্য্যায় রহিয়াছে, পার্থক্য এই মাত্র যে সময়ে বেশী সংখ্যাকে কম সংখ্যার উপর নির্ভর করিতে হয়, সময়ে কম সংখ্যাকে বেশী সংখ্যার উপর নির্ভর করিতে হয়।

সময়ে সময়ে এই বণ্টনের অংশ সমান হইয়া থাকে। তখন বিভিন্ন দলকে পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, যেমন ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে দেখা যায়; অথবা, যখন প্রত্যেক দলের প্রভুত্ব অনন্যনির্ভরশীল কিন্তু সম্পূর্ণ, যেমন পোলণ্ডে দেখা যায়। শেষের প্রণালীটি ভাল নয়, কারণ, তাহার ফলে শাসনতন্ত্রের ভিতর কোন ঐক্য থাকে না এবং রাষ্ট্রের বন্ধন থাকে না।

অমিশ্র শাসনতন্ত্র ভাল না মিশ্র শাসনতন্ত্র ভাল? রাষ্ট্রতত্ত্ববিদগণের মধ্যে এই প্রশ্ন লইয়া বিস্তর তর্ক হইয়াছে এবং ইহার উত্তরে আমি ইতিপূর্ব্বে সকল প্রকারের শাসন তন্ত্রের আলোচনা কালে যাহা বলিয়াছি তাহাই বলিতে হইবে।

স্বতন্ত্রভাবে ধরিলে অমিশ্র শাসনতন্ত্র অমিশ্র বলিয়াই ভাল। কিন্তু কার্য্যকরী ক্ষমতা যদি ব্যবস্থাপক ক্ষমতার যথেষ্ট পরিমাণে অধীন না হয়, অর্থাৎ যদি রাজার সঙ্গে রাজ-শক্তির সম্বন্ধ, প্রজার সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ হয় তাহা হইলে শাসনকর্ত্তৃত্ব বিভাগের দ্বারা এই অসঙ্গতি দোষ

দূর করা কর্ত্তব্য ; কারণ, তাহা হইলে প্রজাগণের উপর সকল অংশের ক্ষমতার কম বেশী হইবে না এবং বিভক্ত হওয়ার ফলে সবগুলি মিলিয়াও রাজশক্তির তুল্য শক্তিমান হইতে পারিবে না।

ঐ অসুবিধা মধ্যবর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের দ্বারাও নিবারিত হইতে পারে ; তাহার ফলে শাসনের সমগ্রতা অব্যাহত থাকিবে এবং কার্য্যকরী ও ব্যবস্থাপক ক্ষমতার ভিতরে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া উভয়ের অধিকার সুরক্ষিত হইবে। এক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রকে অমিশ্র না বলিয়া পরিমিত (tempéré) বলিতে হইবে।

অন্যদিকের অসুবিধাও ঐ প্রকার উপায়েই দূর করা যাইতে পারে, এবং শাসন বেশী শিথিল হইয়া পড়িলে ট্রিবিউন্যাল নিযুক্ত করিয়া উহাকে কেন্দ্রীভূত করা যাইতে পারে। সকল গণতন্ত্রে এইরূপ করা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে শাসনশক্তিকে দূর্ব্বল করিবার জন্য তাহাকে বিভক্ত করা হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে করা হয় উহাকে সংহত করিবার জন্য ; কারণ, অমিশ্র শাসনতন্ত্রে শক্তি এবং দূর্ব্বলতার চরম দেখিতে পাওয়া যায়, আর মিশ্র শাসনতন্ত্রের ফলে মধ্যম রকমের শক্তি পাওয়া যায়।

৮ম অধ্যায়

সকল দেশের পক্ষে সকল রকম শাসনতন্ত্র উপযোগী নয়।

স্বাধীনতার ফল সকল আবহাওয়াতে জন্মে না, কাজেই সকল জাতির পক্ষে সুপ্রাপ্য নয়। মঁতেস্‌কুইয়ের (Montesquieu) এই কথাটি যত চিন্তা করা যায় তত ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়; যত ইহার প্রতিবাদ করা হয় তত নূতন নূতন প্রমাণের দ্বারা ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়।

দুনিয়ার সকল রকম শাসনতন্ত্রে সাধারণ ব্যক্তি শুধু গ্রহণ করে, কোন কিছু উৎপাদন করে না। এই গৃহীত বস্তু তাহা হইলে কোথায় হইতে আসে? সভ্যবৃন্দের পরিশ্রমের ফলে। সাধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি উৎপাদিত হয় অতিরিক্ত ব্যক্তিসমূহের দ্বারা। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে যতদিন মানুষ শ্রমের ফলে তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু পায় ততদিনই রাষ্ট্রীয়-সমাজ (l'Etat civil) থাকিতে পারে।

কিন্তু এই প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু পৃথিবীর সব দেশেই একরকম হইতে পারে না। কোথাও ইহার পরিমাণ বেশী, কোথাও মধ্যম রকমের, কোথাও কিছু নয় আবার কোথাও যাহা প্রয়োজন তাহারই অভাব। প্রয়োজন ও উৎপাদনের ভিতরকার এই সম্বন্ধ নির্ভর করে আবহাওয়ার উর্ব্বরাশক্তির

উপর, জমি বিবেচনায় যেরূপ শ্রমের দরকার, যেরূপ শস্যাদি হয়, দেশবাসিগণের শক্তি, তাহাদের ব্যবহারের জন্য আবশ্যক বস্তুর সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ এবং আরও অন্য যেসকল বিষয় লইয়া এই সম্বন্ধ গঠিত তাহাদের উপর।

অপর পক্ষে সকল শাসন এক প্রকৃতির নয়; কেহ কম কেহ বেশী খায়; এবং তাহাদের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি আরেকটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের প্রদত্ত কর উৎপত্তি স্থল হইতে যত দূরে যাইবে তত তাহা দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। ধার্য্য করের পরিমাণের দ্বারা ব্যয়ভারের পরিমাপ করিলে চলিবে না, যাহাদের হাত হইতে উহা সংগৃহীত হইয়াছে যে সকল পথে তাহাদের হাতে উহা ফিরিয়া যায় তদ্বারা উহার পরিমাপ করিতে হইবে। যদি এই সঞ্চালন ক্রিয়া দ্রুত ও সুনির্দ্দিষ্ট হয় তাহা হইলে কম বা বেশী দেওয়ায় আসে যায় না, জাতি সর্ব্বদা স্বচ্ছল অবস্থায় থাকে এবং অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালই বলা যায়। অপর পক্ষে জাতি যতই কম দেউক্ না কেন সেটুকু তাহার হাতে ফিরিয়া না আসিলে ক্রমাগত দিতে দিতে নিঃশেষ হইয়া যায়, রাষ্ট্রও কখন বিত্তশালী হইতে পারে না এবং জাতিও চিরকাল ভিক্ষুক থাকিয়া যায়।

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয়—প্রজা এবং শাসনের ভিতরের দূরত্ব যত বেশী হয় করভার তত দুর্ব্বহ হইয়া উঠে; এই প্রকারে গণ-তন্ত্রে প্রজার উপরে করের চাপ সর্ব্বাপেক্ষা কম

হইয়া থাকে ; অভিজাততন্ত্রে তদপেক্ষা বেশী হয় এবং রাজ-তন্ত্রে উহার ভার সর্ব্বপেক্ষা বেশী হয়। তাহা হইলে বুঝা যায় যে রাজতন্ত্র কেবল ঐশ্বর্য্য শালী জাতির পক্ষে, অভিজাত তন্ত্র আয়তন ও সম্পদে মধ্যম রকমের জাতির পক্ষে এবং গণতন্ত্র ক্ষুদ্র ও দরিদ্র জাতির পক্ষে উপযোগী।

প্রকৃত প্রস্তাবে এ সম্বন্ধে যত চিন্তা করা যায় ততই দেখা যায় যে স্বাধীন ও রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পার্থক্য এইখানে। প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রে সমস্তই সাধারণের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয় ; অপরগুলিতে সমষ্টি ও ব্যষ্টির শক্তি পরস্পরসাপেক্ষ ; একের বলক্ষয় দ্বারা অপরের বলবৃদ্ধি হয় এবং শেষে এই দাঁড়ায় যে প্রজাকে সুশাসনের দ্বারা সুখী করিবার পরিবর্ত্তে স্বৈরশাসন শাসন করিবার উদ্দেশ্যেই প্রজাকে দুরবস্থাগ্রস্থ করিয়া তুলে।

দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক দেশের জল বায়ুর অবস্থার ভিতরে এমন কতকগুলি স্বাভাবিক কারণ থাকে যাহা হইতে বলিয়া দেওয়া যায় জল বায়ুর ঐ অবস্থায় কিরূপ শাসন উপযোগী হইবে এবং দেশবাসী কিরূপ হইবে তাহাও বলিয়া দেওয়া যায়।

বন্ধুর এবং অনুর্ব্বরা যে সকল ভূমিখণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা মজুরী পোষায় না তাহা অনাবাদী ও পতিত পড়িয়া থাকা উচিত অথবা কেবল বন্য জাতির আবাসস্থল হওয়া উচিত ; যে সকল স্থানে পরিশ্রমের ফলে কোন প্রকারে

প্রয়োজন মাত্র মিটে সেখানে অসভ্য জাতি বাস করিবে; সেখানে সমস্ত শাসন প্রণালী ব্যর্থ হইবে; যে সকল স্থানে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ প্রয়োজন অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী সে সকল স্থান স্বাধীন জাতির পক্ষে উপযোগী; যেখানে জমি যথেষ্ট ও উর্ব্বরা এবং অল্প পরিশ্রমে প্রচুর দ্রব্য উৎপন্ন হয় সে স্থান রাজতন্ত্র দ্বারা শাসিত হওয়া দরকার যাহাতে প্রজার স্বচ্ছলতার অতিরিক্ত যাহা থাকে, রাজার বিলাসিতায় তাহা নিঃশেষ হইতে পারে; কারণ, এই বাহুল্য ব্যক্তিবর্গের উড়াইয়া দেওয়া অপেক্ষা শাসনশক্তির শোষণ করিয়া লওয়াই ভাল। ইহার ব্যতিক্রম আছে, আমি জানি; কিন্তু ব্যতিক্রমের দ্বারাই নিয়মের প্রতিষ্ঠা হয় এই হিসাবে যে শীঘ্র বা বিলম্বে হউক ঐ সকল ব্যতিক্রমের ফলে বিপ্লব উপস্থিত হইয়া সমস্ত কিছু স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া দেয়।

সাধারণ ব্যবস্থা ।।ধ হইতে যে সকল বিশেষ কারণের দ্বারা উহার ফল পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহাদের পার্থক্য সব সময়ে রক্ষা করা দরকার। সমস্ত দক্ষিণ দেশ সাধারণতন্ত্রে ও সমস্ত উত্তর দেশ স্বৈরশাসন-তন্ত্রে ব্যপ্ত হইলেও, এই সত্যের ব্যত্যয় হইবে না যে জলবায়ুর অবস্থার কথা ধরিলে গরম দেশের পক্ষে স্বৈরশাসন এবং ঠাণ্ডাদেশের পক্ষে অসভ্য-শাসন উপযোগী এবং সভ্যশাসন নাতিশীতোষ্ণ দেশের পক্ষে উপযোগী। আমি বুঝিতেছি যে এই মূলনীতি গৃহীত হইলেও ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে মতদ্বৈত হইতে পারে;

কেহ বলিতে পারেন যে কোন কোন ঠাণ্ডা দেশ বেশ উর্ব্বরা আবার কোন নাতিশীতোষ্ণ দেশ অত্যন্ত নীরস। কিন্তু যাহারা বিষয়টি সব দিক দিয়া দেখেন না কেবল তাঁহাদের পক্ষেই ইহা সমস্যা বটে। আমি ইতিপূর্ব্বে যে বলিয়াছি, পরিশ্রম, সামর্থ্য ও খরচ এই সবগুলিই হিসাবে ধরিতে হইবে।

দুইটি সমা'তন দেশের কথা ধরা যাউক, যাহাদের প্রথমটির উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পাঁচ ও দ্বিতীয়টির দশ। প্রথমটির দেশবাসীর খরচের পরিমাণ যদি চার ও দ্বিতীয়টির নয় হয়, তাহা হইলে প্রথমটির উৎপন্নের উদ্বৃত্ত ১/৫ ও দ্বিতীয়টির ১/১০ হইবে। এই দুই উদ্বৃত্ত অংশের অনুপাত সেক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের অনুপাতের বিপরীত হইবে এবং যাহার উৎপন্নের পরিমাণ পাঁচ সে দেশ হইতে যাহার উৎপন্নের পরিমাণ দশ সে দেশ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যাইবে।

কিন্তু এখানে দ্বিগুণ পরিমাণ উৎপন্নের কোন প্রশ্ন উঠিতেছে না এবং আমি মনে করি যে কেহ সাধারণতঃ ঠাণ্ডা দেশের উর্ব্বরতাকে গরম দেশের উর্ব্বরতার সঙ্গে সমান স্থান দিতে সাহস করিবেন না। ধরা যাউক যে উহা সমান; কেহ যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ধরিয়া লইতে পারেন যে ইংলণ্ড ও সিসিলী এক পর্য্যায়ভুক্ত, পোলাণ্ড ও মিশর এক পর্য্যায়ভুক্ত; আরও দক্ষিণে আমরা আফ্রিকা ও পুর্ব্ব

দ্বীপপুঞ্জ পাই, আরও উত্তরে আর কোন দেশ পাওয়া যায় না। উৎপন্নের পরিমাণ সমান হইতে হইলে আবাদের মধ্যে কতটা তারতম্য থাকা দরকার! সিসিলীতে মাটি আঁচড়াইয়া দিলেই চলে, ইংলণ্ডে কত মেহানত করা দরকার! তাহা হইলে দেখা যায় যে যেখানে সমপরিমাণ উৎপন্নের জন্য বেশী লোকের দরকার সেখানে উদ্বৃত্তের পরিমাণ কাজে কাজেই কম হইবে।

আরও বিবেচনা করিতে হইবে যে ঐ পরিমাণ লোকই গরম দেশে অনেক কম খরচ করিবে। জল বায়ুর অবস্থা হেতু সুস্থদেহে থাকিবার জন্য তাহাদের মিতাচারী হওয়া দরকার; য়ুরোপীয়গণ গরম দেশেও নিজেদের দেশের মত বাস করিতে গিয়া আমাশয় ও অজীর্ণ রোগে মারা পড়ে। সারদ্যাঁ (Chardin) বলেন,—"এসিয়াবাসীর তুলনায় আমরা আমিষাশী জন্তু, নেকৃড়েবাঘের মত। কেহ কেহ পারসীক গণের মিতাচারের কারণ উক্ত দেশে আবাদের স্বল্প পরিমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু অপর পক্ষে আমার বিশ্বাস যে উক্ত দেশে উৎপন্ন দ্রব্যজাত অল্প হইবার কারণ দেশের লোকের প্রয়োজন কম।" তিনি আরও বলেন,— "দেশের অভাবই যদি মিতাচারের কারণ হইত তাহা হইলে কেবল দরিদ্র ব্যাক্তগণই কম খাইত, সকলেই কম খাইত না; আর প্রত্যেক প্রদেশের উর্ব্বরতার তারতম্য অনুসারে লোক কম বেশী খাইত, কিন্তু এখানে সমস্ত রাজ্যের ভিতরে সেই একই মিতাচার দেখা যায়। তাহারা আপন জীবনযাত্রা

প্রণালীর অত্যন্ত প্রশংসা করে এই বলিয়া যে তাহাদের রঙের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সে প্রণালী খৃষ্টানগণের অপেক্ষা কত ভাল জানিতে পারা যায়। প্রকৃতই পায়সীকগণের সকলের রং এক; তাহাদের চামড়া শাদা, পাৎলা ও মসৃণ; আর তাহাদের প্রজা, এবং য়ুরোপীয় ধরণে বাস করিতে অভ্যস্ত আরমাণীগণের রং কর্‌করে ও দাগ দাগ ও তাহাদের দেহ মোটা এবং ভারী।"

বিষুবরেখার যত নিকটে হয় লোকে তত কম খায়। মাংস তাহারা প্রায় একরকম খায় না; ধান, ভুট্টা, বাজরা, প্রভৃতি তাহাদের সাধারণ খাদ্য। পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জে লক্ষ লক্ষ লোক আছে যাহাদের আহারের খরচ দিন এক "সু" লাগে না। আমরা য়ুরোপেও উত্তর ও দক্ষিণ দেশের জাতিসমূহের মধ্যে ক্ষুধার স্পষ্ট তারতম্য দেখিতে পাই। একজন স্পেনীয় একজন জার্ম্মাণ ডিনারে যাহা খায় তাহাতে আট দিন চালাইতে পারে। যে সব দেশে লোকে পেটুক সেখানে বিলাসিতাও খাদ্যের দিকেই যায়; ইংলণ্ডে বিলাসিতা দেখা দেয় সুসজ্জিত ডিনার টেবিলে; ইটালীতে তোমাকে চিনি ও ফুল দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে।

পোষাকের বিলাসিতায়ও অনুরূপ পার্থক্য দেখা যায়। যেখানে ঋতুর পরিবর্ত্তন দ্রুত ও প্রচণ্ড সেখানে লোকের পোষাক বেশী ভাল ও সাদাসিধা হয়; যেখানে কেবল দেখাইবার জন্য পোষাক করা হয় সেখানে প্রয়োজন অপেক্ষা আড়ম্বরের দিকেই দৃষ্টি পড়ে; সেখানে পোষাকই একটা

বিলাসিতা। নাপল্‌সে দেখিবে পসিলিপ্পেউমে (Pausilippeum) সারাদিন লোকে কেবল জরিদার কোট পরিয়া ঘুরিতেছে, অবশিষ্ট পোষাক বিশেষ কিছু নয়। ঘর বাড়ীর অবস্থাও ঐরূপ ; ঝড় বাতাস হইতে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা না থাকিলে লোকে কেবল আড়ম্বরের দিকে যায়। পারী ও লণ্ডনে লোকে চায় বাড়ী বেশ গরম ও বাসের সুবিধা অনুযায়ী হয় ; মাদ্রিদে দেখিবে জমকাল সালোঁ। কিন্তু একটা জানালাও বন্ধ করা যায় না, আর শয়নঘর ইন্দুরের গর্ত্ত-বিশেষ।

গরম দেশে আহার্য্য বেশী পুষ্টিকর ও রসাল ; এবং পার্থক্যের এই তৃতীয় অঙ্কটি দ্বিতীয়টিকে প্রভাবান্বিত না করিয়া পারে না। ইটালীতে লোকে অত শাকসব্‌জী খায় কেন ? কারণ, সেখানে শাকসব্‌জী ভাল, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। ফ্রান্সে কেবল জলের জোরে শাকসব্‌জী জন্মাইতে হয়, কাজেই উহা মোটে পুষ্টিকর নয় এবং টেবিলে উহাকে আহার্য্যের উপকরণ হিসাবেই ধরা হয় না ; কিন্তু শাক সব্‌জী উৎপাদন করিতে জমিও কিছু কম লাগে না, চাষের মেহানত কিছু কম হয় না। এটি পরীক্ষিত তথ্য যে অন্যান্য বিষয়ে ফ্রান্সের গম বারবারি প্রদেশের গম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও ময়দা কম দেয় এবং অন্যদিকে আবার উত্তর দেশের গম অপেক্ষা ফ্রান্সের গমে বেশী ময়দা হয়। ইহা হইতে বলা চলে যে বিষুব রেখা হইতে মেরুমণ্ডলের দিকে যত অগ্রসর হওয়া যাইবে সাধারণতঃ এই রকমের ক্রম (gradation) চোখে

পড়িবে। একি একটা স্পষ্ট অসুবিধা নয় যে সমান পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য হইতে খাদ্য-বস্তুর পরিমাণ কম হইবে?

এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে আরেকটি যোগ করা যাইতে পারে যাহার উৎপত্তি ঐ গুলি হইতেই এবং যাহা ঐ গুলিকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করে; সেটি এই যে গরম দেশের ঠাণ্ডা দেশ অপেক্ষা কম লোকের দরকার হয় এবং উহা বেশী লোক পোষণ করিতে পারে; ইহার ফলে পাওয়া যায় দ্বিগুণ পরিমাণ উদ্বৃত্ত যাহা স্বৈরশাসনের পক্ষে চিরকাল অনুকূল। কোন নির্দ্দিষ্ট লোক সংখ্যা যত বেশী পরিমাণ ভূভাগে ছড়াইয়া থাকে বিদ্রোহ করা তত কঠিন হয়, কারণ তাহারা তাড়াতাড়ি বা গোপনে সংঘবদ্ধ হইতে পারে না এবং শাসনকর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে তাহাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া দেওয়া ও সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া দেওয়া সহজ। কিন্তু বহু সংখ্যক লোকের কোন জাতি যত ঘন বসতি করে তত শাসনকর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে রাজশক্তির ক্ষমতা জবরদখল করা শক্ত হইয়া দাঁড়ায়; রাজা তাঁহার সভায় যেমন নিশ্চিন্তে পরামর্শ করিয়া থাকেন জন-নায়কগণও তেমনি আপনাদের ঘরে বসিয়া করিতে পারেন এবং সৈন্যগণ যত তাড়াতাড়ি আপনাদের বাসস্থানে উপস্থিত হয় জনতাও সেইরূপ তাড়াতাড়ি সাধারণ-স্থানগুলিতে জড় হইতে পারে। দেখা যাইতেছে যে স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের সুবিধা এই যে উহা দূরে থাকিয়া কাজ করিতে পারে। স্বপ্রতিষ্ঠিত সাহায্য কেন্দ্রসমূহের সহায়তায় ইহার শক্তি ভারোত্তোলন দণ্ডের মত

যতদূরে সরান যায় তত বৃদ্ধি হয় (১)। অপর পক্ষে প্রজার শক্তি সংহত না হইলে কাজ করিতে পারে না ; ছড়াইয়া পড়িলেই উহা উবিয়া যায় ও লুপ্ত হয় যেমন মাটিতে ছড়াইয়া দেওয়া বারুদের বেলায় ঘটে ; আগুণ দিলে উহার প্রত্যেকটি দানা পর পর জ্বলিতে থাকে। তাহা হইলে দাঁড়াইল যে জন বিরল দেশই স্বৈরশাসনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ; হিংস্র পশু কেবল মরুভূমিতেই রাজত্ব করে।

৯ম অধ্যায়

সুশাসনের চিহ্ন

কেহ যদি প্রশ্ন করে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাসন ঠিক কি প্রকার সে প্রশ্নের যেমন কোন উত্তর নাই তেমনি কোন নির্দ্দিষ্ট মান নাই ; অথবা বলা যায় যে প্রজার সম্পূর্ণ স্বাধীন ও আপেক্ষিক অবস্থার মধ্যে যত প্রকারের সংযোগ সম্ভব উক্ত প্রশ্নের ততগুলি সদুত্তর হইতে পারে।

১। বৃহদায়তন রাষ্ট্রের অসুবিধা সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে (২য় খণ্ড নবম অধ্যায়) যাহা বলিয়াছি ইহা তাহার বিরোধী হইতেছে না ; কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য ছিল সভ্যগণের উপর শাসনশক্তির প্রভুত্ব, আর এখানে আমাদের বিষয় প্রজার বিরুদ্ধগামী শাসনতন্ত্রের শক্তি i প্রজার বিরল বসতি হইলে তাহাতে দূর হইতে প্রজার বিরুদ্ধে শক্তি চালনা করিতে শাসনশক্তির সুবিধা হয় কিন্তু সাক্ষাৎভাবে প্রজার উপর শক্তি প্রয়োগের কিছু সুবিধা হয় না। তাহা হইলে একক্ষেত্রে ভারোত্তোলন দণ্ডের দৈর্ঘ্য তাহার দুর্ব্বলতা কারণ ও অপরক্ষেত্রে উহা শক্তির কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কি চিহ্ন দ্বারা কোন এক জাতি সু বা কুশাসিত হইতেছে বুঝা যাইবে তাহা হইলে সে কথা আলাদা এবং প্রশ্নটি তথ্য সাপেক্ষ হওয়াতে উহার উত্তর দেওয়া চলিতে পারে।

কিন্তু দেখা যায় যে প্রত্যেকে নিজ মতানুসারে উত্তর দিবার চেষ্টা করায় ইহার বাস্তবিক উত্তর পাওয়া যায় না। প্রজা প্রশংসা করে রাজ্যের শান্তি, নাগরিক প্রশংসা করে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ; একজন চাহে সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং অপরে চাহে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ; একজন চাহে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাসন সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর হইবে অপরের মতে উহা সর্ব্বাপেক্ষা মৃদু হওয়া চাই ; একজন চাহে যে অপরাধ করিলে শাস্তি হইবে, অপরে চাহে যে অপরাধ নিবারণ করা হইবে ; একজন ভালবাসে যে প্রতিবেশীগণ তাহাকে ভয় করুক, অপরে পছন্দ করে তাহারা বরং তাহাকে ভুলিয়া যাউক ; একজন টাকা হাতে হাতে ঘুরিয়া বেড়াইলে খুশী হয়, অপরের দাবী এই যে সকলে খাদ্য পাইবে। এই বিষয়-গুলি ও এই রকম আর যাহা থাকিতে পারে তাহার সবগুলি মানিয়া লইলেও কি বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারা যাইবে? নৈতিক গুণের নির্দ্দিষ্ট পরিমাপ যেখানে চলে না সেখানে সুশাসনের বাহ্য চিহ্ন বিষয়ে একমত হইলেও ঐ চিহ্নের মূল্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে কি করিয়া সকলে একমত হইবে?

আমার নিজের কথা এই যে আমি ভাবিয়া নিয়ত অবাক হই যে এত সহজ চিহ্নকেও লোকে ভুল করিতে পারে অথবা

লোকের এত মত বিকার ঘটিতে পারে যে সেই ভুল অস্বীকার করে। রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য, সম্মেলনের সভ্যগণের রক্ষণ ও সমৃদ্ধি লাভ। এবং তাহাদের রক্ষণ ও সমৃদ্ধি লাভ যে হইতেছে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ধ্রুব চিহ্ন কি? তাহাদের সংখ্যা ও জন সংখ্যা। তাহা হইলে এই বিসংবাদী চিহ্ন খুঁজিবার জন্য বাহিরে কোথায় যাইও না। আর সকল বিষয় সমান থাকিলে যে শাসনের অধীনে বাহিরের সাহায্য ছাড়া, বিদেশীয়কে দেশভুক্ত না করিয়া ও বিনা উপনিবেশে নাগরিকগণ সর্ব্বপেক্ষা বৃদ্ধি পায় ও বেশী সংখ্যক হয় সেই শাসন শ্রেষ্ঠ: যাহার অধীনে জাতি কমিতে থাকে ও নষ্ট হয় সেই শাসন সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। হিসাব পরীক্ষক-গণ, এটা তোমাদেয় কাজ; গণনা কর, মাপ কর, তুলনা কর (১)।

১। এই নীতির সাহায্যে কোন্ কোন্ শতাব্দীতে মানুষের সমৃদ্ধি সকলের উপরে উঠিয়াছিল তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যে সকল শতাব্দীতে সাহিত্য ও শিল্পকলার বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল উহাদের চর্চ্চার গুপ্ত উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিয়া ও তাহার ফলে যে বিষময় ফল ফলিয়াছিল তাহা না দেখিয়াই লোকে সে সকলের অত্যধিক প্রশংসা করিয়াছে:—"Idque apud imperitos humanitas vocabatur, quum pars servitutis esset." (Tacit. Agric. xxxi) যাহা-গোলামির অংশ মাত্র নির্ব্বোধগণ তাহাকে বলিত মানবতা।" লেখকগণ যে কি হীন স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া স্ব স্ব গ্রন্থনিহিত উপদেশাদি লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন কখন কি আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না? লোকে এ বিষয়ে যাহাই বলুক না কেন, দেশের লোক সংখ্যা যখন কমিতে থাকে, তখন বাহিরটা হাজার জমকাল হইলেও বুঝিতে হইবে যে ব্যাপার যথার্থ সুবিধার নয়। আর তখন নিজের শতাব্দী যাহাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় তদুদ্দেশ্যে কবিকে একলক্ষ লিভ্রের আয়ের সম্পত্তি দিলেই তাহার প্রতিকার

হয় না। শাসকগণের প্রত্যক্ষ আরাম ও শান্তি অপেক্ষা সমগ্র জাতির স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ও বিশেষরূপে সর্ব্বাধিক জনবহুল রাষ্ট্রগুলির প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। ঝড় ও শিলাপাতে দুই একটা কাণ্টনে (cantons) লোক বিনষ্ট হইতে পারে, তাহার ফলে দুর্ভিক্ষ কদাচ হয়। দাঙ্গাহাঙ্গামা ও গৃহযুদ্ধ শাসকগণকে রীতিমত ভড়কাইয়া দেয় কিন্তু প্রজার দুর্দ্দশার মূল সে সব নহে; বরং কে তাহাদের উপর অত্যাচার করিবে ইহা লইয়া ঝগড়া বাধিলে তাহারা ঐ ফাঁকে একটু রেহাই পায়। তাহাদের প্রকৃত সমৃদ্ধি বা দুরবস্থার উৎপত্তি হয় স্থায়ী অবস্থা হইতে; সকলে যখন জোয়ালের ভারে পিষ্ট হইয়া পড়ে তখনই অবনতির সূত্রপাত হয়; তখনই শাসকগণ খোশখেয়ালে তাহাদিগকে নষ্ট করেন এবং "Ubi solitudinem faciunt pacem appellant" (Tacit. Agric. xxxi.) "কোন স্থানকে জনশূন্য করিয়া বলেন যে শান্তি স্থাপন করা হইল"। বড় লোকদের মধ্যে খোঁচাখুচির ফলে ফরাসীরাজ্য যখন বিত্রস্ত, প্যারীর কো-আড্‌জুটর (Co-Adjutor) যখন পকেটে ছোরা লুকাইয়া পার্লামেণ্ট গৃহে যাইতেন তখনও কিন্তু ফরাসী জাতির সমৃদ্ধ, স্বাধীন এবং সৎভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বাস করিয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভ করিবার পক্ষে বাধা জন্মায় নাই। প্রাচীনকালে গ্রীস নিষ্ঠুর যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে দিয়াই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের উপর দিয়া রক্তের ঢেউ বহিয়া যাইত কিন্তু দেশের সর্ব্বত্র লোকাকীর্ণ ছিল। মাকিয়াভেলী বলেন, দেখিয়া মনে হইত যে আমাদের সাধারণতন্ত্র খুনখারাবি, নির্ব্বাসন, গৃহযুদ্ধের ভিতরেই বেশী শক্তিশালী হইয়া উঠিত, নাগরিকগণের সাহস, নৈতিকতা ও তেজস্বিতার ফলে রাষ্ট্রের নানাবিধ অন্তর্বিপ্লবের দ্বারা যতখানি শক্তিক্ষয় হইত তদপেক্ষা বেশী পরিমাণে শক্তিলাভ হইত। এক আধটু নাড়াচাড়া না পাইলে মনের শক্তি খোলে না; এবং মানুষের প্রকৃত সমৃদ্ধিলাভের জন্য শান্তি অপেক্ষা স্বাধীনতার দরকার বেশী।

১০ম অধ্যায়

শাসনের অপব্যবহার ও উহার নিম্নমুখী গতি

যেমন বিশেষ ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইবার অবিরাম চেষ্টা করে তেমনি শাসনশক্তি রাজশক্তিকে লঙ্ঘন করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা পায়। এই চেষ্টা যত বেশী হইতে থাকে রাষ্ট্রের গঠন-ব্যবস্থা তত বদলাইতে থাকে; এবং এক্ষেত্রে অপর কোন সমষ্টির ইচ্ছা যাহা রাজার ইচ্ছার প্রতিরোধ করিয়া উভয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে পারে না থাকার ফলে শীঘ্র বা বিলম্বে হউক অবশেষে এই দাঁড়ায় যে শাসনকর্ত্তা রাজশক্তিকে দমন করেন ও সামাজিক সন্ধি ভঙ্গ করেন। রাষ্ট্রীয় সমবায়ের এই অন্তর্নিহিত অপরিহার্য্য দোষ উহার জন্মমুহূর্ত্ত হইতে উহাকে ধ্বংস করিবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা পায় যেভাবে বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু মানব দেহকে শেষটায় ধ্বংস করিয়া ফেলে।

শাসনতন্ত্রের অবনতির পথে নামিবার দুইটি মোটামুটি পথ আছে; যথা, যখন শাসনকর্ত্তৃত্বের বেশী সংকোচন হয় অথবা যখন রাষ্ট্র শিথিল হইয়া পড়ে।

শাসনকর্ত্তৃত্বের সংকোচন হয় যখন বেশী লোকের হাত হইতে উহা কম লোকের হাতে যায়, অর্থাৎ গণতন্ত্র হইতে অভিজাততন্ত্র, এবং অভিজাত হইতে রাজতন্ত্রে উপনীত হয়। তাহার স্বাভাবিক গতিমুখ এইরূপ : (১) যদি উহা কম লোকের

১। খাল বিলে ভরা ভিনিসের সাধারণতন্ত্রের মন্দ গতিতে সংগঠন ও উন্নতি এই পারম্পর্য্যের একটি বিশেষ উদাহরণ স্থল; এবং ইহা

খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় যে বারশত বৎসরের পরেও ভিনিসীয়গণ ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে *Serrar di consiglio* দ্বারা যে দ্বিতীয় ধাপে উপনীত হয় সেখানেই রহিয়া গিয়াছে। প্রাচীন ড্যুক্‌গণের কথা তুলিয়া ভিনিসকে যে অপবাদ দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে, *Squittinio della liberta veneta* (১৬১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কোন অনামা-গ্রন্থকার রচিত একখানি পুস্তকের নাম, যাহার উদ্দেশ্য ছিল ভিনিসীয় সাধারণতন্ত্রের উপর সম্রাটগণের (Holy Roman Empire) তথাকথিত স্বত্বাধিকার প্রমাণ করা—Ed.) তাঁহাদের বিষয়ে যাহা বলিয়াছে তাহা সত্ত্বে প্রমাণ হয় যে তাঁহারা সাধারণতন্ত্রের একচ্ছত্র প্রভু ছিলেন না।

লোকে আমার কথার প্রতিবাদ করিবে রোমীয় সাধারণতন্ত্রের উল্লেখ করিয়া, যাহা তাহাদের মতে বিপরীত পর্য্যায়ক্রমে রাজতন্ত্র হইতে অভিজাততন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র হইতে সাধারণতন্ত্রে উপনীত হইয়াছিল; এ বিষয়ে আমার মত সম্পূর্ণ অন্য রকমের।

রোমুলুসের প্রথম শাসনব্যবস্থা ছিল মিশ্র 'শাসনতন্ত্রের' পর্য্যায়ভুক্ত, যাহা দ্রুত অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া স্বৈরশাসনে আসিয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি কারণ বশতঃ রাষ্ট্র অকালে ধ্বংস হইয়া যায় যেমন দেখা যায় যে কোন নবজাত শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মারা যায়। টারকুইন বংশের নির্ব্বাসনের সময়ই ছিল সাধারণতন্ত্রের জন্মের শুভমুহূর্ত্ত। কিন্তু প্রথমটায় সাধারণতন্ত্র কোনরূপ স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই; কারণ, অভিজাত সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ না করায় কাজের কেবল অর্দ্ধেক করা হয়। অধিকন্তু, এই উপায়ে সকল প্রকার বৈধ শাসনতন্ত্রের ভিতরে যেটি সর্ব্বনিকৃষ্ট শ্রেণীর সেই বংশগত অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে সাধারণতন্ত্রের সংঘর্ষ ঘটিতে থাকায় মাকিয়াভেলী যেমন দেখাইয়াছেন, ট্রিবিউনগণের প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত অনিশ্চিত ও নিয়ত চঞ্চল শাসনতন্ত্র কোন রূপ

ধারণ করিতে পারে নাই; কেবল ইহার পরে প্রকৃত শাসনতন্ত্র ও যথার্থ সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বাস্তবিকপক্ষে প্রজাগণ তখন কেবল শাসনশক্তি নহে পরন্তু মাজিষ্ট্রেট ও বিচারকও হইয়া দাঁড়ায়; সেনেট ছিল শাসনশক্তিকে সংযত ও সংহৃত করিবার অধীনস্থ ট্রিবিউন-সভা মাত্র, এবং কন্সালগণ পর্য্যন্ত, অভিজাত বংশীয়, প্রধান মাজিষ্ট্রেট ও যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ সেনাপতি হইলেও রোমে প্রজাগণের সভাপতি মাত্র ছিলেন।

তারপর হইতে দেখা যায় যে শাসনতন্ত্র স্বাভাবিক গতির অনুসরণ করে ও অভিজাততন্ত্রের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়ে। পাট্রিসিয়ান সম্প্রদায় আপনা হইতে লোপ পাওয়াতে আভিজাত্য আর ভিনিস ও জোনোয়ার মত পাট্রিসিয়ান সম্প্রদায়ে আবদ্ধ না থাকিয়া পাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান দ্বারা সংগঠিত সেনেট সভায় আরোপিত হয় এবং ট্রিবিউনগণ যখন কার্য্যকারী ক্ষমতা জবরদখল করিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহাদের উপরেও আরোপিত হব। নামে কাজের প্রকৃতি বদলায় না; এবং প্রজাগণ যেক্ষেত্রে শাসকগণের দ্বারা শাসিত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত শাসকগণের নাম যাহাই হউক না কেন শাসনতন্ত্র প্রকৃত প্রস্তাবে অভিজাততন্ত্র মাত্র।

অভিজাততন্ত্রের অনাচারের ফলে গৃহযুদ্ধের এবং ত্রয়ীর (triumvirate) উদ্ভব হয়। কার্য্যতঃ সেল্লা, জুলেস সেজার ও অগষ্টুস (Sulla, Julius Caesar, Augustus) খাঁটি রাজা হইয়া দাঁড়ান, এবং শেষটায় টিবেরিউসের (Tiberius) স্বৈরশাসনে রাষ্ট্র বিনষ্ট হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে রোম-ইতিহাস আমার কথা অপ্রমাণ করে না, বরং উহা প্রতিপন্ন করে।

হাত হইতে পুনরায় বেশী লোকের হাতে আসে তাহা হইলে বলা যায় শাসন শিথিল হইতেছে; কিন্তু এইরূপ বিপরীত মুখী গতি সম্ভব নহে।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যখন শাসনতন্ত্রের শক্তি ব্যয় হইয়া যাওয়াতে উহা এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে অবশিষ্টাংশও রক্ষা করিতে অসমর্থ হয় কেবল তখনই শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তিত হয়। অপর পক্ষে, শাসন বেশী হাতে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি শিথিল হইতেও থাকে তবে তাহার শক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় এবং উহাও বেশী দিন বাঁচিতে পারে না। কাজেই স্প্রিং যত আল্‌গা হয় তত তাহা ঘুরাইয়া দেওয়া ও চাপিয়া ধরা দরকার; তাহা না করিলে শাসনতন্ত্র যে রাষ্ট্রকে রক্ষা করে তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে।

রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে দুই প্রকারে।

প্রথমতঃ, রাজা রাষ্ট্রের ব্যবস্থাবিধি অনুসারে রাষ্ট্র শাসন না করিলে ও রাজশক্তির ক্ষমতা জবর দখল করিলে; এরূপ ঘটিলে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়; এক্ষেত্রে শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রের সংকোচন হয়। আমার বক্তব্য এই যে এক্ষেত্রে বৃহৎ রাষ্ট্রটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহার মধ্যে আরেকটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় যাহা কেবল শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ লইয়া গঠিত হয় এবং বাকী আর সকলের সঙ্গে যাহার প্রভু ও যথেচ্ছাচারী শাসকের (tyran) সম্বন্ধ ছাড়া আর কোন রকমের সম্বন্ধ থাকে না। এই প্রকারে যে মুহূর্ত্তে শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ রাজশক্তির স্থান জবরদখল করে সেই মুহূর্ত্তে

সামাজিক চুক্তি ভঙ্গ হয় এবং সাধারণ নাগরিক বর্গ অধিকার-সূত্রে আপনাদিগের স্বাভাবিক স্বাধীনতা ফিরিয়া পায়: তখন তাহারা আদেশ পালনে বাধ্য হইতে পারে কিন্তু আদেশ পালন করা আর তাহাদের কর্ত্তব্য থাকে না।

যখন শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণ, যে ক্ষমতা তাঁহাদের সকলের একযোগে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য প্রত্যেকে পৃথগ্‌ভাবে তাহা জবরদখল করেন তখনও ঐরূপ অবস্থা ঘটে; ইহাও কিছু কম গুরুতর আইন লঙ্ঘনের ব্যাপার নহে এবং ইহার ফলে আরও বেশী পরিমাণে বিশৃঙ্খলা ঘটে। তখন বলিতে গেলে যত গুলি ম্যাজিষ্ট্রেট ততগুলি রাজার উদ্ভব হয়, এবং রাষ্ট্র, শাসন-ব্যবস্থার মত খণ্ডিত হইবার ফলে বিনষ্ট হয়, অথবা রূপ পরিবর্ত্তন করে।

যখন রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া যায় তখন শাসনতন্ত্রের অপব্যবহার, তাহা যাহাই হউক না কেন, "নৈরাজকতা" (anarchie) এই সাধারণ নামে অভিহিত হয়; প্রত্যেকের পৃথক সংজ্ঞা দিতে হইলে বলা যায় যে গণতন্ত্র জনতাতন্ত্রে (ochlocratie) ও অভিজাততন্ত্র দলতন্ত্রে (oligarchie) পরিণত হয়; আমি আরও বলিতে পারি যে রাজতন্ত্র যথেচ্ছাচারতন্ত্রে (tyrannie) পরিণত হয়; কিন্তু এই শেষ কথাটির অর্থ সুস্পষ্ট নয়, ইহার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

সাধারণ অর্থে যথেচ্ছাচারী শাসক মানে কোন রাজা যিনি ন্যায় বিচার ও আইনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রচণ্ডভাবে (avec violence) শাসন করেন। প্রকৃত

অর্থে যথেচ্ছাচারী-শাসক মানে কোন ব্যক্তি যিনি বিনা অধিকারে রাজকীয় ক্ষমতা নিজের উপর আরোপিত করেন। গ্রীকগণ এই অর্থে যথেচ্ছাচারী-শাসক কথাটি বুঝিত; তাহারা ভালমন্দ নির্ব্বিচারে যে সকল রাজার প্রভুত্ব অবৈধ উপায়ে স্থাপিত হইত তাহাদের সকলকেই এই নামে অভিহিত করিত। (১) তাহা হইলে দাঁড়ায় যে যথেচ্ছাচারী শাসক (tyran) ও জবরদখলকারী-শাসক (usurpateur) শব্দ দুইটি সম্পূর্ণ একার্থ-বোধক।

আলাদা আলাদা জিনিসকে পৃথক পৃথক নাম দিবার জন্য আমি জবরদখলকারী-শাসক বলিব তাঁহাকে যিনি বলপূর্ব্বক রাজকীয় ক্ষমতা অধিকার করেন ও স্বৈরশাসক (dspote) বলিব তাঁহাকে যিনি বলপূর্ব্বক রাজশক্তির ক্ষমতা অধিকার করেন। যিনি ব্যবস্থাবিধি অনুযায়ী শাসন

১। "তাঁহারাই জবরদখলকারী শাসক বলিয়া বিবেচিত ও অভিহিত হন যাঁহারা যে রাষ্ট্র পূর্ব্বে স্বাধীন ছিল সেই রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে ক্ষমতা হাতে রাখেন।" (*Corn Nep. in Miltiad* Cap. viii) ইহা সত্য যে আরিষ্টটল (*Mor. Nicom libo viii* Cap. x) জবরদখলকারী শাসক ও রাজার মধ্যে এই বলিয়া পার্থক্য দেখান যে প্রথম ব্যক্তি আত্মস্বার্থে শাসন করেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি কেবল প্রজার মঙ্গলের জন্য শাসন করেন; কিন্তু সাধারণতঃ সকল গ্রীক লেখক tyran কথাটি অন্য অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, জেনোফোনের *Hiero* হইতে তাহা বেশ পরিষ্কার প্রমাণ হয়; একথা ছাড়িয়া দিলেও আরিষ্টটল প্রদর্শিত পার্থক্য অনুসারে এই দাঁড়ায় যে পৃথিবীর আদিমকাল হইতে এ পর্য্যন্ত একজন রাজাও জন্মেন নাই।

করিবার জন্য ব্যবস্থাবিধিতে হস্তক্ষেপ করেন তিনি জবরদখলকারী-শাসক, ব্যবস্থাবিধিরও উপরে যিনি স্বীয় স্থান নির্দ্দেশ করেন তিনি স্বৈরশাসক। তাহা হইলে দেখা যায় যে জবরদখলকারী-শাসক স্বৈরচারী নহেন কিন্তু স্বৈরশাসক আগাগোড়াই জবরদখলকারী-শাসক বটেন।

১১শ অধ্যায়

রাষ্ট্রদেহের মৃত্যু

সর্ব্বোৎকৃষ্ট-ব্যবস্থিত শাসনেরও স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য ঝোঁক এই দিকে। স্পার্টা ও রোম যদি বিনষ্ট হইয়া থাকে কোন রাষ্ট্র তবে চিরস্থায়ী হইবার আশা করিতে পারে? আমরা যদি একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে স্বপ্নেও যেন সেটিকে চিরস্থায়ী করিবার কথা না ভাবি। কৃতকার্য্য হইতে হইলে অসম্ভবের প্রতি লোভ করা উচিত নয়, মানুষের কোন জিনিষের যে স্থায়ীত্ব হইতে পারে না আমাদের হাতের কাজকে সেই স্থায়ীত্ব দিব ভাবিয়া উৎফুল্ল হওয়াও উচিত নয়।

রাষ্ট্র দহ এবং ঐ প্রকারে মানুষের দেহও জন্মের মুহূর্ত্ত হইতে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং নিজের ভিতরেই ধ্বংসের বীজ বহন করে। কিন্তু উভয়েরই কম বেশী সবল দেহ থাকিতে পারে যাহা তাহাদের কম বা বেশী দিন বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম। মানুষের দেহ প্রকৃতির গড়া

কাজ, রাষ্ট্র শিল্পের কাজ। নিজের জীবন সুদীর্ঘ করা মানুষের হাতে নয়, কিন্তু যথা সম্ভব সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থার দ্বারা রাষ্ট্রকে যতটা পারা যায় দীর্ঘ জীবন দেওয়া তাহার হাতে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট-ব্যবস্থিত রাষ্ট্রও নষ্ট হইবে, কিন্তু অপরের অপেক্ষা বিলম্বে, যদি কোন রূপ আকস্মিক বিপৎপাতে অকালেই উহা বিনষ্ট না হয়।

রাজশক্তির প্রভুত্বের ভিতরে রাষ্ট্রীয় জীবনের মূল নিহিত। ব্যবস্থাপক ক্ষমতা রাষ্ট্রের হৃদয় এবং কার্য্যকারী ক্ষমতা তাহার মস্তিষ্ক যাহা বিভিন্ন অংশগুলিকে চলৎশক্তি প্রদান করে। মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলেও কোন ব্যক্তি জীবিত থাকিতে পারে। জড় বুদ্ধি হইয়াও মানুষে বাঁচিয়া থাকে; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হয় সেই মুহূর্ত্তে তাহার মৃত্যু ঘটে।

রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকে না, ব্যবস্থাপক শক্তির বলে বাঁচিয়া থাকে। কল্যকার আইন অদ্য পালনীয় নহে; কিন্তু মৌনতা সম্মতির লক্ষণ স্বরূপ গ্রাহ্য হয় এবং ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে রাজশক্তি বাতিল করিতে সক্ষম হইলেও যে সকল আইন বাতিল করে না সেগুলি সে বরাবরই বহাল রাখে। যে সকল জিনিস একবার সে করণীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, সেই ঘোষণা প্রত্যাহার না করা পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে যে তাহা বরাবর করণীয়।

তাহা হইলে পুরাতন ব্যবস্থাবিধির প্রতি এত ভক্তি দেখান হয় কেন? ঠিক ঐ কারণেই। সহজে বিশ্বাস করা

যায় যে প্রাচীন যুগের এই সকল অভিপ্রায়ের উৎকর্ষতাই এতকাল তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে; যদি রাজশক্তি বরাবর সেগুলি কল্যাণকর বলিয়া স্বীকার না করিত তাহা হইলে হাজারবার সেগুলি রদ করা হইত। এই কারণে দুর্ব্বল হওয়া দূরের থাকুক, প্রত্যেক সু-ব্যবস্থিত রাষ্ট্রে সেগুলি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নব শক্তি সংগ্রহ করে; প্রাচীনত্ব প্রতিদিন সেগুলিকে বেশী শ্রদ্ধার সামগ্রী করিয়া তুলে; অপর পক্ষে, কোন জায়গায় ব্যবস্থাবিধি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে সেক্ষেত্রে প্রমাণ হয় যে ব্যবস্থাপক-ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে এবং রাষ্ট্রও মৃত।

১২শ অধ্যায়

রাজশক্তি কি উপায়ে স্বীয় প্রভুত্ব রক্ষা করে

রাজশক্তির হাতে কেবল ব্যবস্থাপক ক্ষমতা থাকে বলিয়া উহা কেবল ব্যবস্থাবিধি দ্বারাই কাজ করে, এবং যেহেতু ব্যবস্থাবিধি সাধারণ ইচ্ছার প্রকৃত ক্রিয়া মাত্র (des actes anthentiques de la volonté générale) সেহেতু সমস্ত প্রজা সমবেত হইলে তবে রাজশক্তি উক্ত কর্ম্ম করিতে পারে। লোকে বলিবে সমস্ত প্রজার সমাবেশ একটা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। আজ ইহা কল্পনা বটে, কিন্তু দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহা কল্পনা ছিল না। তাহা হইলে কি মানুষ নিজের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়াছে?

নৈতিক ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার সীমা আমরা যাহা মনে করিয়া

থাকি তাহা অপেক্ষা বেশী ; আমাদের দুর্ব্বলতা, কু-অভ্যাস, কুসংস্কার উহার পরিসরকে সঙ্কুচিত করে। নীচমনা ব্যক্তি মহৎ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে না ; নীচ গোলামের দল "স্বাধীনতা" এই কথা শুনিয়া উপহাসের হাসি হাসে।

যাহা করা হইয়াছে তাহার দ্বারা কি করা যাইতে পারে তাহার বিচার করা যাউক। আমি গ্রীসের প্রাচীন সাধারণ-তন্ত্রগুলির কথা বলিব না ; আমার মতে রোমীয় সাধারণ-তন্ত্র ছিল একটি বৃহৎ রাষ্ট্র এবং রোম শহর ছিল একটি মস্ত বড় শহর। লোক সংখ্যার হিসাবে দেখা যায় যে রোমে অস্ত্রধারণক্ষম চার লক্ষ নাগরিক ছিল এবং রোম-সাম্রাজ্যের শেষ লোক সংখ্যার হিসাবে দেখা যায় যে প্রজা, বিদেশী, স্ত্রীলোক ও শিশু ছাড়া চল্লিশ লক্ষের উপর নাগরিক ছিল।

মনে হইতে পারে এই রাজধানী ও তাহার চতুষ্পার্শ্বের বিরাট জনসংখ্যাকে প্রায়ই একত্র সমবেত করা কতখানি শক্ত ছিল ; কিন্তু এমন সপ্তাহ কমই যাইতে যখন রোমীয় জনগণ সমবেত না হইত, এমন কি এক সপ্তাহেই অনেকবার এরূপ হইত। তাহারা কেবল রাজশক্তির অধিকারই পরিচালনা করিত না, পরন্তু শাসনকর্তৃপক্ষের অধিকারের খানিকটাও পরিচালনা করিত। তাহারা কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করিত, কতকগুলি ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিত, এবং এই সমগ্র জনসংখ্যাকেই সভাক্ষেত্রে নাগরিকরূপে যতবার, মাজিষ্ট্রেট রূপে প্রায় ততবারই, উপস্থিত হইতে দেখা যাইত।

জাতিসমূহের জীবনের গোড়ার দিকে ফিরিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে পুরাতন শাসনতন্ত্রগুলির অধিকাংশের বেলাতে, এমন কি মাসিডোনীয় ও ফ্রাঙ্কিশ রাজতন্ত্রের মত রাজতন্ত্রেও, উক্তরূপ সভা ছিল। সে যাহা হউক, যত প্রকারের বিঘ্নের কথা বলা যাইতে পারে এই অবিসংবাদী তথ্যটি হইতে সব গুলির উত্তর পওয়া যাইবে; যাহা হইয়াছে তাহা হইতে কতখানি সম্ভবপর তাহা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা আমার কাছে সুষ্ঠু যুক্তি-প্রণালী বলিয়া মনে হয়।

১৩শ অধ্যায়

পূর্ব্বানুবৃত্তি

সমস্ত জাতি সমবেত হইয়া এক সময়ে কতকগুলি ব্যবস্থা বিধি অনুমোদন করিয়া রাষ্ট্রের গঠন-ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইল না; চিরস্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়া অথবা চিরকালের জন্য মাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচনের প্রণালী বাঁধিয়া দিলেও যথেষ্ট হইল না; আকস্মিক ঘটনাক্ষেত্রে যে বিশেষ অধিবেশনের প্রয়োজন হইবে তাহা ছাড়াও নির্দ্দিষ্ট সাময়িক অধিবেশনের এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যে কোন কারণেই ঐ অধিবেশন বন্ধ বা স্থগিত করা হইবে না, নির্দ্দিষ্ট দিনে জাতি বৈধভাবে আইনানুযায়ী সমবেত হইবে, তজ্জন্য অন্য কোন প্রকার সভা আহ্বান রীতির প্রয়োজন হইবে না।

কিন্তু, এই ধরণের অধিবেশন যাহা কেবল নির্দ্দিষ্ট দিনে

হইলেই বৈধ গণ্য হইবে, তাহা ছাড়া, বিশেষভাবে উক্ত উদ্দেশ্যের জন্য নিযুক্ত মাজিষ্ট্রেট দ্বারা ও নির্দ্ধারিত প্রণালী মতে আহুত না হইলে প্রজার অন্য সকল অধিবেশনই অবৈধ গণ্য হইবে এবং সে সকল অধিবেশনে যাহা করা হইবে তাহা বেআইনী গণ্য হইবে ; কারণ, সভা আহ্বানের আদেশও আইনের হাত হইতে আসিবে।

কত বেশী বা কম সময় অন্তর এইরূপ বৈধ অধিবেশন হইবে তাহা স্থির করা এত অধিক বিষয়ের বিবেচনার উপর নির্ভর করে যে সে সম্বন্ধে কোন প্রকার বাঁধাধরা নিয়ম বলিয়া দেওয়া যায় না। কেবল সাধারণ ভাবে বলা যায় শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ যত বেশী শক্তিশালী হইবে তত ঘন ঘন রাজশক্তির আত্মপ্রকাশ করা প্রয়োজন।

এখানে আমাকে বলা হইবে, একটি শহরের পক্ষে ইহা ভাল হইতে পারে ; কিন্তু রাষ্ট্রের ভিতরে বহু শহর থাকিলে কি করা হইবে ? রাজশক্তির কর্ত্তৃত্ব কি ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে ? কিংবা কর্ত্তৃত্ব কি এক শহরেই কেন্দ্রীভূত করিয়া অন্যগুলিকে তাহার অধীন করা হইবে ?

আমার উত্তর এই যে ইহার কোনটিই করা উচিত নয়। প্রথমতঃ, রাজশক্তির কর্ত্তৃত্ব এক এবং সরল এবং ধ্বংস না করিয়া তাহা ভাগ করা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, কোন শহর, কোন জাতির মতই ন্যায়মতে অপরের অধীন হইতে পারে না ; কারণ রাষ্ট্রীয়-সমবায়ের আসল বস্তু হইল আদেশানুবর্ত্তিতা ও স্বাধীনতার মিলন, এবং 'প্রজা ও

রাজশক্তি” এই দুইটি কথা পরস্পর সম্বন্ধবাচক, যাহার ভাব “নাগরিক” এই একটি কথায় প্রকাশ হয়।

আমি আরও বলি যে বিভিন্ন শহর লইয়া একটি নগর গঠন সব সময়েই খারাপ এবং ঐরূপ ঐক্যের ফলে স্বাভাবিক অসুবিধা গুলি দূর করা যাইবে আশা করা উচিত নয়। যে কেবল ক্ষুদ্র রাষ্ট্র চাহে তাহার বিরুদ্ধে বৃহৎ রাষ্ট্রের দোষগুলি খাড়া করা ঠিক নহে; কিন্তু যে ভাবে প্রাচীন কালে গ্রীক নগর গুলি বড় রাজাকে (১) এবং আধুনিক সময়ে ওলন্দাজ ও সুইসদিগের দেশ অষ্ট্রীয়ার রাজবংশকে বাধা দিয়াছে সেইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে বড় বড় রাষ্ট্রের আক্রমণে বাধা দিবার মত শক্তি কি উপায়ে দেওয়া যায়?

রাষ্ট্রকে উপযুক্ত আয়তনের মধ্যে আনিতে না পারিলে আরেকটি উপায় হাতে থাকে, সে উপায় হইতেছে কোন রাজধানী না থাকিতে দেওয়া ও পর পর প্রত্যেক শহরে শাসনকর্ত্তৃপক্ষের ঘুরিয়া বেড়ান, এবং পালাক্রমে প্রত্যেক শহরে দেশের প্রাদেশিক সভাগুলির অধিবেশন করা।

রাজ্যের সর্ব্বত্র সমান হিসাবে লোক বসতি করাও, সর্ব্বত্র এক অধিকার দেও, সর্ব্বত্র প্রাচুর্য্য ও সম্পদ তুল্য হইবার ব্যবস্থা কর, এই উপায়ে রাষ্ট্র একই কালে যতদূর সম্ভব শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন ও সু-শাসিত হইবে। মনে রাখিও শহরগুলির প্রাচীব পল্লীর গৃহসমূহের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা

১। Au grand roi—to the great king অর্থাৎ পারশ্যের সম্রাট।

নির্ম্মিত হয়। রাজধানীতে যে অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়, আমার চোখে পড়ে যে তাহার প্রত্যেকটি একটা সমগ্র অঞ্চলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছে।

১৪শ অধ্যায়

পূর্ব্বানুবৃত্তি

যে মুহূর্ত্তে জাতি বৈধভাবে সমবেত হইয়া রাজশক্তিত্বে অধিষ্ঠিত হয় সেই মুহূর্ত্তে শাসনতন্ত্রের সমস্ত ক্ষমতা লোপ হয়, কার্য্যকারী ক্ষমতার ব্যবহার স্থগিত থাকে এবং নিম্নতম নাগরিকের জীবন পর্য্যন্ত প্রধান মাজিষ্ট্রেটের জীবনের ন্যায় পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য হয়; কারণ, প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের কর্ত্তার উপস্থিতিতে প্রতিনিধির কোন অস্তিত্ব থাকে না। রোমে প্রজা সভায় যত গোলযোগ উপস্থিত হইত তাহার বেশীর ভাগ এই নিয়ম না জানা বা অবজ্ঞা করার দরুণ। তাহাতে কন্সালগণ হইতেন শুধু জাতির সভাপতি; ট্রিবিউনগণ শুধু বক্তা মাত্র (১); সেনেটের কোন স্থানই ছিল না।

মাঝে মাঝে এই উপায়ে যখন ক্ষমতার সাময়িক বিলোপ হয় তখন রাজা একজন প্রকৃত উপরওয়ালা আছে স্বীকার

১। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট এই নাম যে অর্থে দেওয়া হয় কতকটা সেই অর্থে। উভয়ের কর্ত্তব্যের ভিতর এই সাদৃশ্য থাকাতে, যখন সমস্ত ক্ষমতার ব্যবহার স্থগিত থাকিত সে অবস্থাতেও, কন্সাল ও ট্রিবিউন গণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইত।

করিয়া লন বা তাঁহার স্বীকার করা উচিত বলিয়া ধরা হয়, এবং এই সময়কে তিনি চিরকাল ভয় করিয়া থাকেন ; জাতির এইরূপ সমাবেশ রাষ্ট্রীয়সমবায়ের আত্মরক্ষার ঢাল এবং শাসনকর্ত্তৃত্বের লাগাম এবং শাসনকর্ত্তাগণ চিরকাল ইহাকে ভয় করিয়া থাকেন ও নাগরিকগণকে ইহা হইতে বিরত করিবার উদ্দেশ্যে কখন চেষ্টা, আপত্তি, অসুবিধা উপস্থিত ও প্রতিজ্ঞা করিবার ত্রুটি করেন না। যেখানে নাগরিকগণ অর্থগৃধ্নু, অলস, ভীরু এবং স্বাধীনতা অপেক্ষা শান্তির বেশী পক্ষপাতী সেখানে তাহারা শাসনশক্তির পুনঃপুনঃ চেষ্টার সম্মুখে বেশী দিন আত্মরক্ষা করিতে পারে না ; এই ভাবে বিরোধী শক্তি ক্রমাগত বাড়িয়া চলে, রাজশক্তির কর্ত্তৃত্ব অবশেষে অন্তর্হিত হয় এবং অধিকাংশ নগরেরই পতন হয় ও অকালে বিনষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু কখন কখন রাজশক্তির কর্ত্তৃত্ব ও শাসনকর্ত্তৃত্বের মাঝখানে একটি মধ্যবর্ত্তী শক্তিব উদ্ভব হইতে দেখা যায় ; ইহার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

১৫শ অধ্যায়

ডেপুটি বা প্রতিনিধি

যে মুহূর্ত্ত হইতে দশের সেবা (le service public) আর নাগরিকগণের প্রধান কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় না এবং তাহারা শরীরের বদলে অর্থ দ্বারাই সে কর্ত্তব্য পালন করিতে

বেশী পছন্দ করে বুঝিতে হইবে রাষ্ট্র ধ্বংসের নিকটবর্ত্তী। যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার প্রয়োজন হইলে তাহারা সৈন্যদের টাকা দেয় ও আপনারা ঘরে বসিয়া থাকে; মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হইতে হইলে তাহারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে ও আপনারা ঘরে বসিয়া থাকে। টাকা ও আলস্যের প্রসাদে শেষে এই হয় যে তাহারা কতকগুলি সৈন্য পোষণ করে মাতৃভূমি পরাধীন করিয়া দিবার জন্য ও প্রতিনিধি খাড়া উহাকে বেচিয়া খাইবার জন্য।

শিল্প ও ব্যবসায়ের কাড়াকাড়ি, লাভের লোলুপ প্রত্যাশা, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রিয়তার দরুণ শরীর দ্বারা কর্ত্তব্য পালনের পরিবর্ত্তে অর্থের দ্বারা উহা করিবার অভ্যাস হয়। অবসর মত লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য লোকে উহার এক অংশ ছাড়িয়া দেয়। এই রকমে টাকা দেও, বেশী দিন আর শৃঙ্খল এড়াইয়া থাকিতে হইবে না। 'ফিনান্স' (finance) কথাটি গোলামের কথা, নগরে ইহা অজ্ঞাত। প্রকৃত স্বাধীন দেশে নাগরিকগণ সমস্ত নিজের বাহুর সাহায্যে করিয়া থাকে, টাকার সাহায্যে কিছু করে না; টাকা দিয়া কর্ত্তব্য হইতে রেহাই পাইবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক্ নিজের হাতে উহা সম্পাদন করিবার জন্য তাহারা টাকা দেয়। এ বিষয়ে সাধারণ মত হইতে আমার ধারণা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; আমার বিশ্বাস ট্যাক্স অপেক্ষা বাধ্যতামূলক শ্রম (les corvées)—স্বাধীনতার কম প্রতিকূল।

রাষ্ট্র যত বেশী সুব্যবস্থিত হইবে, নাগরিকগণের মনে,

সাধারণ কর্ত্তব্যের দাবী ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য অপেক্ষা তত বেশী প্রবল মনে হইবে। ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের সংখ্যাও অনেক কম হইয়া যাইবে, কারণ সাধারণ সুখের মোট পরিমাণ হইতেই প্রত্যেক ব্যক্তির সুখের একটা মোটা অংশ পাওয়া যাইবে ও তাহার ফলে তাহার কেবল নিজের জন্য চেষ্টা করিয়া পাইবার জিনিষের সংখ্যাও কম হইবে। সুনিয়ন্ত্রিত নগরে প্রত্যেকে সভাক্ষেত্রে দৌড়ায়; কু-শাসনব্যবস্থার অধীনে কেহ সেদিকে এক পা নড়িতে চাহে না; কারণ, সেখানে কি হইতেছে সেদিকে কাহার মন আকৃষ্ট হয় না, সকলেই জানে যে সাধারণ ইচ্ছা সেখানে প্রবল হইতে পারিবে না এবং পারিবারিক কাজ কর্ম্ম চিত্ত অধিকার করিয়া রাখে। আইন ভাল হইলে উহা আরও ভাল আইনের সৃষ্টি করে, খারাপ হইলে আরও কু-আইন সৃষ্টি করে। যে মুহূর্ত্তে কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের কাজ কর্ম্মের বিষয়ে বলে, আমার কি আসে যায়?—সে মুহূর্ত্ত হইতে ধরিতে হইবে যে রাষ্ট্র বিনষ্ট হইয়াছে।

দেশপ্রেমের শীতলতা, ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্রিয়া, রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি, দেশ জয় ও শাসন ক্ষমতার অপব্যবহার, এই সমস্তই জাতীয় সভাতে ডেপুটি বা প্রতিনিধি পাঠাইবার কথা লোকের মনে আনিয়া দিয়াছে। কোন কোন দেশের লোকে ইহাদেরই "তৃতীয় এষ্টেট" (le tiers état) নাম দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এই প্রকারে দুই প্রকারের বিশেষ স্বার্থকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়; সাধারণ স্বার্থ সকলের নীচে, তৃতীয় স্থান পায়।

যে কারণে রাজশক্তির হস্তান্তর হইতে পারে না, ঠিক সেই কারণে ইহার প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাইতে পারে না ; আসলে ইহা সাধারণ ইচ্ছার ভিতরে নিহিত থাকে এবং ইচ্ছার কোনরূপ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন চলে না ; হয় ইচ্ছা যাহা তাহাই না হয় সম্পূর্ণ আলাদা, এই দুইয়ের মাঝামাঝি কিছু নাই। তাহা হইলে জাতির ডেপুটিগণ কোন কালে তাহার প্রতিনিধি ছিল না, হইতেও পারে না, তাহারা উহার কার্য্যকারক মাত্র (commissaires) ; নিজে হইতে তাহারা কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। যে কোন আইন জাতি নিজে হাতে (en personne) অনুমোদন করে নাই, তাহা বাতিল, কোন আইনই নয়। ইংরেজ জাতি মনে করে তাহারা স্বাধীন, সেটা তাহাদের প্রকাণ্ড ভুল ; পার্লামেণ্টে সভ্য নির্ব্বাচনের সময়ে মাত্র তাহারা স্বাধীন থাকে ; সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া গেলে তাহারা আবার গোলামে পরিণত হয়, তাহারা ক্ষমতা শূন্য হয়। ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতা পাইয়া তাহারা উহার যে ব্যবহার করে, সে স্বাধীনতা যাওয়াই তার উপযুক্ত পুরস্কার।

প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ধারণাটি আধুনিক ; উহা আসিয়াছে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হইতে, যে অযৌক্তিক, ও ন্যায়বিরুদ্ধ শাসনব্যবস্থা মানবজাতির অধোগতি ঘটায় ও মানুষের নাম কলঙ্কিত করে। প্রাচীন কালে সাধারণতন্ত্রের আমলে, এমন কি রাজতন্ত্রের অধীনেও জনগণের কোন রূপ প্রতিনিধি থাকিত না , কথাটি পর্য্যন্ত লোকের অজ্ঞাত ছিল।

এটা খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার যে রোমে ট্রিবিউনগণকে দেবতার মত বিবেচনা করা হইলেও এ কল্পনা লোকের মনে উদয় হইত না যে তাঁহারা কখনও জাতির অধিকার সমূহ জবরদখল করিতে পারেন এবং তাঁহারাও ঐরূপ বিশাল জনসংঘের মধ্যে নিজেদের ক্ষমতায় একটি ব্যাপারেও জনমতের সিদ্ধান্ত (plebiscite) চালাইয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই। গ্রাকাই (gracques) ভ্রাতৃদ্বয়ের সময়ে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা হইতে আমরা ধারণা করিতে পারি যে জনগণের এই রূপ সংখ্যাধিক্য হওয়াতে সময়ে সময়ে কিরূপ অসুবিধা হইত ; কারণ ঐ সময়ে নাগরিকগণের কতক অংশকে ঘরের ছাদে উঠিয়া ভোট দিতে হইয়াছিল।

যেখানে অধিকার ও স্বাধীনতাই সর্ব্বস্ব সেখানে অসুবিধার কথা উঠে না। উক্ত বিচক্ষণ জাতির মধ্যে প্রত্যেক জিনিসেরই ন্যায্য দাবী স্বীকৃত হইত, ট্রিবিউনগণ পর্য্যন্ত যাহা করিতে সাহসী হইতেন না তাঁহারা লিকটরগণকে (licteurs) তাহা করিতে দিতেন ; ইহারা তাঁহাদের প্রতি-নিধির স্থানে বসিবার চেষ্টা করিবে এ ভয় তাঁহাদের কখনও হইত না।

শাসনশক্তি কিভাবে সময়ে সময়ে রাজশক্তির প্রতিনিধিত্ব করিত তাহা বুঝিতে পারিলেই ট্রিবিউনগণ কি ভাবে সময়ে সময়ে জাতির প্রতিনিধির স্থানে বসিতেন তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। আইন সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ ; এ হেতু ব্যবস্থাপক ক্ষমতার ব্যবহারে জাতির কোনরূপ প্রতিনিধি

থাকিতে পারে না ; কিন্তু যে শক্তিতে এই আইন প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ কার্য্যকরী ক্ষমতার ব্যবহারে জাতির প্রতিনিধি থাকে ও থাকা উচিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে একটু গভীরভাবে বিষয়টি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ব্যবস্থাবিধি খুব কম জাতিরই আছে। সে যাহাই হউক, এটা নিশ্চিত বুঝা যাইতেছে যে কার্য্যকারী ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে না থাকাতে ট্রিবিউনগণ এখনও তাঁহাদের পদের অধিকার বলে রোমকগণের প্রতিনিধির আসনে বসিতে পারিতেন না, কেবল সেনেটের অধিকার জবর দখল করিয়া লইতে পারিতেন।

গ্রীকগণের মধ্যে জাতির সমস্ত কর্ত্তব্য তাহারা নিজেরা করিত; সর্ব্বদাই তাহারা সাধারণ স্থানে (la place publique) সমবেত হইত। নাতিশীতোষ্ণ দেশ, লোকেও অতি লোভী নয়; কাজ কর্ম্ম দাসগণই করিত; কাজেই স্বাধীনতা লইয়া জাতি ব্যাপৃত থাকিত। তাহাদের মত এতগুলি সুবিধা না থাকিলে ঐ সকল অধিকার কি করিয়া বজাইয়া রাখা সম্ভব? তোমাদের দেশের জলবায়ু উগ্রতর, কাজেই তোমাদের অভাব অভিযোগও * বেশী; বছরের মধ্যে ছয় মাস সাধারণ স্থানগুলি বাসের অনুপযুক্ত থাকে;

* শীত প্রধান দেশে প্রাচীর মত বিলাসিতা ও আরাম প্রিয়তা অভ্যাস করিবার অর্থ তাহার মতই শিকলে বাঁধা পড়িবার ইচ্ছা, আমাদের পক্ষে তাহার বন্ধন প্রাচীর অপেক্ষাও অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইবে।

তোমাদের জবরজং ভাষা খোলা বাতাসে শোনা যায় না ; স্বাধীনতা অপেক্ষা লাভের জন্য তোমরা বেশী ত্যাগ স্বীকার কর, এবং গোলামি অপেক্ষা দারিদ্র্যকে বেশী ভয় কর।

তাহা হইলে ? কেবল গোলামির সাহায্যেই কি স্বাধীনতা রক্ষা হয় ? হয়ত তাই। চরম সুখ ও দুঃখের অনুভূতি এক (les deux excés touchent)। যাহা কিছু প্রকৃতির অনুযায়ী নয় তাহারই নানা অসুবিধা আছে, এবং সাধারণ সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে এ কথা বেশী করিয়া খাটে। মাঝে মাঝে এমন দুঃসময়ও পড়ে যে তখন আরেক জনের স্বাধীনতা বলি দিয়া নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হয়, এবং দাসকে কঠোরতর শৃঙ্খলে বাঁধিলে তবে নাগরিক সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারে। স্পার্টায় এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। আর আধুনিক জাতিগণ, তোমাদের কোন গোলাম নাই, কিন্তু তোমরাই গোলাম ; নিজের স্বাধীনতার মূল্যে তোমরা তাহাদের স্বাধীনতা ক্রয় কর। এইরূপ ব্যবস্থা তোমাদের পছন্দ বলিয়া তোমরা অনেকখানি গর্ব্ব কর বটে কিন্তু আমি ইহার মধ্যে মানবতা অপেক্ষা বেশী ভীরুতাই দেখিতে পাই।

এতদ্দ্বারা আমি বলিতে চাই না যে দাস রাখা আবশ্যক অথবা দাসত্বের অধিকার ন্যায়সঙ্গত, কারণ, ইহার বিপরীত কথাই আমি পুর্ব্বে প্রমাণ করিরাছি ; আমি শুধু আধুনিক জাতিসমূহ যাহারা নিজেদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তাহাদের প্রতিনিধি থাকিবার ও প্রাচীন জাতিসমূহের কোনরূপ

প্রতিনিধি না থাকিবার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চাই। সে যাহাই হউক, যে মুহূর্ত্তে কোন জাতি প্রতিনিধির উপর ভারার্পণ করে, তখন হইতে তাহার স্বাধীনতা অন্তর্হিত হয়; তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়।

সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি দেখিতেছি যে নগর অতি ক্ষুদ্রায়তনের না হইলে অতঃপর আমাদের মধ্যে রাজশক্তির পক্ষে তাহার অধিকার ব্যবহার করা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু অতি ক্ষুদ্রায়তনের হইলে ইহা বিজিত হইবে না? না। আমি ইহার পরে দেখাইব কি উপায়ে বৃহৎ জাতির বাহ্য শক্তির সঙ্গে ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রের সুবিধাজনক শাসনব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলার সংযোগ সাধন করা যায়।

১৬শ অধ্যায়

শাসন প্রতিষ্ঠান কোনরূপ চুক্তির ফল নয়

ব্যবস্থাপক ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে কার্য্যকারী ক্ষমতাও সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক হয়; কারণ শেষোক্ত ক্ষমতা ক্রিয়া করে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের দ্বারা এবং ব্যবস্থাপক ক্ষমতার সঙ্গে উহার কোন মূলগত ঐক্য নাই বলিয়া উহা স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর। যদি রাজশক্তির রাজশক্তি হিসাবে কার্য্যকারী ক্ষমতা থাকা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে অধিকার ও ঘটনা (le fait) * এই দুইয়ের মধ্যে এমন গোল

---

* বর্ত্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে আমার এই প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করিবার ইচ্ছা ছিল; কারণ, রাষ্ট্রের বহিসম্বন্ধের আলোচনা কালে রাষ্ট্র

বাধিত যে কোনটা আইন এবং কোনটা আইন নয় তাহা নির্দ্দেশ করা কাহারও পক্ষে আর সম্ভবপর হইত না ; এবং রাষ্ট্রীয়সমবায় এইরূপে নিজ বৈশিষ্ট্য হারাইয়া যে হিংসা (violence) হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার আক্রমণের মুখে পড়িত।

সামাজিক চুক্তি অনুসারে সকল নাগরিক সমান এবং সকলের কি করা কর্ত্তব্য তাহা সকলে নির্দ্দেশ করিতে পারে কিন্তু কেহ নিজে যাহা করে না অপরকে তাহা করিতে বলিবার কোন অধিকার নাই শাসনকর্ত্তৃত্বের স্থাপনা করিয়া রাজশক্তি ঠিক এই অধিকারটিই, রাষ্ট্রীয়সমবায়কে বাঁচাইবার ও চালাইবার জন্য যাহা অত্যাবশ্যক, রাজাকে দেয়।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে এইরূপে শাসনকর্ত্তৃত্বের স্থাপনা দ্বারা জাতি নিজের ও নির্ব্বাচিত শাসকগণের মধ্যেও একটা চুক্তির করে, যাহার দ্বারা দুইপক্ষের ভিতরে বোঝা-পড়া হইয়া যায় কি কি সর্ত্তে এক পক্ষ শুধু আজ্ঞাকারী ও অপর পক্ষ শুধু আজ্ঞাবহ হইবে। আমার বিশ্বাস সকলেই স্বীকার করিবে যে ইহা এক অদ্ভুত ধরণের চুক্তি বটে। দেখা যাউক এ কথা টিঁকে কি না।

প্রথমতঃ, সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃত্ব যেমন হস্তান্তরিত হইতে

সংঘের কথা (confédérations) স্বতঃই উপস্থিত হইত। এ বিষয়টি একেবারে নূতন, এবং ইহার মূল নীতিসমূহ এ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

পারে না তেমনি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না ; উহা সীমাবদ্ধ করিবার অর্থ উহা নষ্ট করা। রাজশক্তি নিজের উপরে একজন উপরওয়ালা বসাইবে ইহা অযৌক্তিক ও স্ববিরোধী ; তাহার পক্ষে কোন প্রভুর আজ্ঞাবহ হইতে স্বীকার করিবার অর্থ পূর্ব্বেকার অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করা।

অধিকন্তু ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে এইরূপ কোন কোন ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে চুক্তি একটি বিশেষ কাজ ; ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে উহাকে আইন বা রাজশক্তির কাজ বলিয়া গণ্য করা যায় না, কাজে কাজেই উক্ত চুক্তি অবৈধ।

আরও দেখা যাইতেছে যে চুক্তিকারী দুই পক্ষ পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধে কেবল প্রকৃতির আইনের অধীন হইবে এবং নিজ নিজ সর্ত্ত যথাযথ পালন করিবার পক্ষে কোন রকম প্রতিভূ থাকিতেছে না ; এরূপ চুক্তি সমাজ-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। শক্তি যাহার হাতে থাকে কার্য্য করা সব সময়ে তাহার কর্ত্তৃত্বাধীন ; কাজেই, এইরূপ চুক্তি, কোন ব্যক্তি যদি অপরকে বলে,—"তোমাকে আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি দিতেছি এই সর্ত্তে যে তোমার যতটুকু খুশী আমাকে তাহা ফিরাইয়া দিবে," তবে তাহার কাজকে "চুক্তি" নাম দেওয়ার মত হইবে।

রাষ্ট্রে কেবল একটি চুক্তি হইতে পারে, তাহা সম্মেলনের চুক্তি ; ইহার ফলে আর কোন প্রকারের চুক্তির স্থান থাকে না। এই প্রথম চুক্তি লঙ্ঘন করে না এরূপ আর কোন প্রকার সাধারণ (public) চুক্তির কল্পনা করা যায় না।

১৭শ অধ্যায়

শাসন প্রতিষ্ঠান

তাহা হইলে যে কর্ম্মের ফলে শাসনকর্তৃত্বের স্থাপনা হয় কোন সংজ্ঞার ভিতরে উহা পড়ে বলিয়া মনে করিতে হইবে? প্রথমেই বলিয়া রাখি যে উক্ত কর্ম্মটি জটিল অথবা আর দুইটি কর্ম্মের যোগফল; যথা, আইনের প্রতিষ্ঠা ও আইনের প্রয়োগ।

প্রথমটির দ্বারা রাজশক্তি বিধান দেয় যে এই বা এই প্রকারের শাসকসমবায় প্রতিষ্ঠিত হইবে; এই কর্ম্মটি যে আইন বলিয়া গণ্য হইবে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

দ্বিতীয়টির দ্বারা জাতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করে যাঁহাদের হাতে নির্দিষ্ট শাসনতন্ত্র চালাইবার ভার দেওয়া হয়। এখন, এই যে নির্ব্বাচন ক্রিয়া, ইহা বিশেষ একটি কাজ মাত্র এবং ইহাকে প্রথমটির মত আইন বলিয়া গণ্য করা যায় না; ইহা কেবল প্রথমটির একটি ফল এবং শাসন-কর্তৃপক্ষের করণীয়।

এখানে বুঝা শক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে যে শাসনকর্তৃপক্ষ যখন অবিদ্যমান তখন কিরূপে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্ম্ম করিতে পারে এবং যে জাতি রাজশক্তি বা প্রজা মাত্র তাহাই বা স্থলবিশেষে কিরূপে রাজা বা মাজিষ্ট্রেট হইতে পারে।

এখানে রাষ্ট্রীয়সমবায়ের নানা বিস্ময়কর গুণের মধ্যে একটি প্রকাশ পাইতেছে; ঐ সকল গুণের বলে বাহ্যতঃ পরস্পর

বিরোধী ক্রিয়ার ভিতরে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়; রাজশক্তি আকস্মিকভাবে গণতন্ত্রে পরিণত হইবার ফলে ইহা হয়; এইভাবে কোনরূপ স্পষ্ট পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে কেবল সমষ্টির সহিত সমষ্টির একটা নূতন সম্বন্ধের জোরে নাগরিকগণ মাজিষ্ট্রেট হইয়া দাঁড়ায়, সাধারণ কাজ ছাড়িয়া বিশেষ কাজে এবং ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন করা ছাড়িয়া উহার প্রয়োগে হাত দেয়।

এইরূপ সম্বন্ধ পরিবর্ত্তন অনুমানের চাতুর্য্য মাত্র নয়, ব্যবহারিক জগতে ইহার দৃষ্টান্ত আছে; ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে ইহা রোজ দেখা যায়, সেখানে নিম্নতর সভা, কোন কোন উপলক্ষে কার্য্যাদি উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিবার জন্য, আপনার মধ্য হইতে গ্র্যাণ্ড কমিটি গঠন করে এবং এইরূপে এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে উহা যে রাজশক্তির পরিষদ (cour souveraine) পদে ছিল তাহা হইতে নামিয়া সামান্য আলোচনা সভায় পরিণত হয়; তার পরে কমিটির আলোচনা ফল আবার গণসভা (House of Commons) হিসাবে নিজের কাছেই পেশ করে এবং এক নাম গ্রহণ করিয়া যাহা সে স্থির করিয়াছে, আরেক নাম গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাহাই আলোচনা করে।

এই গণতান্ত্রিক শাসনের বিশেষ সুবিধা এই যে ইহা কার্য্যতঃ সাধারণ ইচ্ছার একটি সহজ বিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তার পরে, এইরূপ শাসনব্যবস্থা গৃহীত হইলে উক্ত অস্থায়ী শাসনশক্তি কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিতে

থাকে অথবা আইনে যে প্রকারের শাসন নির্দ্দেশ করা হয় রাজশক্তির নামে সেই প্রকার শাসনের প্রতিষ্ঠা করে এবং সমস্ত কার্য্যটি এইরূপে আইনসঙ্গত হয়। আর কোন উপায়ে বৈধভাবে এবং ইতিপূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত মূল নীতিসমূহ লঙ্ঘন না করিয়া শাসনকর্ত্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

১৮শ অধ্যায়

শাসনকর্ত্তৃত্ব জবরদখল হওয়া কি উপায়ে নিবারণ করা যায়

এই সকল ব্যাখ্যা ১৬শ অধ্যায়ে লিখিত বিষয় সুপ্রমাণিত করিতেছে এবং তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে যে কর্ম্মের দ্বারা শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা চুক্তি নয়, তাহা আইন; যাহারা কার্য্যকারী ক্ষমতার ন্যাসরক্ষক তাহারা জাতির কর্ম্মচারী মাত্র, প্রভু নয়; জাতির ইচ্ছা মাত্রে তাহারা প্রতিষ্ঠিত এবং অপসৃত হইতে পারে; তাহাদের সঙ্গে কথা আদেশ পালন করিবে, চুক্তি-বদ্ধ হইবার কোন কথা উঠে না; এবং রাষ্ট্র যে সকল কর্ত্তব্যের ভার তাহাদের উপর অর্পণ করে তাহা বহন করিয়া তাহারা নাগরিক হিসাবে তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করে মাত্র এবং ঐ সকল কর্ত্তব্যের সর্ত্ত সম্বন্ধে তর্ক করিবার কিছুমাত্র অধিকার তাহাদের থাকে না।

তাহা হইলে দাঁড়ায় যে জাতি যখন কোন পুরুষানুক্রমিক শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা নির্দ্দিষ্ট পরিবারে আবদ্ধ রাজতন্ত্র হউক্ বা নাগরিকগণের নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে আবদ্ধ

অভিজাততন্ত্র হউক্, তখন তাহারা কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় না, শাসনব্যবস্থাকে তাহারা একটা অস্থায়ী রূপ দেয়, যতদিন পর্য্যন্ত তাহা পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা তাহাদের না হয়।

এ কথা সত্য যে এইরূপ পরিবর্ত্তনের চেষ্টা সর্ব্বদা বিপজ্জনক হইয়া থাকে এবং সাধারণের কল্যাণের প্রতিকূল না হইলে প্রতিষ্ঠিত শাসনকর্ত্তৃত্বে কখনও হাত দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু এই সতর্কতার বাণী রাজনীতির একটি উপদেশ মাত্র, ইহা অধিকারের দাবী নয়; রাষ্ট্র যেমন সেনাপতিগণের হাতে সামরিক কর্তৃত্ব, তেমনি শাসনকর্ত্তাগণের হাতে বে-সামরিক বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দিতে বাধ্য নয়।

ইহাও সত্য যে ঐরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক গণ্ডগোল হইতে নিয়মানুগ এবং বৈধ কর্ম্মের, এবং দল বিশেষের চীৎকার হইতে সমগ্র জাতির ইচ্ছার পার্থক্য নির্ণয় করিবার জন্য আবশ্যকীয় রীতিগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পালন করিতে পারা যায় না। বিশেষ করিয়া এইরূপ অপ্রীতিকর ক্ষেত্রে নিতান্ত দায়ে পড়িয়া যতটুকু ছাড়িতে অস্বীকার করা যায় না, মাত্র ততটুকু ছাড়িতে হইবে; এবং এই দায়সূত্রে রাজা জাতির অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনার ক্ষমতা বজাইয়া রাখিবার মস্ত সুবিধা পাইয়া যান, এবং তিনি ক্ষমতা জবর-দখল করিয়াছেন তাহা বলিবার পথও থাকে না; কারণ, নিজ অধিকারসমূহই পরিচালনা করিতেছেন এইরূপ দেখাইয়া ঐ সুযোগে সেই সকল অধিকার যদৃচ্ছা বাড়াইয়া

লওয়া খুব সহজ এবং সাধারণ শান্তি রক্ষার অজুহাতে, শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে সে সকল সভা সমিতি হয় তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়াও সহজ। এইরূপে যে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিবার তিনি প্রতিবন্ধকতা করেন, অথবা যে সকল অনাচার (irrégularités) তিনি অনুষ্ঠিত করান, তাহার সুবিধা লইয়া তিনি ধরিয়া লন যে ভয়ে যাহারা নির্ব্বাক থাকে তিনি তাহাদের সম্মতি লাভ করিয়াছেন এবং যাহারা কথা বলিতে সাহস করে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন। ডিসেম্ভিরগণ * (les decemvirs) প্রথমে এক বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া ও পরে আরেক বৎসর তাহাদের কার্য্যকাল বাড়াইয়া দেওয়া হইলে, এই উপায়ে কমিসিয়ার * অধিবেশন না হইতে দিয়া ক্ষমতা চিরস্থায়ী করিবার প্রয়াস পান, এবং এই সহজ উপায়েই পৃথিবীর সমস্ত শাসনকর্ত্তৃপক্ষ একবার জাতীয় শক্তি হাতে পাইয়া শীঘ্র হউক্ বা বিলম্বে হউক্, রাজশক্তির কর্ত্তৃত্ব জবরদখল করিয়া লন।

পূর্ব্বে আমি যে সাময়িক অধিবেশনের কথা বলিয়াছি তাহা এইরূপ দুর্ব্বিপাক নিবারণ বা স্থগিত করিবার পক্ষে উপযোগী, বিশেষতঃ যখন আনুষ্ঠানিক অধিবেশন আহ্বান করিবার প্রয়োজন হয় না ; কারণ, সেক্ষেত্রে আপনাকে

* Decemviri—(10 men), a college of officials at Rome, with various functions, legal and religious.

* * Comitia—Comitium, a space in Rome originally used for meetings of the Assembly and for courts of Law. Later on it was incorporated in the Forum. (অনুবাদক)।

প্রকাশ্যভাবে আইনভঙ্গকারী এবং রাষ্ট্রের শত্রুরূপে পরিচয় না দিয়া রাজা ঐ অধিবেশন বন্ধ করিতে পারেন না।

এই সকল অধিবেশন, যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য সামাজিক চুক্তির সংরক্ষণ, বরাবর দুইটি প্রস্তাব লইয়া আরম্ভ হইবে ; এই প্রস্তাব দুইটি কেহ কখন অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না এবং তাহাদের উপরে পৃথকভাবে ভোট লইতে হইবে।

প্রথম -"বর্ত্তমানে যে প্রকারের শাসনতন্ত্র আছে তাহা রক্ষা করাই রাজশক্তির ইচ্ছা কিনা।"

দ্বিতীয়টি—"বর্ত্তমানে যাহাদের হাতে শাসনভার ন্যস্ত আছে তাহাদের হাতে উহা রাখাই প্রজাগণের ইচ্ছা কিনা ?"

যাহা প্রমাণ করিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস এখানে আমি তাহাই ধরিয়া লইতেছি ; অর্থাৎ, রাষ্ট্রের ভিতরে এমন কোন মৌলিক আইন নাই যাহা প্রত্যাহার করা যায় না, এমন কি সামাজিক চুক্তি পর্য্যন্ত বাদ পড়ে না, কারণ, সকল নাগরিক যদি এই চুক্তি ভাঙ্গিবার জন্য একমত হইয়া সমবেত হয় সেক্ষেত্রে সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না যে উহা অত্যন্ত বৈধ-ভাবেই ভাঙ্গা হইয়াছে। গ্রোটিয়ুস এমনও মনে করেন যে প্রত্যেক লোক দেশ হইতে বাহিরে গেলে সে যে রাষ্ট্রের সভ্য তাহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিতে ও স্বীয় স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারে (১)। তাহা

১। কিন্তু ইহা দেখিতে হইবে যে সে কর্ত্তব্য এড়াইবার অথবা যখন আমাদের সেবা দেশের পক্ষে প্রয়োজন তখন পলাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বাহিরে না যায়। সে অবস্থায় পলায়ন করা অপরাধ

হইলে যাহা নাগরিকগণের প্রত্যেকে পৃথক ভাবে করিতে পারে, সকলে মিলিত ভাবে তাহা করিভে পারিবে না, ইহা অযৌক্তিক।

বলিয়া গণ্য ও শাস্তির যোগ্য হইবে; উহা স্বেচ্ছাকৃত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করা নয়, সামরিক কার্য্য বিনানুমতিতে পরিত্যাগ করা।

সামাজিক চুক্তি বা রাষ্ট্রীয় অধিকারের মূলকথা

চতুর্থ খণ্ড

১ম অধ্যায়

সাধারণ ইচ্ছার ধ্বংস নাই

কতকগুলি লোক একত্র সমবেত হইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাদিগকে একটি সমষ্টি বলিয়া বিবেচনা করে, ততক্ষণ তাহাদের মধ্যে মাত্র একটি ইচ্ছা থাকে—যাহার লক্ষ্য সকলের সংরক্ষণ ও সাধারণের কল্যাণ। ততক্ষণ রাষ্ট্রের সমস্ত কলকব্জা সহজ ও কার্য্যক্ষম থাকে; তাহার নিয়মবিধি পরিষ্কার ও সহজবোধ্য হয়; কোনরূপ স্বার্থের গণ্ডগোল ও পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকে না; সাধারণের কল্যাণ চেষ্টা সর্ব্বত্র স্পষ্ট প্রকাশ পায় এবং অনুধাবন করিয়া দেখিলেই উহা চোখে পড়ে। শান্তি, ঐক্য ও সাম্য রাজনৈতিক চালবাজির শত্রু। সাধু ও সরল লোককে তাহাদের সারল্যের জন্যই প্রতারণা করা কঠিন; লোভ দেখাইয়া বা চালাকির দ্বারা তাহাদিগকে ঠকান যায় না, প্রতারিত হইবার মত সূক্ষ্মবুদ্ধি পর্য্যন্ত তাহাদের নাই। যখন দেখা যায় পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুখী জাতির

মধ্যে একদল কৃষক ওক বৃক্ষের নীচে বসিয়া রাষ্ট্রের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে ও আপনাদের কার্য্যে সর্ব্বদা বিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছে, তখন কি অপর যে সকল জাতি বিস্তর কলা কৌশল ও গোপনতার সাহায্য লইয়া আপনাদের খ্যাতি বিস্তার ও আপনাদিগকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে, তাহাদের মার্জ্জিত সভ্যতাকে লোকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারে ?

এইরূপে শাসিত রাষ্ট্রের খুব অল্প আইনের দরকার হয় ; নূতন ব্যবস্থা বিধি প্রণয়নের প্রয়োজন হইলে এই প্রয়োজন সর্ব্বত্র অনুভূত হয়। যে প্রথম প্রস্তাব করে, সে আর সকলে মনে মনে যাহা অনুভব করিয়াছে মাত্র তাহাই প্রকাশ করে ; এবং যখন সে বুঝিতে পারে যে আর সকলে তাহার মতে চলিবে তখন আর প্রত্যেকে যাহা করণীয় বলিয়া ইতিমধ্যে স্থির করিয়া ফেলিয়াছ তাহা আইনরূপে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য কোনরূপ দলাদলি করিবার বা বাগ্মিতার পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয় না।

রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ ভুল করেন এইজন্য যে, তাঁহাদের চোখে কেবল এমন সকল রাষ্ট্র পড়ে যেগুলি প্রথমাবধি কু-গঠিত ; কাজেই ঐরূপ নীতি যে কোন রাষ্ট্রে চালান যাইতে পারে ইহা তাঁহাদের কাছে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। যে কোন ধূর্ত্ত প্রতারক বা বক্রোক্তিদক্ষ বক্তা (un parleur insinuant) পারী বা লণ্ডনের লোককে কত না প্রলাপে বিশ্বাস জন্মাইতে পারে তাহা ভাবিয়া তাঁহারা হাস্য করেন। তাঁহারা জানেন না

যে বার্ণের (Berne) লোক ক্রমওয়েলকে ঘণ্টা বাঁধিয়া দিত ও জেনেভার লোক ডুাক্ বোফর্টকে দিয়া ঘানি টানাইত।

কিন্তু সমাজ-বন্ধন যখন আল্‌গা হইতে আরম্ভ করে ও রাষ্ট্র দুর্ব্বল হইতে থাকে, যখন বিশেষ স্বার্থ প্রবল হয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীগুলি বৃহত্তর সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, তখন সাধারণ স্বার্থের পরিবর্ত্তন হয় ও উহার বিরোধী লোকের উদয় হয়; মতের ঐক্য দেখা যায় না; সাধরণ ইচ্ছা ও সকলের ইচ্ছা আর এক থাকে না; বিরোধ ও বিতর্ক গা ঝাড়িয়া উঠে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরামর্শও আর বিনা প্রতিবাদে গ্রাহ্য হয় না।

অবশেষে রাষ্ট্র যখন ধ্বংসের মুখে উপস্থিত হয়, ফাঁকা ও অবাস্তব বাহিরের কাঠাম মাত্র উহার অবশিষ্ট থাকে, সকলের মনের সামাজিক বন্ধনের যোগসূত্র ছিঁড়িয়া যায়, যখন অতি অপকৃষ্ট স্বার্থপরতা নির্লজ্জভাবে সাধারণ হিতের পবিত্র নামে আপনাকে প্রচার করে তখন সাধারণ ইচ্ছা মূক হইয়া যায়; সকলে গোপন উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হইয়া নাগরিকরূপে এমন মত প্রকাশ করে যেন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কোন কালে ছিল না; এবং মিথ্যা করিয়া ব্যবস্থাবিধির নামে এমন বহু অন্যায় বিধান (décrets) প্রচারিত হয় বিশেষ স্বার্থসিদ্ধি যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ইহা হইতে কি প্রতিপন্ন হয় যে সাধারণ ইচ্ছা বিনষ্ট বা দূষিত হয়? না; উহা চিরকাল স্থির, অপরিবর্ত্তিত ও বিশুদ্ধ

থাকে ; কিন্তু অন্য পাঁচ রকম ইচ্ছাকে উহার উপরে স্থান দেওয়া হয় বলিয়া সে গুলি অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। সাধারণ স্বার্থ হইতে নিজের স্বার্থ পৃথক করিতে উদ্যত হইয়া প্রত্যেকই দেখিতে পান যে সম্পূর্ণরূপে উহা বিচ্ছিন্ন করা যায় না ; কিন্তু অন্যের সহিত সম্বন্ধশূন্য যে কল্যাণ (du bien exclusif) কেবল নিজস্ব রূপে পাইবার জন্য সে চেষ্টা করে, তাহার তুলনায় সাধারণ বিপদ আপদের যে-অংশ নিজের ভাগে পড়ে তাহা কিছুই-না বলিয়া তাহার মনে হয়। এই বিশেষ কল্যাণের কথা ছাড়িয়া দিলে, নিজের স্বার্থের খাতিরে সে, সাধারণ কল্যাণ অপর কেহ যেরূপ প্রবল ভাবে আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপই আকাঙ্ক্ষা করে। এমন কি টাকার জন্য ভোট বিক্রয় করিলেও তাহার মন হইতে সাধারণ ইচ্ছা লুপ্ত হয় না ; সে কেবল সাধারণ ইচ্ছা এড়াইয়া যায়। সে যে দোষ করে তাহা এই যে, জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের স্বরূপ পরিবর্ত্তন করে এবং যাহা জিজ্ঞাসা করা হয় তদতিরিক্ত অবান্তর বিষয়ের উত্তর দেয় ; এইরূপে কোন বিষয়ে ভোট দিবার সময় "ইহা রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর" ইহা না বলিয়া সে বলে, "এই মত গ্রাহ্য হইলে অমুক লোক বা অমুক দলের কল্যাণ হইবে"। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পরিষদে সাধারণ শৃঙ্খলার আইনরূপ সাধারণ ইচ্ছা বজায় যতটা প্রয়োজন, উহাকে সব সময়ে প্রশ্ন করিবার ও উহার নিকট হইতে উত্তর পাইবার ব্যবস্থা করা তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন।

এখানে আমি রাজশক্তির প্রত্যেক কাজে নাগরিকগণের ভোট দিবার সহজ অধিকার—যাহা হইতে তাহাদিগকে কোন কিছু বঞ্চিত করিতে পারে না—তাহার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার, প্রস্তাব করিবার, দল গঠন করিবার ও আলোচনা করিবার অধিকার—যাহা শাসনশক্তি সর্ব্বদা কেবল আপন সভ্যগণের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে বিশেষ সচেষ্ট—সে সকলের সম্বন্ধেও অনেক সুচিন্তিত মন্তব্য করিতে পারিতাম ; কিন্তু এই জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য একখানা আলাদা পুস্তক লিখিতে হয় ; এই পুস্তকে আমি সকল কথা বলিয়া উঠিতে পারিব না।

২য় অধ্যায়

ভোট দেওয়া

পূর্ব্ব অধ্যায় হইতে দেখা যায় যে সাধারণ কার্য্যসমূহ যেভাবে নিষ্পত্তি করা হয় তাহা হইতে রাষ্ট্রীয় সমবায়ের প্রকৃত নৈতিক অবস্থা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায়। পরিষদে যতই ঐক্য দেখা যাইবে, অর্থাৎ মত যত সর্ব্বসম্মত হইবে সাধারণ ইচ্ছাও তত প্রবল হইবে ; কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী বিতর্ক, মত বিরোধ, কলহ হইতে প্রকাশ পায় যে বিশেষ স্বার্থ প্রবল হইতেছে ও রাষ্ট্রের অবনতি হইতেছে।

কিন্তু ইহা তত স্পষ্ট বুঝা যায় না যদি রাষ্ট্রীয় গঠন ব্যবস্থার মধ্যে দুই বা বেশী শ্রেণীর স্থান থাকে, যেমন ছিল রোমে প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবীয়ান শ্রেণী (Patrician and Plebeian); সাধারণতন্ত্রের আমলে সম্পূর্ণ শান্তির সময়েও কমিসিয়া (Comitia) প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবীয়ানগণের কলহে অতিষ্ঠ হইত। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখিতে যতটা আসলে ততটা নয়; কারণ, সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সমবায়ের অন্তর্নিহিত ত্রুটির ফলে দেখা যায় যেন একটি রাষ্ট্রের মধ্যে দুইটি রাষ্ট্র আছে; সমবেত ভাবে দুইটির সম্বন্ধে যাহা খাটে না, পৃথক ভাবে দুইটির সম্বন্ধে তাহা খাটে। বাস্তবিক পক্ষে দেখা গিয়াছে যে প্রবল ঝড় ঝাপটার সময়েও সিনেট হস্তক্ষেপ না করিলে জনমতের সিদ্ধান্ত (Plebiscites) বেশ শান্তভাবে ও বহু অধিক সংখ্যক ভোটের জোরে পাশ হইয়া গিয়াছে; সকল নাগরিকের স্বার্থ এক বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে মাত্র একটি ইচ্ছা বর্তমান।

চাকা ঘুরিলে আবার ঐক্য দেখা যায়; নাগরিকগণকে যখন পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয় তখন তাহাদের কোন স্বাধীনতা বা ইচ্ছা থাকে না। তখন ভয় ও চাটুবাদ ভোটকে প্রশস্তিতে পরিণত করে; তখন আর লোকে বিচার করে না, হয় পূজা না হয় অভিসম্পাত করে। সম্রাটগণের শাসনকালে সিনেট এই প্রকার ঘৃণিত উপায়ে আপনার অভিমত প্রকাশ করিত। কখন কখন সতর্কতার হাস্যকর অভিনয় করিয়া

একাজ করা হইত। ট্যাসিটাস (Tacitus) বলেন[১] ওথোর (Otho) সময়ে সিনেটরগণ ভিটেলিয়ুসকে (Vitellius) অভিসম্পাতে জর্জ্জরিত করিতে গিয়া ঠিক সেই সময়েই ভীষণ গোলমাল বাধাইয়া দিল ; উদ্দেশ্য এই যে ভিটেলিয়ুস ভবিষ্যতে কখনও তাহাদের প্রভু হইলে তাহাদের মধ্যে কে কি বলিয়াছে তাহা জানিতে পারিবেন না।

সাধারণ ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যত কম বা বেশী সহজ ও রাষ্ট্র যত কম বা বেশী অবনতির মুখে, তাহা বিবেচনায় যে সকল নিয়মের দ্বারা ভোট গণনা করিবার ও বিভিন্ন মতের পরস্পরের সহিত তুলনা করিবার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, তাহার উদ্ভব হয় এই প্রকার বিভিন্ন বিষয়ের পর্য্যালোচনা হইতে। আইনের প্রকৃতি বশতঃ যাহাতে সর্ব্বসম্মত মতের প্রয়োজন হয় এমন আইন একটি মাত্র আছে ; সেটি সামাজিক চুক্তি ; সমাজ বন্ধনের কাজ পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা ইচ্ছাধীন কাজ। সকল মানুষ জন্মগত দাবীতে স্বাধীন ও নিজে নিজের প্রভু (tout homme étant né lîbre et maitre de lui-même), কাজেই কোন রকম অজুহাতেই কেহ কোন ব্যক্তির অসম্মতিতে তাহাকে পরাধীন করিতে পারে না। গোলামের পুত্র গোলাম হইয়া জন্মে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার অর্থ সে মানুষ হইয়া জন্মে না এইরূপ সিদ্ধান্ত করা।

তাহা হইলে দেখা যায় যে সামাজিক চুক্তি করিবার সময়ে

১ Histoire 1. 85 (Ed)

উহার বিরোধী হইয়া যাহারা দেখা দেয় তাহাদের বিরোধিতার দ্বারা চুক্তি অসিদ্ধ হয় না, উহা তাহাদের চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইবার প্রতিবন্ধকতা করে মাত্র*; নাগরিকগণের মধ্যে ইহারাই বিদেশী। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়ে বসবাস দ্বারা ঐ চুক্তিতে সম্মতি দেওয়া বুঝায়; রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বাস করিবার অর্থ রাজশক্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার করা।

এই মৌলিক চুক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও সকলক্ষেত্রেই সংখ্যা-গরিষ্ঠের ভোট সকলকে মানিতে হয়; ইহাও ঐ চুক্তিরই একটি ফল। লোকে জিজ্ঞাসা করিবে একই ব্যক্তি কি করিয়া স্বাধীন হইতে ও সঙ্গে সঙ্গে যে ইচ্ছা তাহার নিজের নহে তদনুসারে চলিতে বাধ্য হইতে পারে? বিরোধী দল কি করিয়া একই কালে স্বাধীন ও যে সকল আইন তাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা মানিতে বাধ্য হইতে পারে?

আমি উত্তর দিব, এ প্রশ্নটি ঠিকমত জিজ্ঞাসা করা হইল না। সকল আইনেই নাগরিকের সম্মতি থাকে,—যেগুলি তাহার অমতে বিধিবদ্ধ হয় তাহাতেও থাকে, এমন কি যেসকল আইন,

* এ কথা কেবল স্বাধীন রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে; কারণ অন্যত্র পরিবার-বন্ধন, সম্পত্তি, আশ্রয়াভাব, প্রয়োজন বা জবরদস্তি, কোন দেশের অধিবাসীকে তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই দেশে আবদ্ধ রাখিবার হেতু হইতে পারে; সে অবস্থায় বসবাস দ্বারা চুক্তিতে তাহার সম্মতি অথবা চুক্তি লঙ্ঘন করা বুঝায় না।

উহাদের মধ্যে কোন একটি সে অমান্য করিতে সাহসী হইলে, তাহার শাস্তির বিধান করে, তাহাতেও তাহার সম্মতি থাকে। রাষ্ট্রের সকল সভ্যের একনিষ্ঠ (constante) ইচ্ছাই হইল সাধারণ ইচ্ছা[১]; ইহার বলেই তাহারা নাগরিক, তাহারা স্বাধীন। গণ-পরিষদে (l'assemblée du peuple) যখন কোন আইনের প্রস্তাব করা হয়, তখন জাতিকে ঠিক একথা জিজ্ঞাসা করা হয় না যে তাহারা প্রস্তাবটি অনুমোদন বা অগ্রাহ্য করে কি না, তখন জিজ্ঞাসা করা হয় উক্ত প্রস্তাব সাধারণ ইচ্ছার অর্থাৎ তাহাদের ইচ্ছার অনুযায়ী কিনা। প্রত্যেকে ভোটের দ্বারা এ সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করে এবং ভোটের হিসাব করিয়া সাধারণ ইচ্ছা কোন দিকে তাহা প্রকাশ করা হয়। তাহা হইলে আমার বিরুদ্ধ মত যখন প্রবল হয় তখন শুধু ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমার ভুল হইয়াছিল এবং সাধারণ ইচ্ছা বলিয়া আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিক সাধারণ ইচ্ছা নহে। আমার বিশেষ ইচ্ছা জয়ী

---

১ জেনোয়াতে কয়েদখানার উপর ও যে সকল কয়েদীকে জাহাজে বাঁধিয়া অবিশ্রান্ত দাঁড় টানান হইত (galériens) তাহাদিগের শৃঙ্খলের উপর লেখা থাকিত Libertas (স্বাধীনতা)। কথাটির এইরূপ ব্যবহার স্থানোচিত ও চমৎকার বটে। বাস্তবিক পক্ষে, সকল রকম কুকর্ম্মীর দল নাগরিকের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার বাধা জন্মায়। যে দেশে এই রকমের সকল ব্যক্তিকেই দাঁড় টানিবার জন্য জাহাজে নির্ব্বাসিত করা হয় সেখানে লোকে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে।

হইলে যাহা আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম তাহা হইতে ভিন্ন জিনিস পাইতাম ; সেক্ষেত্রে আমি আর স্বাধীন থাকিতাম না।

একথা সত্য যে ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সাধারণ ইচ্ছার সকল লক্ষণ এখনও সংখ্যা-গরিষ্ঠতার দ্বারা প্রকাশ পায় ; যখন ঐগুলি আর সংখ্যা-গরিষ্ঠতার দ্বারা প্রকাশ পাইবে না তখন কেহ যে পক্ষই অবলম্বন করুক না কেন, স্বাধীনতার অস্তিত্ব আর থাকিবে না।

ইতিপূর্ব্বে সার্ব্বজনিক (publiqe) আলোচনার সময়ে, সাধারণ ইচ্ছার জায়গায় কি ভাবে বিশেষ ইচ্ছাকে স্থান দেওয়া হয় তাহা দেখাইবার কালে, আমি এই অনাচার নিবারণ করিবার কার্য্যকরী উপায় উপযুক্তরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি ; এ সম্বন্ধে পরে আমি আরও কিছু বলিব। যে সকল নীতি অনুসারে এই ইচ্ছা ঘোষণা করিবার পক্ষে আবশ্যক ভোটের সংখ্যার অনুপাত নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, আমি তাহাও বলিয়াছি। মাত্র এক ভোটের ইতর বিশেষে সাম্য নষ্ট হয় ; মাত্র একজনের বিরোধিতায় সর্ব্বসম্মত ঐক্য নষ্ট হয় ; কিন্তু সাম্য ও সর্ব্বসম্মত ঐক্যের মধ্যে অনেক অসমান বিভাগ আছে ; রাষ্ট্রীয় সমবায়ের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে এই বিভাগের প্রত্যেকটিতে ঐ অনুপাত নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে।

দুইটি সাধারণ নিয়ম অনুসারে এই সকল সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে ; একটি এই যে, আলোচনার বিষয় যত

প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ব-সম্পন্ন যে মত জয়ী হইবে তাহা তত সর্ব্বসম্মত ঐক্যের কাছে যাওয়া উচিত ; অপরটী এই যে, কাজ যত তাড়াতাড়ি শেষ করা আবশ্যক মতভেদের ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট পার্থক্যের পরিমাণ তত সঙ্কুচিত করিতে হইবে ; যে ক্ষেত্রে হাতে হাতে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলা আবশ্যক সেখানে এক ভোটের তফাৎ যথেষ্ট। এই দুইটি নির্দ্দেশের ভিতরে প্রথমটি ব্যবস্থাবিধি প্রণয়নের পক্ষে ও দ্বিতীয়টি কার্য্য নির্ব্বাহের পক্ষে উপযোগী বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক, ইহাদের সংযোগের ফলে সংখ্যাধিক্যের মাত্রা নির্দ্ধারণ করিবার প্রকৃষ্ট মান পাওয়া যাইবে।

৩য় অধ্যায়

নির্ব্বাচন

শাসন কর্ত্তা (prince) ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণের নির্ব্বাচন মিশ্র কাজ একথা আমি বলিয়াছি ; নির্ব্বাচনের জন্য দুইটি কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে। যথা মনোনয়ন ও লটারী। বিভিন্ন সাধারণ-তন্ত্রে এই দুইটি কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে এবং ভেনিসের "ডজ" (doge) নির্ব্বাচনে এই উভয়ের একটা জটিল সমন্বয় এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্তেসকিউ বলেন, "লটারীর দ্বারা নির্ব্বাচন গণতন্ত্রের প্রকৃতি-বিশিষ্ট"। একথা মানিয়া লইলাম; কিন্তু কোন অর্থে? তিনি আরও বলেন, লটারীর দ্বারা নির্ব্বাচন কাহারও দুঃখের কারণ হয় না; ইহাতে প্রত্যেক নাগরিক পিতৃভূমির সেবা করিবার কিয়ৎ পরিমাণ আশা পোষণ করিতে পারেন।" ইহা যথার্থ কারণ নহে।

শাসক নির্ব্বাচন রাজশক্তির কাজ নয়, শাসন-ব্যবস্থার কাজ, এ কথা মনে রাখিলে বুঝা যাইবে কেন লটারীর দ্বারা নির্ব্বাচন প্রণালী গণতন্ত্রের অধিক অনুযায়ী; ইহার কারণ গণতন্ত্রে শাসন-শক্তির কর্ম্মের সংখ্যা যত কম হয় শাসন তত উৎকৃষ্ট হয়।

প্রকৃত গণতন্ত্রে ম্যাজিষ্ট্রেটপদ লাভজনক নহে, বরং ইহা গুরু কর্ত্তব্যের ভার—যাহা নিরপেক্ষভাবে একজনকে ছাড়িয়া আরএকজনের উপরে ন্যস্ত করা যায় না। শুধু আইন, লটারীতে যাহার নাম উঠে, তাহার উপর এ ভার চাপাইতে পারে। কারণ, সেক্ষেত্রে সকলের বেলায় অবস্থা সমান থাকে বলিয়া এবং কোন মানুষের ইচ্ছার উপর মনোনয়ন নির্ভর করে না বলিয়া, আইনের সার্ব্বজনীনত্ব যে প্রকারের বিশেষ প্রয়োগের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় তাহা ঘটে না।

অভিজাততন্ত্রে শাসনকর্ত্তাই শাসনকর্ত্তা মনোনয়ন করেন, শাসনশক্তি নিজে নিজের সংরক্ষণ করে এবং ভোট ঠিক মত দেওয়া হয়।

ভেনিসে "ডজের" নির্ব্বাচনের দৃষ্টান্ত এই পার্থক্য দূর না করিয়া বরং দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে; এই মিশ্র প্রণালী মিশ্র শাসনতন্ত্রের পক্ষে উপযোগী। ভেনিসের শাসনতন্ত্রকে প্রকৃত অভিজাততন্ত্র বলিয়া মনে করা ভুল। ভেনিসের শাসনকর্ত্তৃত্বে জনসাধারণের হাত না থাকিলেও সেখানে অভিজাত সম্প্রদায় ছিল জনসাধারণের স্থানীয়। একদল দরিদ্র বার্নাবোট* লইয়া গঠিত এই অভিজাত সম্প্রদায় যাহারা কখনও ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসের কাছে যায় না, যাহাদের "একসেলেন্সী" এই শূন্য খেতাব ও গ্রাণ্ডকাউন্সিলে বসিবার অধিকার ছাড়া আভিজাত্যের আর কিছুই নাই। এই গ্রাণ্ড কাউন্সিলের সভ্য সংখ্যা আমাদের জেনেভার সাধারণ কাউন্সিলের সভ্য সংখ্যার মতই বহু এবং উক্ত কাউন্সিলের মাননীয় সভ্যগণের অধিকার আমাদের সাধারণ নাগরিকগণের অধিকার অপেক্ষা বেশী নহে। এই দুই সাধারণতন্ত্রের মধ্যে যে বৈষম্য আছে তাহা ছাড়িয়া দিলে, একথা ঠিক যে জেনেভার বুর্জ্জোআ শ্রেণী ভেনিসের প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণীর ঠিক সমতুল্য; আমাদের দেশীয়গণ ও বাসিন্দাশ্রেণী ভেনিসের শহরবাসী ও জনসাধারণের সমতুল্য এবং আমাদের চাষী ভেনিসের প্রধান ভূভাগে অবস্থিত প্রজার

---

* Barnabotes—Barnabites. Roman Catholic order founded in 1530 at Milan, deriving its popular name from its association with the Church of St. Barnabas at Milan.—The Modern Encyclopoedia.

(অনুবাদক)

সমতুল্য। এবং এই সাধারণতন্ত্রের বৃহৎ আয়তনের কথা ছাড়িয়া দিলে, যে দিক হইতেই উহার কথা বিবেচনা করা যাউক না কেন, দেখা যাইবে উহার শাসন-ব্যবস্থা আমাদের শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা বেশী অভিজাততান্ত্রিক নহে ; একমাত্র প্রভেদ এই যে আমাদের যাবজ্জীবনের জন্য নির্ব্বাচিত কোন শাসনকর্ত্তা না থাকায় লটারী করিবার প্রয়োজন হয় না।

প্রকৃত গণতন্ত্রে লটারীর দ্বারা নির্ব্বাচনে বিশেষ অসুবিধা হয় না ; কারণ, রীতিনীতিতে ও প্রতিভায় তথা মতামত ও আর্থিক অবস্থায় সকলেই কতকটা সমান হওয়ায় মনোনয়নের পাত্র সম্বন্ধে খানিকটা ঔদাসীন্য আসিয়া যায়। কিন্তু আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রকৃত গণতন্ত্র দেখা যায় না।

যেখানে মনোনয়ন ও লটারী উভয়েরই ব্যবহার হয় সেখানে, সমর বিভাগের পদের মত যে-সকল পদে বিশেষ যোগ্যতা আবশ্যক হয়, সেই সকল পদে লোক নিয়োগের জন্য প্রথমটির প্রয়োজন ; বিচার বিভাগের পদের মত যে-সকল পদে সুবুদ্ধি, ন্যায়পরতা; সাধুতা থাকিলেই চলে—সেই গুলিতে লোক নিয়োগের জন্য অপরটি সুবিধাজনক ; কারণ, সুব্যবস্থিত রাষ্ট্রে এই গুণগুলি সকল নাগরিকের সাধারণ সম্পত্তি।

রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মনোনয়ন বা লটারীর ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। রাজা নিজ অধিকার বলে একমাত্র শাসনকর্ত্তা ও ম্যাজিষ্ট্রেট, যেহেতু নিজ সহকারী মনোনয়ন শুধু তাঁহার অধিকারে। যখন আবে দ্য সেঁৎপিয়ের (Abbe de Saint-

Pierre) রাজার পরিষদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও ব্যালটদ্বারা সভ্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করেন তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হইতেছে।

জনসাধারণের পরিষদে ভোট দিবার ও ভোট গণনা করিবার প্রণালী সম্বন্ধে আমার বলা বাকী আছে; কিন্তু আমি যত নিয়মবিধির উদ্ভাবনা করি না কেন, সম্ভবতঃ রোমক শাসন-ব্যবস্থায় এই বিষয়ের ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে এই প্রণালীর অনেক ভাল ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। দুই হাজার সভ্য লইয়া গঠিত পরিষদে ব্যক্তিগত ও সাধারণ কার্য্যাদি কিরূপে নির্ব্বাহ করা হইত সে সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত খবর লওয়া অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট অনাবশ্যক বলিয়া মনে না হইতে পারে।

৪র্থ অধ্যায়

রোমক জনসভা (Comitia)

রোমের প্রথমদিকের প্রামানিক ইতিহাস আমরা পাই না; খুব সম্ভব রোম সম্বন্ধে যত কথা রটিয়াছে তাহার অধিকাংশই গল্প মাত্র[১]; সাধারণতঃ দেখা যায় যে জাতিসমূহের

---

১ রোম, এই নামটি রোমুলুস হইতে আসিয়াছে বলা হয়, কিন্তু উহা গ্রীক এবং উহার অর্থ বল; নুমা নামটিও গ্রীক এবং উহার অর্থ আইন। রোমের প্রথম দুইজন রাজাই যে তাঁহাদের কীর্ত্তির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কিত নাম বহন করেন ইহা হইতে কি অনুমান করা যায়?

ইতিহাসের যে অংশে সর্ব্বাধিক শিক্ষণীয় বিষয় থাকে, অর্থাৎ তাহাদের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, তাহাই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা কম পাই। কি কি কারণে সাম্রাজ্যের ভিতরে বিপ্লব উপস্থিত হয় অভিজ্ঞতা হইতে প্রত্যহ আমরা তাহা জানিতে পারি ; কিন্তু এখন আর নূতন নূতন জাতি প্রতিষ্ঠিত হয় না ; কাজেই জাতি কি করিয়া গঠিত হয় তাহা ব্যাখ্যা করিতে হইলে অনুমানের উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের উপায় নাই।

যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইতে অন্তত প্রমাণ হয় কোন সময়ে ঐগুলির উৎপত্তি হইয়াছিল। যে সকল ঐতিহ্যের উৎপত্তি প্রাচীনকাল হইতে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেগুলি সমর্থন করিয়াছেন এবং যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রমাণসিদ্ধ সেইগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিমান জাতি কি ভাবে আপনাদের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করিত তাহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমি এই সকল নিয়ম মানিয়া চলিতেছি।

রোম প্রতিষ্ঠার পর সত্যভূমিষ্ঠ সাধারণ-তন্ত্র, অর্থাৎ আলব্যান (Albans), স্যাবাইন (Sabines) ও বিদেশী লইয়া গঠিত প্রতিষ্ঠাতার সৈন্যদল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল এবং এইরূপ বিভাগ করার দরুণ তাহাদের নাম হয় ত্রিবু (tribus, tribes, গোষ্ঠী)। প্রত্যেক ত্রিবু দশটি ক্যুরীতে (curies, curiae) এবং প্রত্যেক ক্যুরী দেক্যুরীতে (decuries)

উপবিভক্ত হয়; ইহাদের উপরে ক্যুরীঅঁ (curiones) ও দে-ক্যুরীঅঁ (decuriones) নামে প্রধান ছিল।

ইহা ছাড়া প্রতি গোষ্ঠি হইতে একশত সংখ্যক অশ্বারোহী লইয়া সেঞ্চুরী (centurie) নামে এক একটি দল গঠিত হইত। ইহা হইতে বুঝা যায় একটি শহরে এত ভাগ বিভাগের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, প্রথমে এইগুলি কেবল সামরিক শ্রেণী ছিল। কিন্তু মনে হয় ভবিষ্যত উন্নতির অনুভূতি হইতে রোমের মত ক্ষুদ্র শহর আপনার জন্য আগে হইতে পৃথিবীর রাজধানীর উপযুক্ত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিল।

কিন্তু প্রথম শ্রেণী-বিভাগের ফলে শীঘ্র একটা অসুবিধা দেখা দিল; আলব্যান (Ramnenses) ও স্যাবাইন (Tatienses) সম্প্রদায়ের অবস্থা যেরূপ ছিল তাহাই রহিল, কিন্তু বিদেশী (Luceres) সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যা ক্রমাগত বহু সংখ্যক বিদেশী রোমে আসিতে থাকায় অবিরাম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং শীঘ্রই এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অপর দুইটি সম্প্রদায়কে অতিক্রম করিল। এই বিপজ্জনক ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য সেরভিয়ুস (Servius) শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থা বদলাইলেন; জাতিগত শ্রেণী বিভাগ রহিত করিয়া তিনি তৎপরিবর্ত্তে প্রত্যেক গোষ্ঠি শহরের যে অংশে বাস করিত তদনুসারে শ্রেণী বিভাগের নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেন। এই উপায়ে তিনটি গোষ্ঠির স্থানে তিনি চারটির ব্যবস্থা করিলেন; ইহারা প্রত্যেকে রোমের একটি করিয়া পাহাড়ে

বাস করিত এবং সেই পাহাড়ের নামে অভিহিত হইত। এইরূপে তিনি শুধু উপস্থিত বৈষম্য দূর করিলেন না, ভবিষ্যতেও যাহাতে তাহা না হইতে পারে সে ব্যবস্থা করিলেন; এই শ্রেণী বিভাগ যাহাতে শুধু স্থানগত না হইয়া জাতিগতও হয় সেজন্য তিনি একস্থানের লোকের স্থানান্তরে যাওয়া নিষিদ্ধ করিলেন; ইহার দ্বারা বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে বাধা দেওয়া হইল।

প্রাচীন তিনটি সেঞ্চুরীর সংখ্যা তিনি দ্বিগুণ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে আরও বারোটি যোগ করিলেন কিন্তু প্রাচীন নাম বজায় রাখা হইল; এই সহজ এবং বিচক্ষণ ব্যবস্থার সাহায্যে তিনি ভদ্রশ্রেণী (chevaliers)ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়া দিলেন কিন্তু জনসাধারণের আপত্তি করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত হইল না।

এই চারটি শহুরে গোষ্ঠির সঙ্গে সেরভিয়ুস আরও পনেরটি গোষ্ঠি যোগ করিলেন। তাহাদিগকে গ্রাম্য গোষ্ঠি (tribus rustiques) বলা হইত, কারণ, পনেরটি ক্যাণ্টনে (cantons) বিভক্ত পল্লীসমূহের অধিবাসী লইয়া এই গ্রাম্য গোষ্ঠি গঠিত। পরবর্ত্তী কালে ইহার সঙ্গে নূতন পনেরটি যোগ করা হয় এবং শেষটায় রোমক জাতি পঁয়ত্রিশটি গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয় এবং সাধারণতন্ত্রের অবসান পর্য্যন্ত এই সংখ্যা ঠিক ছিল।

শহরবাসী গোষ্ঠি ও পল্লীবাসী গোষ্ঠির মধ্যে এইরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করিবার ফল লক্ষ্য করিবার যোগ্য, কারণ, ইহার আর কোন দৃষ্টান্ত নাই এবং নিজ রীতিনীতির সংরক্ষণ ও

সাম্রাজ্য বৃদ্ধি, এই উভয়ের জন্যই রোম এই ব্যবস্থার নিকট ঋণী। ইহা হইতে লোকের মনে হইতে পারে যে শহুরে ত্রিবুগুলি শীঘ্রই সমস্ত ক্ষমতা ও সম্মানের পদ নিজেদের হাতে আনিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য গোষ্ঠিগুলিকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা ইহার বিপরীত। প্রথমযুগের রোমকদিগের পল্লীজীবনের প্রতি আকর্ষণ সুপরিজ্ঞাত। এই প্রীতির মূল রোমের দূরদর্শী প্রতিষ্ঠাতা; তিনি স্বাধীনতার সহিত চাষের কাজ ও সামরিক কাজের সমন্বয় করেন এবং বলিতে গেলে শহরের হাতে তুলিয়া দেন শিল্প, কারুকলা, ষড়যন্ত্র, ঐশ্বর্য্য ও দাসত্ব।

এইরূপে রোমের সকল বিখ্যাত ব্যক্তিগণ পল্লীতে বাস করিতেন ও জমি চাষ করিতেন বলিয়া সাধারণতন্ত্রের যাঁহারা অবলম্বন স্বরূপ লোকে কেবল পল্লীতেই তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। প্যাট্রিসিয়ানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের অবস্থাও ঐরূপ ছিল বলিয়া সকলেই উহাকে সম্মানের চোখে দেখিত; রোমে শহুরে লোকের (de bourgeois) অলস ও শ্রমবিমুখ জীবন অপেক্ষা পল্লীবাসীর সরল ও শ্রমশীল জীবন লোকে বেশী পছন্দ করিত; এবং শহরে যে দুরবস্থাগ্রস্ত শ্রমিক (proletaire) ছাড়া কিছু নয় পল্লীতে কৃষিকার্য্যে হাত দিলে সেই ব্যক্তিই সম্মানিত নাগরিকরূপে গণ্য হইত। ভাঁরা (Varron) বলিয়াছেন,—বিনা কারণে আমাদের মহাপ্রাণ পূর্ব্বপুরুষগণ, যুদ্ধের সময়ে

তাঁহাদের রক্ষা ও শান্তির সময়ে তাঁহাদিগের আহার সংস্থানের জন্য, বলিষ্ঠ ও সাহসী পুরুষগণের বাল্যে লালন পালনের স্থান পল্লীগ্রামে স্থাপন করেন নাই। প্লিনি (Pliny) দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন যে পল্লীর গোষ্ঠিগুলি যে সম্মান ভাজন ছিলেন তাহার কারণ তাঁহাদের লোকের চরিত্র ; অন্যপক্ষে যে সকল ভীরুলোককে সকলে অপদস্থ করিতে চাহিত তাহাদিগকে লাঞ্ছনা করিয়া শহরের গোষ্ঠিগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হইত। স্যাবাইন জাতির আপ্পিয়ুস ক্লডিয়ুস (Appius Claudius) রোমে বাস করিতে আসিলে তাঁহাকে নানাপ্রকারে সম্মানিত করিয়া একটি পল্লীর গোষ্ঠির মধ্যে গ্রহণ করা হয় এবং পরে ঐ গোষ্ঠি তাঁহার পারিবারিক নামে পরিচিত হয়। মুক্ত দাসগণ শহরের গোষ্ঠিগুলির অন্তর্ভুক্ত হইত, কখনও পল্লীর গোষ্ঠিগুলির মধ্যে যাইত না ; এবং সাধারণতন্ত্রের আমলে এই সকল মুক্ত দাসগণ নাগরিক পদ পাইলেও ম্যাজিষ্ট্রেট পদ পাইবার একটিও দৃষ্টান্ত সমগ্র সাধারণতন্ত্রের আমলে পাওয়া যায় না।

এ নিয়মটি খুব ভালই ছিল, কিন্তু ইহার সম্পর্কে এতদূর বাড়াবাড়ি করা হয় যে শেষকালে পরিবর্ত্তন আপনি আসিয়া পড়ে এবং শাসনব্যবস্থাতেও অবশ্যম্ভাবী ক্রটি দেখা দেয়।

প্রথমতঃ, সেন্সরগণ বহুকাল ধরিয়া খেয়াল মত নাগরিকগণকে এক গোষ্ঠি হইতে অন্য গোষ্ঠিতে স্থানান্তরিত করিবার অধিকার দাবী করিবার পরে বেশীর ভাগ লোককেই

যাহার যে গোষ্ঠিতে ইচ্ছা সেই গোষ্ঠিভুক্ত হইতে অনুমতি দিতেন ; এইরূপ অনুমতি দানের কোনরূপ ভাল ফল ত হয়ই নাই, বরং সেন্সর পদের একটা ক্ষমতা ইহার ফলে হস্তচ্যুত হইয়া যায়। অধিকন্তু, পদস্থ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ সকলেই আপনাদিগকে পল্লীর গোষ্ঠিগুলির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ায় এবং মুক্ত দাসগণ নাগরিক পদ পাইয়া শহরস্থ গোষ্ঠিগুলির মধ্যে থাকিয়া যাওয়ায় গোষ্ঠিগুলির লোকের সাধারণতঃ আর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বা দেশের কোন নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের সহিত সম্পর্ক রহিল না এবং সকল গোষ্ঠিগুলি এমনভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়িল যে রেজেষ্টারী বহি না দেখিয়া প্রত্যেক গোষ্ঠির সভ্যগণের পরিচয় আর জানিতে পারা যাইত না ; এই প্রকারে গোষ্ঠি এই কথাটি উহার প্রকৃত অর্থের পরিবর্ত্তে ব্যক্তিবাচক অথবা প্রায় কল্পিত বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। তাহা ছাড়া শহরস্থ গোষ্ঠিগুলি বেশী কাছে থাকায় জনসাধারণের সভায় তাহারাই প্রায় প্রবল হইত এবং তাহাদের লইয়া গঠিত ইতর শ্রেণীর ভোট ক্রয় করিবার হীনতা যাহারা স্বীকার করিত তাহাদের নিকট রাষ্ট্র বিক্রয় করিয়া দিত।

রোমের প্রতিষ্ঠাতা প্রত্যেক গোষ্ঠিকে (tribu) দশটি ক্যুরীতে ভাগ করায় রোমের সমগ্র লোক সংখ্যা, যাহা সেই সময়ে চতুষ্প্রাচীরের মধ্যে বাস করিত, ত্রিশটি ক্যুরীতে বিভক্ত ছিল ; তাহাদের প্রত্যেকের নিজ মন্দির, দেবতা, কর্ম্মচারী, পুরোহিত ও উৎসব ছিল ; এই সকল উৎসবের নাম ছিল

কম্পিতালিয়া (Compitalia)। পরবর্ত্তী কালে গ্রাম্য গোষ্ঠিগুলি পাগানালিয়া (paganalia) বলিয়া পরিচিত যেসকল উৎসব করিত এগুলিও সেইরূপ ছিল।

সেরভিয়ুস কর্ত্তৃক নূতন করিয়া ভাগ করিবার সময়ে এই ত্রিশটি ক্যুরী তাঁহার চারটি গোষ্ঠির মধ্যে সমানভাবে পড়ে না দেখিয়া তিনি আর তাহাতে হাত দেন নাই ; ফলে গোষ্ঠিগুলি হইতে স্বতন্ত্র এই সকল ক্যুরী লইয়া রোমবাসিগণের আলাদা একটা শ্রেণী গঠিত হয়। কিন্তু পল্লীর গোষ্ঠিগুলি বা যে সকল লোক লইয়া ঐগুলি গঠিত তাহাদের মধ্যে এইরূপ কোন ক্যুরীর উৎপত্তি হইতে পারে নাই, কারণ, গোষ্ঠিগুলি একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া এবং সৈন্যসংগ্রহের জন্য নূতন প্রণালী অবলম্বিত হওয়ায় রোমুলুসের সামরিক শ্রেণীবিভাগ নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই কারণে প্রত্যেক নাগরিক কোন না কোন গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও এমন অনেকে ছিল যাহারা কোন ক্যুরীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

সেরভিয়ুস আরেকটি তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা করেন ; পূর্ব্বোক্ত দুইটির সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ ছিল না এবং ভবিষ্যতে—এইটিই সর্ব্বপ্রধান শ্রেণী হইয়া উঠে। এইরূপে প্রথম দুই শ্রেণী ধনী, শেষ দুই শ্রেণী দরিদ্র এবং মধ্যের দুই শ্রেণী মধ্যবিত্ত লোক লইয়া গঠিত হয়। এই ছয়টি শ্রেণী আবার ১৯৩টি দলে ভাগ করিয়া সেঞ্চুরী নামে অভিহিত হয়।

এই দলগুলি আবার এমনভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় যে কেবল প্রথম শ্রেণীতেই অর্দ্ধেকের বেশী দল পড়ে এবং শেষের শ্রেণীতে মাত্র একটি দল পড়ে। এইরূপে দাঁড়ায় যে, যে শ্রেণীতে সর্ব্বাপেক্ষা কম লোক সেই শ্রেণীতেই সেঞ্চুরীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয় এবং সমগ্র শেষ শ্রেণীটি একটি উপশ্রেণী মাত্র বলিয়া গণ্য হয় যদিও রোমের অধিবাসীর অর্দ্ধেকের উপর এই এক শ্রেণীতেই ছিল।

লোকে যাহাতে এইরূপ শ্রেণীবিভাগের পরিণতি সম্পূর্ণ-রূপে বুঝিতে না পারে এই জন্য তিনি উহাকে একটা সামরিক চেহারা দেন; দ্বিতীয় শ্রেণীতে দুই শ্রেণী বর্ম্ম-নির্ম্মাতা, চতুর্থ শ্রেণীতে দুই সেঞ্চুরী যুদ্ধের সরঞ্জাম নির্ম্মাতা সন্নিবিষ্ট করেন। শেষ শ্রেণী ছাড়া আর প্রত্যেক শ্রেণীতে তিনি যুবক ও বৃদ্ধের, অর্থাৎ যাহারা অস্ত্রধারণক্ষম এবং যাহারা বয়স বেশী হইবার দরুণ রেহাই পায়, তাহাদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিবার ব্যবস্থা করেন। অর্থের প্রভেদ অপেক্ষা এই বয়সের প্রভেদ অনুসারে শ্রেণী বিভাগের দরুণ ঘন ঘন আদমসুমারির বা লোকগণনার প্রয়োজন হইত। তিনি আরও আদেশ করেন যে জনসভা Campus Martius (le champ de Mars) ক্ষেত্রে হইবে ও সামরিক বয়সের সকল ব্যক্তি সেখানে সশস্ত্র উপস্থিত হইবে।

শেষ শ্রেণীতে বৃদ্ধ ও যুবকগণের মধ্যে প্রভেদ না করিবার কারণ এই যে যে-ইতর সাধারণ লইয়া এই শ্রেণী গঠিত

তাহাদিগকে দেশের জন্য অস্ত্রধারণের সম্মান দেওয়া হইত না। গৃহ রক্ষা করিবার অধিকার পাইবার আগে গৃহ থাকা প্রয়োজন; আজকাল রাজাদের সৈন্যদলে যে অসংখ্য ভিক্ষুকগণ শোভাবর্দ্ধন করে তাহাদের মধ্যে এমন একজন নাই যাহাকে কোন রোমক সৈন্যদল হইতে ঘৃণার সহিত তাড়াইয়া দেওয়া হইত না; কারণ, সেকালে সৈন্যগণ দেশের রক্ষক বলিয়া সম্মানিত হইত।

এই শেষ শ্রেণীর ভিতরেও আবার **capita censi** (যাহাদের মাথা গণনা করা হয়) হইতে যাহারা কাজ করে **(proletaire)** তাহাদিগকে আলাদা ধরা হইত। এই শেষোক্ত শ্রেণী একেবারে নিঃসম্বল ছিল না এবং আর কিছু না হউক তাহারা রাষ্ট্রের নাগরিক সংখ্যা পুষ্ট করিত, এবং তেমন দরকার পড়িলে সৈন্যদলেও গৃহীত হইত। যাহাদের কোন সম্বলই ছিল না এবং কেবল মাথা গুনিয়া যাহাদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইত তাহাদের কোনরূপ মূল্যই দেওয়া হইত না; মারিয়ুস তাহাদিগকে প্রথম সৈন্যদলে গ্রহণ করেন।

এই তৃতীয় শ্রেণী বিভাগটি আসলে ভাল কি মন্দ সে কথার বিচার এখন না করিয়া আমি বলিতে চাই যে কেবল সেই প্রথমযুগের রোমকগণের সরল আচার ব্যবহার, তাহাদের নিঃস্বার্থপরতা, কৃষিকার্য্যের প্রতি আসক্তি, ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা লাভের আকাঙ্খার প্রতি ঘৃণা,—ইত্যাদির ফলে উক্ত ব্যবস্থা মত কাজ চলা সম্ভব ছিল। এমন কোন আধুনিক

জাতি আছে যাহাদের রাক্ষসী লোভ, অস্থির চিত্ততা, ষড়যন্ত্র-প্রিয়তা, ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন ও অহরহ ভাগ্যবিবর্ত্তনের দরুণ এরূপ ব্যবস্থা তাহাদের মধ্যে থাকিলে কুড়ি বৎসরের মধ্যে সমস্ত রাষ্ট্র তোলপাড় হইত না? এখানে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে রোমে এই ব্যবস্থা অপেক্ষা রীতিনীতি এবং সেন্সর-শিপ (Censorship), এই দুইটিই প্রবল ছিল এবং এই দুইটিই উক্ত ব্যবস্থার ক্রটির প্রতিকার করিত; যে ধনী ব্যক্তি বেশী ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর করিতেন তিনি স্বশ্রেণী হইতে দরিদ্রের শ্রেণীর মধ্যে অপসারিত হইতেন।

ইহা হইতে সহজে বুঝা যায় যে বাস্তবিক পক্ষে ছয়টি শ্রেণী থাকিলেও কেন প্রায় সব সময়েই কেবল পাঁচটির কথাই উল্লিখিত হয়। ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে সৈন্যদলে লোক লওয়া হইত না, Campus Martius এ ভোট লওয়াও হইত না(১); এইরূপে সাধারণতন্ত্রের কোন ব্যবহারে না আসাতে সাধারণতঃ তাহাদের কোনরূপ মূল্য আছে বলিয়া ধরা হইত না।

রোমবাসিগণের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী ছিল তাহা দেখা গেল।

---

১ আমি Champ de Mars (Campus Martius) এর উল্লেখ করিতেছি এইজন্য যে যে সকল সেঞ্চুরী লইয়া পরিষদ গঠিত হইত তাহা সেখানে বসিত। আর দুইটি শ্রেণী লইয়া যে সভা হইত তাহা ফোরাম (forum) বা আর কোথাও বসিত। সেক্ষেত্রে capita censi (মাথা গুনিয়া যাহাদের সংখ্যা নির্দ্দেশ মাত্র করা হইত) ও শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণের মধ্যে সমান ক্ষমতা ও অধিকার ছিল।

গণপরিষদের উপর ইহার ফল কিরূপ তাহা দেখা যাউক। আইনানুসারে আহূত গণপরিষদ Comitia নামে অভিহিত হইত। সাধারণতঃ সাধারণ উদ্যানে (Place de Rome) বা Campus Martius ইহার অধিবেশন হইত এবং ক্যুরী, সেঞ্চুরী বা ত্রিবু (গোষ্ঠি) এই তিনটির মধ্যে যাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরিষদ আহূত হইত তদনুযায়ী উহাকে Comitia curiata, Comitia centuriata বা Comitia tributa বলা হইত। ক্যুরী পরিষদ রোমুলুস প্রবর্ত্তন করেন; সেঞ্চুরী পরিষদ সেরভিয়ুস প্রবর্ত্তন করেন এবং ত্রিবু পরিষদ জাতির ত্রিবুন (tribun) গণ প্রবর্ত্তন করেন। এই পরিষদগুলির মঞ্জুরী ছাড়া কোন ব্যবস্থাবিধি প্রবর্ত্তন বা কোন ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচন হইতে পারিত না। যখন দেখা যাইতেছে যে এমন কোন নাগরিক ছিল না যে উপরিউক্ত ক্যুরী, সেঞ্চুরী বা ত্রিবু, কোন একটির অন্তর্ভুক্ত ছিল না তখন ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে ভোট দিবার অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা হইত না এবং রোমবাসিগণ সত্যই নামে এবং কাজে (de jure et de facto) পূর্ণ রাজশক্তির অধিকারী (Souverain) ছিল।

এই সকল পরিষদ আইন সঙ্গত বলিয়া গণ্য হওয়া ও সে সকল পরিষদে যাহা করা হইত তাহা আইন হিসাবে গণ্য হওয়া তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিত; প্রথমতঃ, যে ম্যাজিষ্ট্রেট বা যে ব্যক্তিগণ পরিষদ আহ্বান করিবে তাহাদের উহা আহ্বান করিবার জন্য উপযুক্ত ক্ষমতা থাকা চাই;

দ্বিতীয়তঃ, পরিষদ আইনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বসিবে এবং তৃতীয়তঃ, লক্ষণ সকল (augures) শুভ হওয়া চাই।

প্রথম নিয়মের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন ; দ্বিতীয় নিয়ম অবস্থার উপর নির্ভর করিত। কারণ, হাটের দিন বা উৎসবের দিন পরিষদ বসিলে পল্লী হইতে কাজকর্ম্ম হাতে করিয়া যে সকল লোক আসিত তাহাদের পক্ষে সারাদিন সাধারণ উদ্যানে কাটান সম্ভব হইত না ; এইজন্য এই সকল দিনে অধিবেশন হইতে পারিত না। তৃতীয় নিয়মের বলে সিনেট গর্ব্বিত, অস্থির জনগণকে বশে রাখিতে ও সঙ্গে সঙ্গে রাজদ্রোহী জননায়কগণের (tribun) বাড়াবাড়ি নিবারণের চেষ্টা করিত ; কিন্তু এই প্রতিবন্ধক এড়াইবার একাধিক উপায় তাহাদের হাতে ছিল।

শুধু ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন ও শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচনের প্রশ্নই মীমাংসা করিবার জন্য পরিষদগুলির নিকট উপস্থিত করা হইত না ; রোমকজাতি শাসনশক্তির সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যগুলি কাড়িয়া নিজের হাতে লইয়াছিল। কাজেই বলা যায় যে তাহাদের পরিষদগুলিতে ইউরোপের ভাগ্য নির্ণিত হইত। এইরূপ বিভিন্ন কাজের ভার হাতে থাকাতে জাতিকে যে সকল ব্যাপারে নির্দ্দেশ দিতে হইত তদনুযায়ী পরিষদ বিভিন্ন প্রকারের হইত।

এই সকল বিভিন্ন প্রকারের বিচার করিতে হইলে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করিলেই চলিবে। ক্যুরী প্রবর্ত্তনের

সময় রোমুলুসের উদ্দেশ্য ছিল সিনেট ও জনসাধারণ এই উভয়কে পরস্পরের প্রতিরোধী স্বরূপ ব্যবহার করা এবং এই উভয়ের উপরই নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখা। সুতরাং এই শ্রেণীর প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি জনসাধারণের হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমস্ত কর্ত্তৃত্বক্ষমতা দেন এইজন্য যে উহা প্যাট্রিসিয়ানগণের হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা ও ধনসম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহার সমান হইতে পারে। কিন্তু রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি অনুযায়ী অধিকসংখ্যক ভোট প্যাট্রিসিয়ানগণের আশ্রিত ব্যক্তিদিগের প্রভাবাধীন, এই হিসাবে তিনি প্যাট্রিসিয়ানগণের হাতে বেশী সুবিধা দিয়া যান। পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রিত লইয়া এইরূপ শ্রেণী বিভাগ রাজনীতি ও মানবতার দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য হইতে পারে; ইহা না থাকিলে সাধারণ-তন্ত্রের প্রকৃতিবিরুদ্ধ অভিজাত সম্প্রদায়ের টিকিয়া থাকা অসম্ভব হইত। এই চমৎকার দৃষ্টান্ত লোক সমক্ষে স্থাপন করিবার সম্মান কেবল রোমেরই প্রাপ্য; ইহা হইতে কখনও কোন অনাচারের উৎপত্তি হয় নাই; আর কখনও ইহার অনুকরণ করা হয় নাই।

ক্যুরী লইয়া গঠিত পরিষদ সেরভিয়ুসের সময় পর্য্যন্ত রাজাদিগের আমলে চলিতে থাকে বলিয়া ও শেষ টারকুইনের রাজত্ব বৈধ বলিয়া ধরা হয় না বলিয়া রাজকীয় ব্যবস্থাবিধি সমূহকে **leges curiatae** নামে অভিহিত করা হয়।

ক্যুরী বরাবর চারটি শহুরে গোষ্ঠি (**tribu**) লইয়া এবং

মাত্র রোমের লোক লইয়া গঠিত হইত বলিয়া সাধারণ-তন্ত্রের আমলে উহা সিনেট ও ত্রিবুনগণ উভয়েরই অনুপযোগী হয়; কারণ, সিনেট অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিত এবং ত্রিবুনগণ সাধারণ শ্রেণী (plébéiens) হইলেও অবস্থাপন্ন নাগরিকগণের নেতৃত্ব করিত। ফলে ক্যুরী পরিষদ অবজ্ঞাত হইতে থাকে; উহার এতদূর অধোগতি হয় যে ক্যুরী পরিষদের যাহা কর্ত্তব্য শেষকালে উহার ত্রিশজন লিক্টর (licteurs) সমবেত হইয়া তাহা করিতে থাকে।

সেঞ্চুরী হিসাবে বিভাগ অভিজাত-তান্ত্রিক শাসনের এতই অনুকূল যে প্রথমটা বুঝা যায় না যে, যে পরিষদ এই নামে অভিহিত হইত ও যাহার দ্বারা কন্সাল, সেন্সর ও অন্যান্য উচ্চতর ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচিত হইত সিনেট কি হেতু সেখানে সব সময়ে জয়ী হইতে পারিত না। কারণ, যে ১৯৩টি সেঞ্চুরী লইয়া সমস্ত রোমকজাতি ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত হয় তাহার মধ্যে ৯৮টি কেবল প্রথম শ্রেণীতেই ছিল এবং কেবল সেঞ্চুরী হিসাবে ভোট লওয়া হইত বলিয়া প্রথম শ্রেণী আর সকল শ্রেণীর উপরে ভোটের সংখ্যাধিক্যেই জয়ী হইতে পারিত। এই সকল সেঞ্চুরী যখন একমত হইত তখন বাকী ভোট আর লওয়া হইত না; অতি অল্প কয়েকজন লোক যাহা স্থির করিত তাহাই সকলের মত বলিয়া গৃহীত হইত; এবং একথাও বলা যায় যে সেঞ্চুরী পরিষদে ভোটের সংখ্যাধিক্য অপেক্ষা টাকার জোরে কার্য্য নির্ব্বাহ হইত।

কিন্তু এই অব্যাহত প্রভুত্ব দুইটি উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হইত। প্রথমতঃ ত্রিবুনগণ সাধারণতঃ বাধা দিত; এবং ধনীদিগের শ্রেণীতে বহুসংখ্যায় সাধারণ লোক (plébéiens) বরাবর থাকায় প্রথম শ্রেণীস্থ প্যাট্রিসিয়ানগণের প্রভাব তাহারা প্রতিরোধ করিত।

দ্বিতীয় উপায়টি এইরূপ: সেঞ্চুরীগুলিকে ক্রমিক পর্য্যায় অনুসারে ভোট দিতে দেওয়া হইত না; কারণ, তাহা হইলে বরাবর প্রথম শ্রেণী আগে ভোট দিত। তৎপরিবর্ত্তে লটারী করিয়া একটির নাম উঠান হইত এবং সেইটি একা নির্ব্বাচন করিত(১)। তারপর অন্য একদিন অপর সেঞ্চুরীগুলিকে মর্য্যাদা অনুসারে ডাকা হইত ও তাহারা পুনরায় নির্ব্বাচন করিত। সাধারণতঃ প্রথম নির্ব্বাচনই সকলে অনুমোদন করিত। এইভাবে অভিজাত শ্রেণীর হাত হইতে নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতা সরাইয়া লইয়া তৎপরিবর্ত্তে গণতন্ত্রের মুলনীতি অনুসারে লটারীর প্রবর্ত্তন করা হয়।

এই ব্যবস্থার আরেকটি সুবিধা ছিল; দুইটি নির্ব্বাচনের মধ্যে যে সময় পাওয়া যাইত গ্রামস্থ নাগরিকগণ (les citoyens de la campagne) সেই সময়ের ভিতরে প্রস্তাবিত নির্ব্বাচন প্রার্থীর যোগ্যতা সম্বন্ধে খবর লইতে

---

১ লটারীর দ্বারা এইরূপে যে সেঞ্চুরীর নাম উঠান হইত সেটি prœrogativa এই নাম গ্রহণ করিত; কারণ, প্রথম তাহার কাছেই ভোট চাওয়া হইত। এই প্রথা হইতে prerogative কথাটি আসিয়াছে।

পারিত যাহাতে সমস্ত জানিয়া শুনিয়া ভোট দেওয়া হয়। কিন্তু শেষকালে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিবার অজুহাতে এই প্রথা তুলিয়া দেওয়া হয় এবং একই দিনে দুই নির্ব্বাচনই হইতে থাকে।

ত্রিবু পরিষদ (Comitia Tributa) রোমক জাতির আসল ব্যবস্থা পরিষদ। কেবল ত্রিবুনগণ এই পরিষদ আহ্বান করিতে পারিতেন ; ইহাতে ত্রিবুন নির্ব্বাচন হইত এবং তাঁহারা গণভোট (plébiscite) পাস করিতেন। সিনেটের যে এখানে কোন স্থানই ছিল না শুধু তাহাই নহে, কোনরূপ পরামর্শ দিবার অধিকার পর্য্যন্ত ছিল না ; এবং এইরূপে যে সকল ব্যবস্থা-বিধি প্রণয়নে তাঁহাদের ভোট দিবার অধিকার ছিল না, তাহা মানিতে বাধ্য হওয়াতে এই দিক দিয়া সিনেটরগণ অতি সামান্য নাগরিকগণ অপেক্ষাও কম স্বাধীন ছিলেন। এই অবিচার সমর্থনের সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং যে পরিষদে সকল সদস্যকেই উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হইত না, তাহার কৃত বিধানগুলি শুদ্ধ এই কারণেই বাতিল হইবার যোগ্য। নাগরিকের অধিকারের দাবীতে প্যাট্রিসিয়ানগণ সকলেই এই সকল পরিষদে যোগ দিতে পারিলেও, সাধারণ ব্যক্তিমাত্র হিসাবে যেখানে মাথা গুনিয়া ভোট লওয়া হইত এবং যেখানে নিম্নতম শ্রমিক ও সিনেটের নেতার (le prince du senat) সমান মূল্য ছিল, সেখানে তাঁহারা এই প্রকারের ভোটের উপর কোনরূপ প্রভাবই বিস্তার করিতে পারিতেন না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, এত বড় একটা জাতির সকল লোকের ভোট লইবার জন্য তাহাকে এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার ফলে কেবল যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নহে, অধিকন্তু এই শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থাগুলি ঐ উদ্দেশ্য ছাড়াও নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায় নাই ; কারণ, প্রত্যেকটির ফল যে উদ্দেশ্যে যেটিকে গ্রহণ করা হইত সেই উদ্দেশ্যানুযায়ী হইত।

আর অধিক বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে না গিয়া উপরে যাহা বাখ্যা করা হইয়াছে' তাহা হইতে দেখা যায় যে ত্রিবু পরিষদ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে বেশী অনুকূল। ক্যুরী পরিষদে নিজ রোমের অধিবাসীর সংখ্যাই বেশী ছিল ; পীড়ন ও কুমতলব সিদ্ধির সহায়তা করা ছাড়া ইহা আর কোন কাজে না আসায় ক্রমে অশ্রদ্ধার বিষয় হইয়া পড়ে, এমন কি দেশদ্রোহী ব্যক্তিগণও ইহার সহায়তা লইতে বিরত থাকিত। কারণ, তাহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য অতিমাত্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়িত। একথা ঠিক যে, রোমক জাতির পূর্ণ গৌরব (la majeste) শুধু সেঞ্চুরী পরিষদেই ব্যক্ত হইত ; কারণ, কেবল উহাই সম্পূর্ণ ছিল ; ক্যুরী পরিষদে পল্লীর গোষ্ঠীগুলির স্থান ছিল না, ত্রিবু পরিষদে সিনেটর ও প্যাট্রিসিয়ানগণের স্থান ছিল না। ভোট লইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা যায় যে প্রথম রোমকগণের আচার ব্যবহার যেমন সরল ছিল এ ব্যবস্থাও তেমনি সরল ছিল, তবে স্পার্টার ব্যবস্থার মত অতখানি নয় বটে।

প্রত্যেকেই জোরে হাঁকিয়া নিজের ভোট দিত এবং একজন কেরাণী তাহা যথারীতি লিখিয়া লইত; প্রত্যেক ত্রিবুর মধ্যে সংখ্যাধিক্যের ভোট সেই ত্রিবুর ভোট নির্দ্ধারণ করিত; সকল ত্রিবুর মধ্যে সংখ্যাধিক্যের ভোট জাতির ভোট বলিয়া গৃহীত হইত। এ প্রথা ভাল ছিল কেবল যতদিন নাগরিকগণের সততা বজায় ছিল এবং প্রত্যেকে অন্যায়মত বা অযোগ্য বিষয়ে প্রকাশ্যভাবে ভোট দিতে লজ্জিত হইত; কিন্তু জাতির যখন অবনতি হইল ও যখন লোকে ভোট কিনিতে আরম্ভ করিল তখন গোপনে ভোট দেওয়াই সঙ্গত ব্যবস্থা ছিল; কারণ, তাহার ফলে ভোট-ক্রেতাগণ অবিশ্বাসের ফলে সংযত থাকিত এবং ধূর্ত্তলোককে বিশ্বাসঘাতক না হইবার সুবিধা দেওয়া হইত।

আমি জানি সিসিরো (Ciceron) এই পরিবর্ত্তনের দোষ দেখাইয়াছেন এবং ইহাকেই সাধারণতন্ত্রের ধ্বংসের আংশিক কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার কথার যে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, সে বিষয়ে সচেতন হইলেও আমি তাঁহার সঙ্গে একমত হইতে পারিতেছি না; বরং আমার মত এই যে, এইরূপ পরিবর্ত্তন যথেষ্ট পরিমাণে না করিলে রাষ্ট্রকে ধ্বংসের মুখে আগাইয়া দেওয়া হয়। যেমন সুস্থ ব্যক্তির খাদ্য রোগীর উপযুক্ত নয়, তেমনি যে সকল ব্যবস্থাবিধি কোন সাধু জাতির পক্ষে উপযুক্ত, তাহার দ্বারা কোন অসাধু জাতিকে শাসন করিতে যাওয়া উচিত নহে। এই কথার যাথার্থ্য

প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হয় ভেনিসীয় সাধারণতন্ত্রের দীর্ঘজীবনের দ্বারা; এই সাধারণতন্ত্রের ছায়া এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। ইহার একমাত্র কারণ এই যে উহার আইন দুষ্টলোকের পক্ষে উপযুক্ত।

এইজন্য নাগরিকগণের মধ্যে ক্ষুদ্র ফলক (tablettes) বিতরণ করা হইত যাহাতে অন্যের অজ্ঞাতে প্রত্যেকে ভোট দিতে পারে। এই ফলকগুলি সংগ্রহ করা, গণনা করা ও সংখ্যার হিসাব প্রভৃতি কাজ করিবার জন্য নূতন নূতন ব্যবস্থা করা হয়; কিন্তু এত করিয়াও যে সকল কর্ম্মচারীর উপর এই সকল কাজের ভার থাকিত তাহাদের সততায় সন্দেহ প্রায়ই নিবারণ করা যাইত না। শেষকালে ষড়যন্ত্র ও ভোটের দালালি বন্ধ করিবার জন্য নানারকম বিধান পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল; এই সকল বিধানের সংখ্যাধিক্য হইতেই উহাদের বিফলতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শেষের দিকটায় এমন অবস্থা হয় যে ব্যবস্থাবিধি অপর্য্যাপ্ত হওয়াতে অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া উহার পূরক হিসাবে অসাধারণ ব্যবস্থার সাহায্য লওয়া হইত। কখন কখন দৈব ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইত। কিন্তু এই উপায়ে জন-সাধারণকে ঠকান গেলেও যাঁহারা জন-সাধারণকে শাসন করিতেন তাঁহাদিগকে ঠকান যাইত না। কখন কখন নির্ব্বাচন প্রার্থীগণ দল পাকাইবার সময় না পাইতেই হঠাৎ সভা আহ্বান করা হইত। যখন বুঝা যাইত যে জন সাধারণ ঘুষ খাইয়া কোন অনুচিত পক্ষ অবলম্বন করিতে

উদ্ভূত হইয়াছে, তখন সভার সমস্ত সময়টা আলোচনায় কাটাইয়া দেওয়া হইত। কিন্তু শেষে উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিগণ এই সকল বাধাই এড়াইয়া যাইতে থাকে। ইহা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে এত অনাচারের মধ্যেও এই বিশাল জাতি তাহার প্রাচীন নিয়মকানুনের জোরে ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচন, ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন, মামলার বিচার এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় কর্ত্তব্য প্রায় ঠিক সিনেটের মত অনায়াসে নির্ব্বাহ করিতে থাকে।

৫ম অধ্যায়

ত্রিবুনেৎ (Tribunat)

যে সকল অংশ লইয়া রাষ্ট্রগঠিত, যখন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারা যায় না অথবা স্থায়ী কারণ বশতঃ এই সম্বন্ধ নিয়ত পরিবর্ত্তিত হয়, তখন একটি বিশেষ ম্যাজিষ্ট্রেট পদের প্রবর্ত্তন করা হয়। এই পদটি এরূপ যে ইহা আর কোন পদের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায় না, ইহা প্রত্যেক অংশকে তাহার যথাস্থানে পুনঃসন্নিবিষ্ট করে এবং শাসনকর্ত্তা ও জনসাধারণের মধ্যে কিংবা শাসনকর্ত্তা ও রাজশক্তির মধ্যে অথবা প্রয়োজন হইলে এককালে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করে বা মধ্যবর্ত্তীর স্থান অধিকার করে।

আমি এই পদকে ত্রিবুনেৎ নামে অভিহিত করিব; ইহা ব্যবস্থাবিধি ও ব্যবস্থাপক ক্ষমতার রক্ষক। কখন কখন ইহা শাসনশক্তির হাত হইতে রাজশক্তিকে রক্ষা করে, যেমন রোমে জাতির ত্রিবুনগণ করিত; কখন জনসাধারণের বিরুদ্ধে শাসন-শক্তিকে সাহায্য করে, যেমন এখন ভেনিসে দশজনের পরিষদ (Conseil des Dix) করিতেছে; কখন উভয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করে, যেমন স্পার্টায় এফোরগণ (les Ephores) করিত।

ত্রিবুনেৎ নগরের কোন মৌলিক অংশ নহে এবং কোন প্রকারের ব্যবস্থাপক বা কার্য্যকরী ক্ষমতা উহার থাকা উচিত নহে; কিন্তু উহার ক্ষমতা ঠিক ঐ কারণে সকলের অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে; কারণ, কোন কিছু না করিতে পারিলেও উহা সব বিষয়েই বাধা দিতে পারে। আইনের রক্ষক বলিয়া উহা যে শাসনকর্ত্তা আইন প্রয়োগ করেন ও যে রাজশক্তি ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন করেন তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক পবিত্র, অধিক সম্মাননীয়। এই জিনিসটি ভাল করিয়া দেখা যাইত রোমে যখন গর্ব্বিত প্যাট্রিসিয়ানগণ সমগ্র জনসাধারণকে সর্ব্বদা ঘৃণা করিলেও, তাহাদেরই একজন সামান্য কর্ম্মচারী, যাহার অনুগ্রহ নিগ্রহ করিবার কোনও ক্ষমতা ছিল না তাহার কাছেও নত হইতে বাধ্য হইত।

ত্রিবুনেৎ সুবিবেচনার সহিত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে উত্তম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দৃঢ়তম পরিপোষক হইতে পারে; কিন্তু ইহার ক্ষমতা সামান্য পরিমাণে প্রয়োজনাতিরিক্ত হইলে ইহা

সমস্ত উল্টাইয়া দিতে পারে। দুর্ব্বলতার কথা ধরিলে বলা যায় যে তাহা উহার প্রকৃতিতেই নাই ; উহা যদি বাস্তবে দাঁড়াইতে পারে তাহা হইলে উহার যেরূপ হওয়া প্রয়োজন সেইরূপ না হইয়া ছাড়িবে না।

ত্রিবুনেৎ যখন কার্য্যকরী ক্ষমতা জবরদখল করে বা ব্যবস্থাবিধি অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করে তখন উহা পীড়নের যন্ত্রে দাঁড়ায়, কারণ কার্য্যকরী ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং ব্যবস্থাবিধিকে রক্ষা করাই উহার কাজ। যতদিন স্পার্টার অধিবাসিগণের চরিত্র অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন এফোরগণের অগাধ ক্ষমতা হইতে কোন আশঙ্কার কারণ ছিল না, কিন্তু অবনতির সূত্রপাত হইলে ঐ ক্ষমতা অবনতির গতিকে বাড়াইয়া দেয়। এই অত্যাচারীরা আজিসকে (Agis) হত্যা করিলে তাঁহার উত্তরাধিকারী সে রক্তপাতের প্রতিশোধ লয় ; এফোরগণের অপরাধ ও শাস্তি, এই দুইটিই, সাধারণ-তন্ত্রকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যায় এবং ক্লিওমেনেসের (Cléoméne) পরে স্পার্টার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। রোমও ঐ পথে ধ্বংসের মুখে যাত্রা করে ; অল্প অল্প করিয়া জবরদখল করা ত্রিবুগণের অত্যধিক ক্ষমতা শেষকালে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাবিধির কল্যাণে, সম্রাটগণের আত্মরক্ষার অস্ত্র হইয়া উঠে এবং তাঁহারা সে স্বাধীনতাও বিনষ্ট করেন। ভেনিসের দশের সভা সম্বন্ধে বলা যায় যে উহা রক্তের ত্রিবুনাল (tribunal) এবং অভিজাত সম্প্রদায় ও জনগণের সমান

ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; উহার অবনতির পরে হইতে উদারভাবে ব্যবস্থাবিধি রক্ষা করা দূরে থাকুক উহা আর কিছুই না করিয়া কেবল অন্ধকারে আঘাত হানিয়া থাকে এবং কেহ সে আঘাত লক্ষ্য করিবার সাহস পর্য্যন্ত পায় না।

সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার ফলে শাসনশক্তির মত ত্রিবুনেৎও দুর্ব্বল হইতে আরম্ভ করে। যখন রোমের জনসাধারণের ত্রিবুন সংখ্যা প্রথমে দুই হইতে পাঁচজন হয় এবং ঐ পাঁচজন তাঁহাদের সংখ্যা দ্বিগুণ করিতে চাহেন তখন সিনেট কোন আপত্তি করে নাই ; কারণ সিনেটের বিশ্বাস ছিল তাঁহাদিগকে পরস্পরের সাহায্যে বাধা দিতে পারিবেন ; ব্যাপারও ঠিক সেইরূপ দাঁড়ায়।

এইরূপ শক্তিমান দলের দ্বারা শাসন ক্ষমতা জবরদখল করিয়া লওয়া নিবারণ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়, এ পর্য্যন্ত কোন শাসনশক্তি যাহা ব্যবহার করেন নাই, তাহা এই যে ইহাকে স্থায়ী হইতে না দিয়া মাঝে মাঝে এমন সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে যখন ইহা থাকিবে না। এইরূপ বিরামকাল এরূপ দীর্ঘ হওয়া উচিত নহে যাহাতে অনাচার বদ্ধমূল হইবার সময় পায় ; আইনের দ্বারা ইহা এমনভাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত যেন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে বিশেষ পরোয়ানা দ্বারা সহজেই উহা সংক্ষেপ করা যাইতে পারে।

এই উপায় যে কোনরূপ অসুবিধাজনক তাহা আমার

মনে হয় না; কারণ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ত্রিবুনেৎ রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থার কোন অংশ নহে; ইহাকে সরাইয়া দিলে রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থার কোন ক্ষতি হইবে না। অধিকন্তু, আমার মনে হয় এই উপায় ফলপ্রদও বটে; কারণ, নবনিয়োজিত ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীর যে ক্ষমতা ছিল তাহা ব্যবহার না করিয়া আইনে তাঁহাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহাই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

একনায়ক-তন্ত্র (de la dictature)

আইনের যে অপরিবর্ত্তনীয় প্রকৃতির দরুণ সকল অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়া অসম্ভব হয়, তাহাই ঘটনা বিশেষে আইনকে অনিষ্টজনক করিয়া তুলে এবং সঙ্কটকালে আইনই রাষ্ট্রের ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আইনের বাঁধা ধরণ ও ধীরগতি এত সময় লয় যে অনেক সময় অবস্থাগতিকে তত সময় পাওয়া যায় না। ব্যবস্থা-কর্ত্তা যাহার জন্য ব্যবস্থা করেন নাই এমন হাজার ঘটনা ঘটিতে পারে। সব কিছুই দূরদর্শনের ফলে জানা যায় না ইহা জানাও দূরদর্শিতার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

এজন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির হাত হইতে নিজেদের কার্য্য বন্ধ করিবার ক্ষমতা বা সরাইয়া লইয়া সেগুলিকে বেশী পাকা

করিতে যাওয়া উচিত নহে। স্পার্টা পর্য্যন্ত নিজের ব্যবস্থা বিধিকে ঘুমাইবার অবসর দিত।

কিন্তু কেবল অতি কঠিন বিপদ ছাড়া সাধারণ শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার বিপদের সম্মুখীন হওয়া যাইতে পারে না, এবং কেবল জন্মভূমির নিরপত্তা লইয়া যখন সমস্যা উঠে তখন ছাড়া আর কখনও আইনের পবিত্র ক্ষমতা রোধ করা উচিত নহে। এইরূপ ঘটনা বিরল এবং যখন উপস্থিত হয় তখন স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়; তখন বিশেষ বিধানের দ্বারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার ভার সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তির হাতে দিবার ব্যবস্থা করা হয়। বিপদের প্রকার ভেদে এই নিয়োগের ব্যবস্থা দুই উপায়ে করা যাইতে পারে। এই বিপদের প্রতিকারের জন্য যদি শাসনশক্তির সক্রিয়তা বৃদ্ধি করিলেই চলে তবে শাসন কর্ত্তৃপক্ষের এক বা দুইজন সভ্যের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাবিধির কর্ত্তৃত্ব পরিবর্ত্তন করা হয় না, কেবল ব্যবস্থাবিধি প্রয়োগের প্রণালী পরিবর্ত্তন করা হয়। কিন্তু বিপদ যদি এমন হয় যে ব্যবস্থাবিধির সরঞ্জাম উহার রক্ষার বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে একজন প্রধান শাসক মনোনয়ন করা হয় যিনি সকল আইন বন্ধ করিতে এবং সাময়িকভাবে রাজশক্তির কর্ত্তৃত্ব পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে পারেন। এমন অবস্থায় সাধারণ ইচ্ছা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না এবং ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে জনসাধারণের প্রথম ইচ্ছা এই যে রাষ্ট্র ধ্বংস না হয়।

এইভাবে ব্যবস্থাপক ক্ষমতা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার দরুণ সে ক্ষমতা লুপ্ত হয় না ; যে ম্যাজিষ্ট্রেট উহাকে নিস্তব্ধ করিয়া দেন তিনিই উহাকে কথা বলাইতে পারেন না ; তিনি উহার উপরে কর্তৃত্ব করেন বটে কিন্তু উহার প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার তাঁহার নাই। তিনি সব কিছু করিতে পারেন, শুধু ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন করিতে পারেন না।

প্রথম উপায় ব্যবহৃত হইত রোমীয় সিনেটের দ্বারা যখন পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহারা কন্সালগণকে সাধারণতন্ত্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবার ভার দিতেন। দ্বিতীয় উপায় ব্যবহৃত হইত যখন দুইজন কন্সালের একজন ডিক্টেটর মনোনয়ন করিতেন[১]। এই ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত রোম আলবা* হইতে পায়।

সাধারণ-তন্ত্রের প্রথমযুগে ঘন ঘন ডিক্টেটর পদের সাহায্য লওয়া হইত, কারণ, কেবল রাষ্ট্রীয় গঠন-ব্যবস্থার

---

১ এই মনোনয়ন কার্য্য রাত্রে ও গোপনে করা হইত, যেন এইরূপে একজন ব্যক্তিকে আইনের উপরে স্থান দিতে লোকের লজ্জা বোধ হইত।

* Albe—Alba Longa. Latiumএর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শহর রোম হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত ; Aeneasএর পুত্র Acanius ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এলবান পর্ব্বত হইতে এলবান হ্রদ পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত ছিল। Tullus Hostillius কর্তৃক এই শহর ধ্বংস হইলে ইহার অধিবাসীবৃন্দকে রোমে স্থানান্তরিত করা হয়। (অনুবাদক)

জোরে আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্য রাষ্ট্রের তখনও জন্মায় নাই।

অন্য সময়ে যে সকল সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল, পরবর্ত্তীকালে রীতিনীতির উৎকর্ষের জন্যই সে সকলের প্রয়োজন হইত না বলিয়া কোন ডিক্টেটর ক্ষমতার অপব্যবহার করিবে বা প্রয়োজনকালের বেশী সময় সে ক্ষমতা হাতে রাখিবার চেষ্টা করিবে এ ভয় কেহ করিত না। বরং মনে হইত যাহার উপর এই বিশাল ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইত, তাহার কাছে ইহা বোঝা স্বরূপ ছিল; কারণ, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সে উহা ত্যাগ করিত, যেন এইভাবে ব্যবস্থাবিধির স্থান অধিকার করিয়া থাকা অত্যন্ত কষ্টকর এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক পদ ছিল।

সাধারণতন্ত্রের প্রথমযুগে অবিচারিতভাবে এইরূপ সর্ব্ব-প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের নিয়োগ করাকে আমি দোষ দিতেছি ঐ পদের ক্ষমতার অপব্যবহারের আশঙ্কা করিয়া নয়, ঐ পদের মূল্য অপকর্ষের আশঙ্কায়। নির্ব্বাচন, দেবতার নিকট উৎসর্গ-করণ ও অন্যান্য বাহ্যিক অনুষ্ঠান আড়ম্বরের কার্য্যে ইহা যত বেশী ব্যবহার করা হইত, ভয় ছিল যে প্রয়োজনের সময়ে ইহা তত কম শক্তিশালী হইবে এবং লোকে ইহাকে কেবল ফাঁকা অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য একটা ফাঁকা উপাধিমাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইবে।

সাধারণতন্ত্রের শেষযুগে রোমকগণ বেশী সাবধানী হইয়া

উঠিলে প্রথমযুগে ডিক্টেটর পদ যথেচ্ছ ব্যবহারে তাহারা যেমন সুবুদ্ধির পরিচয় দেয় নাই, তখনও উহার হিসাবী ব্যবহারে সেইরূপ সুবুদ্ধির পরিচয় দেয় নাই। সহজেই বুঝা যায় যে তাহাদের ভয় অমূলক ছিল এবং রাজধানীর দুর্ব্বলতাই সেখানে যে সকল ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতেন তাহাদের বিরুদ্ধে রাজধানীর আত্মরক্ষার উপায় হইয়া দাঁড়ায়; ডিক্টেটর কোন কোন স্থানে সাধারণের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন কিন্তু উহা নষ্ট করিবার কোন ক্ষমতা তাঁহার ছিল না; রোমের শৃঙ্খল তৈয়ারী হয় রোমে নয়, রোমের সৈন্যদলের মধ্যে। সিল্লার বিরুদ্ধে মারিয়ুস এবং সিজরের বিরুদ্ধে পম্পে যে ক্ষীণ বাধা প্রদান করেন তাহা হইতেই দেখা যায় যে বহিঃশক্তির আক্রমণের কালে গৃহশক্তির নিকট কি আশা করা যাইতে পারিত।

এইরূপ মিথ্যা ধারণা থাকার জন্য তাহারা কতকগুলি বড় বড় ভুল করে; উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে কাটালিন (Catilina) ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ডিক্টেটর নিয়োগ না করায় একটি ভুল হয়। কারণ. এ ষড়যন্ত্রে শুধু রোম নগর এবং বড় জোর ইটালীর একটি প্রদেশ মাত্র সংশ্লিষ্ট থাকাতে, যে স্থলে ডিক্টেটর আইনদত্ত অসীম ক্ষমতার বলে অতি সহজেই এ ষড়যন্ত্র উড়াইয়া দিতে পারিতেন, সে স্থলে কেবল কতকগুলি দৈবঘটনার একত্র সমাবেশের ফলেই এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়; কিন্তু সদ্বিবেচক মানুষের এরূপ সমাবেশের আশা করা উচিত নহে।

ডিক্টেটর নিয়োগ না করিয়া সিনেট কন্সালগণের হাতে

নিজের সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া রহিল; ফলে, সাফল্যের সহিত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে করিতে গিয়া সিসিরো একটি বিষয়ে স্বীয় ক্ষমতার বাহিরে যাইতে বাধ্য হন। আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাসের সময় তাঁহার এই ব্যবহার অনুমোদন করা হইলেও—পরে, সঙ্গতভাবেই, বে-আইনীভাবে যে সকল নাগরিকের রক্তপাত করা হইয়াছিল—তাঁহার কাছে তাহার কৈফিয়ৎ দাবী করা হয়; এইরূপ তিরস্কার ডিক্টেটরকে করা চলিত না। কিন্তু কন্সালের বাগ্মিতায় সব ভাসিয়া যায়; এবং তিনি স্বয়ং রোমান হইলেও স্বদেশ অপেক্ষা আত্মগৌরব অধিক ভালবাসিতেন বলিয়া রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার সর্ব্বাপেক্ষা বৈধ ও সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত উপায় কি হইতে পারে তাহা না দেখিয়া রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাপ্য সমস্ত প্রশংসাই নিজে লইতে চেষ্টা করেন[১]। রোমের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া তিনি যেমন ন্যায্য সম্মান পাইয়াছিলেন আইন-লঙ্ঘনকারী বলিয়া সেইরূপ ন্যায্য মত দণ্ডিত হইয়াছিলেন। যতই জাঁকজমকের সঙ্গে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকুন না কেন, ইহা নিশ্চিত যে, ক্ষমা পাইয়া তবে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন।

যে উপায়েই এই বিশেষ নিয়োগ করা হউক না কেন উহার

---

১ ডিক্টেটর নিয়োগের প্রস্তাব করিলে এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না; কারণ, আপনাকে মনোনীত করিবার সাহস তাঁহার ছিল না এবং সহযোগী যে তাঁহাকে মনোনীত করিবেন সে বিষয়েও তাঁহার প্রত্যয় ছিল না।

স্থায়িত্বকাল অতি অল্প সময়ের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক, যাহাতে ঐ সময় আর বাড়াইতে না পারা যায়। যে রকম সঙ্কটের সময় এই পদের প্রতিষ্ঠা হয়, সে রকম সঙ্কটের ভিতর পড়িয়া রাষ্ট্র শীঘ্র হয় রক্ষা পায়, না হয় ধ্বংস হয় এবং জরুরী প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলে ডিক্টেটর-পদ স্বেচ্ছাচারে পর্য্যবসিত হয় বা নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। রোমে কেবল ছয়মাসের জন্য ডিক্টেটরের নিয়োগ হইত এবং বেশীর ভাগ ডিক্টেটর উহার পূর্ব্বেই পদত্যাগ করিতেন। নিয়োগের কাল বেশী করা হইলে তাঁহারা হয়ত উহা আরও বাড়াইবার চেষ্টা করিতেন; ডিসেম্বীরগণ (decemvirs) তাঁহাদের এক বৎসর নিয়োগের কাল যেমন বাড়াইতে চেষ্টা করিতেন। ডিক্টেটর যে কাজের জন্য নির্ব্বাচিত হইতেন কেবল সেই কাজের ব্যবস্থা করিবার সময়ই পাইতেন, তাঁহার তদতিরিক্ত অপর বিষয়ের চিন্তা করিবার অবসর মিলিত না।

৭ম অধ্যায়

সেন্সর পদ (de la censure)

আইন যেরূপ সাধারণের ইচ্ছা ঘোষণা করে সেন্সরপদ তদ্রূপ সাধারণের অভিমত ঘোষণা করে। সাধারণ অভিমত একপ্রকার আইন, যাহা প্রয়োগ করিবার কর্ত্তা সেন্সর এবং

শাসনকর্তার ন্যায় তিনি ইহা কেবল বিশেষ ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সেন্সর বিচারালয় (le tribunal censorial) জনমতের নিয়ামক হওয়া দূরে থাকুক উহার প্রকাশক মাত্র, এবং যখনই উহা সাধারণ মত হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, উহার সমস্ত সিদ্ধান্ত বাজে ও ব্যর্থ হইয়া যায়।

কোন জাতি যে সকল বস্তুকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে তাহা হইতে তাহার রীতিনীতি আলাদা করিবার চেষ্টা করা নিরর্থক ; কারণ, এই উভয়ের মূলে একই নীতি কাজ করে এবং অপরিহার্য্যরূপে উভয়ে পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই আমোদ আহ্লাদের পছন্দ জনমতের উপর নির্ভর করে, তাহাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। জনমতকে পরিশুদ্ধ কর, সঙ্গে সঙ্গে রীতিনীতিও উন্নত হইবে। যাহা সুন্দর বা লোকে যাহা সুন্দর মনে করে তাহাই ভালবাসে ; তাহাদের ভুল হয় কি সুন্দর তাহা বিচার করিবার কালে ; তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে যে এই বিচার-প্রণালী নিয়মিত করাই আবশ্যক। যে কোন জাতির রীতিনীতির বিচার করে, সে সেই জাতির মর্য্যাদার বিচার করে এবং যে মর্য্যাদার বিচার করে সে তাহার মানদণ্ড জনমত হইতে পায়।

কোন জাতির মধ্যে অভিমতের উৎপত্তি হয় সে জাতির রাষ্ট্রীয় গঠন-ব্যবস্থা হইতে। রীতিনীতি নিয়মিত না করিলেও

রীতিনীতির মূলে থাকে ব্যবস্থাবিধান। ব্যবস্থাবিধান যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখন রীতিনীতিরও অবনতি হয়; কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাবিধির দ্বারা যাহা করা সম্ভবপর হয় নাই সেন্সরগণের অভিমতের দ্বারাও তাহা করা সম্ভব হইবে না।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে সেন্সরপদ রীতিনীতি সংরক্ষণ করে; সুনির্ব্বাচিত প্রয়োগের দ্বারা উহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করে এবং উহা তখনও অগঠিত অবস্থায় থাকিলে সুগঠিত করিয়া দেয়। ফরাসী রাজ্যে দ্বন্দযুদ্ধে (duels) দ্বিতীয় ব্যক্তি (seconds) মনোনয়নের প্রথার যে বাড়াবাড়ি ঘটে, তাহা রাজাদের শুদ্ধ এই কয়টি কথাতেই বন্ধ হইয়া যায়, "যাহারা ভীরুতাবশতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আহ্বান করে তাহাদের সম্বন্ধে"। জনসাধারণ এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বেই এই সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়া সমস্ত ব্যাপারটি এক মুহূর্ত্তে নিষ্পত্তি করিয়া দেয়। কিন্তু এই রাজাদেশই যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধকে ভীরুতামূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে তখন সে কথা সত্য হইলেও জনমতের বিপরীত বলিয়া লোকে সে সিদ্ধান্ত হাসিয়া উড়াইয়া দেয়; কারণ, এ বিষয়ে জনমত ইতিপূর্ব্বেই দানা বাঁধিয়াছিল।

আমি অন্যত্র[১] বলিয়াছি যে জনমত কোনরূপ বিধিনিষেধের অধীন নয়, কাজেই যে প্রতিষ্ঠান জনমতের প্রতিনিধিত্ব

---

১ Lettre a´ M. d' Alembert—তে আমি বিস্তারিতভাবে যাহা বলিয়াছি এখানে তাহার উল্লেখমাত্র করিতেছি।

করিবার জন্য গঠিত তাহাতেও উহার চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। এই যে অস্ত্রটি, যাহার ব্যবহার আধুনিক জাতিগণের মধ্যে লুপ্ত হইয়াছে, কি সুন্দর উপায়ে রোমকগণের মধ্যে, এবং আরও ভাল করিয়া ল্যাসিডিমনীয়গণের মধ্যে ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না।

স্পার্টার পরিষদে জনৈক অসচ্চরিত্র ব্যক্তি একটি উত্তম প্রস্তাব উপস্থিত করিলে এফোরগণ সে কথা কানে না তুলিয়া একজন সচ্চরিত্র ব্যক্তির দ্বারা সেই প্রস্তাবই পুনরায় উপস্থিত করান[১]। ঐ দুই ব্যক্তির কাহাকেও প্রশংসা বা নিন্দা না করিয়াও এই উপায়ে একজনকে কতখানি সম্মান ও অপরকে কতখানি অপমান করা হইল। সামসের[২] কতিপয় মদ্যপ

---

১ Plutarque, Dicts notables des Lacédémoniens § 63 [Ed.]

২ ইহাদের নিবাস ছিল অন্য দ্বীপে; ভাষার শালীনতা রক্ষার খাতিরে তাহার নাম উপস্থিত ক্ষেত্রে করিতে পারিলাম না।

[Note de M. Pétitain : একটি দ্বীপের নাম করিলে ভাষার শালীনতার কি হানি হইতে পারে তাহা ধারণা করা শক্ত। উপস্থিত বক্তব্য বুঝিতে হইলে জানা আবশ্যক যে রুশো এই ঘটনা প্লুটার্ক হইতে লইয়াছেন (Dicts notables des Lacédémoniens). তিনি ইহার আগাগোড়া সমস্ত নোংরামি বর্ণনা করিয়াছেন এবং Chio দ্বীপের লোককে এজন্য দায়ী করিয়াছেন। রুশো একটা কুরুচিপূর্ণ শব্দশ্লেষ পরিহার করিবার জন্য এবং উহার উল্লেখে হাস্যোদ্রেক হইয়া বিষয়ের গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিবে এই ভয়ে দ্বীপটির নাম করেন নাই।]

এফোরগণের বিচারলয় নোংরা করে ; পরদিন প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা এফোরগণকে নোংরা থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়। এইভাবে রেহাই না দিয়া প্রকৃত শাস্তি দিলে তাহা অনেক কম কঠোর হইত। কোনটি সৎ বা কোনটি সৎ নয়, সে সম্বন্ধে স্পার্টা আপন মত প্রকাশ করিলে সমস্ত গ্রীস আর তাহার উপর কথা বলিত না।

৮ম অধ্যায়

সামাজিক ধর্ম্ম

প্রথমে মানব সমাজে দেবতারা ছাড়া আর কোন রাজা ছিল না এবং দেবতান্ত্রিক শাসন (le theocratique) ছাড়া অন্য কোন শাসনতন্ত্রের চলন ছিল না। লোকে তর্ক করিত কালিগুলার মত এবং সে কালে ঐরূপ তর্ক খাটিত। আপনার সদৃশ একজনকে প্রভু বলিয়া স্বীকার লইতে ও তাহাতে মঙ্গল হইবে এইরূপ বিশ্বাস করিতে মানুষের চিন্তা ও মনোবৃত্তির অনেকখানি পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন ছিল।

প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় সমবায়ের শীর্ষে ঈশ্বরকে স্থাপন করা হইত ; শুদ্ধ এই কার্য্য হইতে প্রমাণ হয় যে, যত জাতি তত দেবতা ছিল। দুইটি জাতি যাহারা পরস্পরের অনাত্মীয় ও প্রায় সর্ব্বদা পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, বেশীদিন তাহারা একই

প্রভুকে মানিতে পারিত না ; দুইটি সৈন্যদল যুদ্ধে নামিয়া একই নায়ককে মানিতে পারিত না। এই প্রকারে জাতিগত বিভিন্নতা হইতে বহু ঈশ্বরবাদের এবং তাহা হইতে সামাজিক ও ধর্ম্মগত অনুদারতার সৃষ্টি হয়। এহ দুইটি যে প্রকৃতি হিসাবে একই জিনিস আমরা পরে তাহা দেখাইব।

বর্ব্বর জাতিগণের মধ্য হইতে আপনাদের দেবতা পুনরাবিষ্কারের যে খেয়াল গ্রীকগণের মধ্যে দৃষ্ট হইত, তাহার মূলে ছিল তাহাদের আপনাদিগকে এই সকল জাতির স্বাভাবিক প্রভু বলিয়া বিবেচনা করিবার অনুরূপ খেয়াল। বিভিন্নজাতির দেবতাগণের অভিন্নতা সম্বন্ধে আমাদের কালে যে গবেষণা দেখা যায় তাহা অত্যন্ত হাস্যকর। যেন মোলক (Moloch) ও স্যাটার্ণ (Saturne) এবং ক্রোনস (Chronos) একই দেবতা ! যেন ফিনিসীয়গণের বাল্ (Baal), গ্রীকগণের জিয়ুস (Zeus) এবং লাটিনগণের জুপিটর একই দেবতা ! যেন বিভিন্ন নামধারী কতকগুলি কল্পিত ব্যক্তির মধ্যে সাদৃশ্য বলিয়া কিছু থাকিতে পারে !

যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, প্যাগান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ভিতরে (dans le Paganisme) প্রত্যেক রাষ্ট্রের আলাদা উপাসনা-পদ্ধতি (pulte) ও দেবতা থাকিলেও কেন ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে দেখা যায় নাই—তাহার উত্তরে আমি বলিব যে, ঠিক এই কারণে যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ উপাসনাপদ্ধতি এবং শাসন-ব্যবস্থা থাকাতে উহা নিজের দেবতা ও ব্যবস্থাবিধির মধ্যে

কোনরূপ পার্থক্য করিত না। যাহা রাজনৈতিক যুদ্ধ তাহাই ধর্ম্মযুদ্ধ ছিল; কারণ, এ কথা বলা যায় যে, দেবতাগণের এলাকা জাতিসমূহের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এক জাতির দেবতার অপর সকল জাতির উপর কোন অধিকার ছিল না। প্যাগান জাতিগণের দেবতারা ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন না; পৃথিবীর আধিপত্য তাঁহারা আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতেন; এমন কি মোজেস ও হিব্রুজাতি পর্য্যন্ত ইস্রাইলের ঈশ্বরের কথা বলিবার সময়ে কতকটা এইরূপ ধারণা প্রকাশ করিতেন। এ কথা সত্য যে তাঁহারা ক্যানানাইট-গণের দেবগণকে অক্ষম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কারণ, ক্যানানাইটগণকে আইনের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল ও ইস্রেলাইটগণ তাহাদের স্থান অধিকার করিবে, ইহা আদিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিবাসী অন্যান্য জাতি, যাহাদিগকে আক্রমণ করা তাহাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, তাহাদের দেবতাগণের সম্বন্ধে কি ভাষা ব্যবহার করা হইত দেখা যাউক; জেপথা আমনাইটগণকে বলিলেন, "তোমাদের দেবতা ক্যামসের (Chamos) অধিকারে যাহা আছে তাহার দখল কি ন্যায় মতে তোমাদের প্রাপ্য নয়? আমাদের বিজয়ী দেবতা যে সকল দেশ অধিকার[১] করিয়াছেন তাহাতে আমাদেরও ঐরূপ

[১] "Nonne ea quae possidet chamos denus tunus, ti bi jure de debentur" (Jug. X 1 24) Vulgate এর মূল এইরূপ।

অধিকার আছে।” আমার মনে হয় যে এখানে ক্যামস ও ইস্রাইলের ঈশ্বরের অধিকার সমান বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে।

কিন্তু যখন য়িহুদীগণ বাবিলোনের রাজাদের ও পরে সিরিয়ার রাজাদের অধীনে আসিয়াও তাহাদের দেবতা ছাড়া অন্য কোন দেবতা স্বীকারে আপত্তি প্রকাশ করিতে থাকে, তখন সে আপত্তিকে জেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদের উপর যে উৎপীড়ন আরম্ভ হইল তাহার বিবরণ তাহাদের ইতিহাসে পড়া যায়। খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না[১]।

Le P. de Carriéres ইহার এরূপ তর্জ্জমা করিয়াছেন: “তোমাদের দেবতা ক্যামসের যাহা আছে তাহা দখল করিবার অধিকার তোমাদের আছে তাহা কি বিশ্বাস কর না?” মূল হিব্রুতে কোথায় জোর দেওয়া হইয়াছে আমি জানি না, কিন্তু Vulgateএ দেখিতেছি যে জ্যাপথা নিশ্চিতভাবে ক্যামস দেবতার অধিকার স্বীকার করিতেছেন এবং ফরাসী অনুবাদক এই স্বীকৃতিকে “তোমাদের মতে” (selon vous) এই কথাগুলি যোগ করিয়া দুর্ব্বল করিয়াছেন। লাটিনে ইহা নাই।

১ এ বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ এই যে ফোকিয়ান যুদ্ধ (le querre des Phocéens) যাহাকে “পবিত্র যুদ্ধ” বলা হয়, তাহা ধর্ম্মযুদ্ধ নহে। উহার উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র বস্তু বা ধর্ম্মস্থান কলুষিত করিবার অপরাধের দণ্ডদান, অবিশ্বাসীকে পরাজিত করা নহে।

প্রত্যেক ধর্ম্ম, যে রাষ্ট্র উহার ব্যবস্থা দিত তাহার ব্যবস্থা-বিধির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত থাকায়, কোন জাতিকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য করাইতে হইলে তাহাকে পরাধীন করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না; জেতা ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্ম-প্রচারকও ছিল না। বিজিতের পক্ষে উপাসনা পদ্ধতি ত্যাগ করাই ছিল নিয়ম; কাজেই এসম্বন্ধে কাহাকেও কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে তাহাকে প্রথম পরাজিত করা প্রয়োজন হইত। দেবতাগণের জন্য মানুষের যুদ্ধ করা দূরে থাকুক্, আমরা হোমারে যেমন দেখিতে পাই, দেবতারাই মানুষের হইয়া যুদ্ধ করিতেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেবতার কাছে বিজয় কামনা করিত ও বিজয় লাভ হইলে নূতন পূজার বেদী নির্ম্মাণ করিয়া দিত। কোন স্থান দখল করিবার পূর্ব্বে রোমকগণ সে স্থানের দেবতাদিগকে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য আহ্বান করিত। টারেণ্টাইনগণের (Tarentiens) লাঞ্ছিত দেবগণকে তাহারা তাহাদের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিল এই কারণে যে, তখন তাহারা ঐ সকল দেবতাকে আপনাদের দেবতাদিগের অধীন এবং তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাহারা পরাজিত জাতিদিগকে যেমন তাহাদের নিজ নিজ ব্যবস্থাবিধি সেইরূপ তাহাদের নিজ নিজ দেবতাও রাখিতে দিত। প্রায়ই ক্যাপিটোলঅধিষ্ঠিত জুপিটরের জন্য একটি মাল্যমাত্র করস্বরূপ দাবী করা হইত।

অবশেষে রোমকগণ সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের উপাসনা-পদ্ধতি ও দেবতাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিবার ফলে অনেক ক্ষেত্রে পরাজিত জাতিগণের দেবতা ও উপাসনা-পদ্ধতি নিজেরা গ্রহণ করিবার এবং প্রায়ই উভয়কে নাগরিক অধিকার (le droit de cité) প্রদান করিবার ফলে এই বিশাল সাম্রাজ্যের জাতিসমূহ অজ্ঞাতসারে আপনাদিগের মধ্যে বহু সংখ্যক দেবতা ও বহু প্রকারের উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে দেখিতে পাইল ; অল্প বিস্তর প্রভেদ সত্ত্বেও এই সকল দেবতা ও উপাসনা-পদ্ধতি সর্ব্বত্র একই রকমের ছিল। এই প্রকারে প্যাগান ধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত পরিচিত ভূভাগে শেষকালে অদ্বিতীয় ও এক ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়।

অবস্থা যখন এইরূপ ছিল তখন যিশুখৃষ্ট পৃথিবীতে ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপিত করেন ; ইহার ফলে রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মনীতি আলাদা হইয়া পড়ে, রাষ্ট্রের ঐক্য নষ্ট হয় এবং যে সকল আভ্যন্তরীন বিবাদ এখন পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাতিসমূহকে আলোড়িত করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়---তাহার সূত্রপাত হয়। ধর্ম্মরাজ্যের এই নূতন ভাব প্যাগান-ধর্ম্মীগণের মাথায় প্রবেশ করিত না বলিয়া তাহারা খৃষ্টানগণকে প্রকৃত বিদ্রোহী বলিয়া বিবেচনা করিত ও মনে করিত যে, ছদ্ম বশ্যতার আড়ালে তাহারা শুধু আপনাদিগকে স্বাধীন করিবার ও প্রভুত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং দুর্ব্বলতা হেতু যে কর্ত্তৃত্ব তাহারা

মান্য করিবার ভান করিত, কৌশলে তাহাই হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাই তাহাদের উপর উৎপীড়নের কারণ।

প্যাগানধর্ম্মীগণ যাহা ভয় করিত তাহাই ঘটিল। তারপরে সকল জিনিসের চেহারাই বদলাইয়া যায়; বিনয়-নত খৃষ্টানগণ আপনাদের ভাষা বদলাইয়া ফেলে এবং অল্পকাল মধ্যে এই তথাকথিত স্বর্গরাজ্য একজন দৃশ্যমান শাসকের অধীনে অতি প্রচণ্ড স্বেচ্ছাচার-তান্ত্রিক মর্ত্ত্যরাজ্যে পরিণত হয়।

কিন্তু বরাবর একজন শাসনকর্ত্তা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাবিধি প্রবর্ত্তিত থাকাতে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারের সীমা লইয়া এক চিরস্থায়ী বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছে, যাহার ফলে খৃষ্টান রাষ্ট্রসমূহে সুশাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে এবং লোকে এ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই যে প্রভু বা পুরোহিত ইহাদের কাহার আদেশ মান্য করিতে তাহারা বাধ্য।

য়ুরোপের ভিতরেই বা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দেশে বিভিন্ন জাতি কিন্তু প্রাচীন প্রণালী বজায় রাখিতে বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তবে কৃতকার্য্য হয় নাই; খৃষ্টধর্ম্মের ভাবধারার সর্ব্বত্র অভ্যুদয় হইয়াছে। পবিত্র ধর্ম্মমত চিরকাল রাজশক্তি হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়াছে বা স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইলে পুনরায় উদ্ধার করিয়াছে এবং রাষ্ট্রের সহিত উহার অপরিহার্য্য

সম্বন্ধও কখন ছিল না। এ বিষয়ে মহম্মদের মত ছিল সদ্বিবেচনা প্রসূত, তাঁহার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে তিনি দৃঢ়-সংবদ্ধ করিয়াছেন। যতদিন তাঁহার উত্তরাধিকারী খালিফগণের অধীনে এই শাসন প্রণালী টিঁকিয়া থাকে ততদিন উহা প্রকৃতই অবিভক্ত ও সেহেতু ভালই ছিল। কিন্তু আরবগণ সমৃদ্ধ, শিক্ষিত, মার্জ্জিত, অলস ও ভীরু প্রকৃতির হইয়া পড়ে এবং বর্ব্বর জাতির দ্বারা বিজিত হয়; তখন আবার দুইটি শক্তির ভিতরে বিরোধ আরম্ভ হয়। এই বিরোধ খৃষ্টান অপেক্ষা মুসলমান দিগের মধ্যে কম পরিস্ফুট হইলেও তাহাদের ভিতরে, বিশেষ করিয়া আলি সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা বর্ত্তমান; এবং এমন রাষ্ট্রও আছে, যেমন পারস্য, যেখানে এই বিরোধ সর্ব্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আমাদের মধ্যে ইংলণ্ডের রাজারা চার্চের প্রধানের পদ অধিকার করিয়াছেন; রুশিয়ার জারগণও তাহাই করিয়াছেন; কিন্তু এই উপাধির জোরে তাঁহারা চার্চের প্রভু হন নাই, প্রতিনিধি হইয়াছেন। চার্চকে রক্ষা করিবার অধিকার যতখানি পাইয়াছেন বদলাইবার অধিকার ততখানি পান নাই।

চার্চের ভিতরে তাঁহারা রাজা মাত্র, ব্যবস্থাকর্ত্তা নহেন। ধর্ম্ম-যাজক সম্প্রদায় যেখানেই সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিয়াছেন সেখানেই স্বদেশের ভিতরে তাঁহারা প্রভু ও ব্যবস্থাকর্ত্তা[১]।

---

১ এখানে বলা আবশ্যক যে ধর্ম্ম-যাজকগণের মধ্যে উক্ত সংঘবদ্ধতা আনিতে হইলে ফ্রান্সের মত কতকগুলি আনুষ্ঠানিক সভার অধিবেশন

এইরূপে ইংলণ্ডে, রুশিয়ায় ও অন্যত্র দুইটি কর্ত্তৃত্ব, দুইটি রাজশক্তি বর্ত্তমান।

সকল খৃষ্টান লেখকগণের মধ্যে কেবল দার্শনিক হব্‌স (Hobbes) এই অনিষ্টের মূল ও উহার প্রতিকারের উপায় দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তিনিই সাহস করিয়া ঈগলের দুই মাথা এক করিবার প্রস্তাব এবং সর্ব্বত্র রাজনৈতিক ঐক্য পুনরুদ্ধার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন; কারণ, এই ঐক্য ব্যতীত রাষ্ট্র বা শাসন ব্যবস্থা কোনটি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার ঐ সঙ্গে দেখা উচিত ছিল যে, খৃষ্টধর্ম্মের প্রভুত্বস্পৃহা তাঁহার ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইতে পারেনা এবং পুরোহিতের স্বার্থ চিরকাল রাষ্ট্রের স্বার্থ অপেক্ষা অধিক প্রবল হইবে। হব্‌সের রাজনৈতিক সত্যের মধ্যে মিথ্যা ও ভয়ানক যাহা আছে, তাহা অপেক্ষা সত্য ও ন্যায্য যাহা আছে

অপেক্ষা চার্চ্চের কম্যুনিয়ন বা স্যাক্রামেণ্ট হইতে বেশী সাহায্য পাওয়া যায়। কম্যুনিয়ন ও চার্চ হইতে বহিষ্করণের ক্ষমতা ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের সামাজিক চুক্তিস্বরূপ এবং এই চুক্তির বলে তাহারা চিরকাল জন সাধারণ ও রাজন্যবর্গের প্রভুর স্থান অধিকার করিবে। যে সকল পুরোহিত একত্র মিশে তাহারাই নাগরিক; পৃথিবীর দুই বিপরীত কোণ হইতে আসিয়া একত্র হইলেও তাহাতে হানি নাই। এই আবিষ্কার রাজনীতির একটা শ্রেষ্ঠ অবদান। প্যাগান ধর্ম্মের পুরোহিতগণের ইহার অনুরূপ কোন ব্যবস্থা ছিল না, তাহাদের মধ্যে সংঘবদ্ধতাও ছিল না।

তাহার জন্যই সকলের কাছে উহা অবজ্ঞার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে[১]।

আমার মনে হয় যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা করিলে **Bayle** ও **Warburton**এর বিপরীত মত সমূহ সহজেই খণ্ডন করা যাইতে পারে। ইঁহাদের একজন দাবী করেন যে, ধর্ম্ম রাষ্ট্রীয় সমবায়ের পক্ষে অনাবশ্যক; অন্যপক্ষে, অপরে বলেন যে খৃষ্টধর্ম্ম রাষ্ট্রীয় সমবায়ের দৃঢ়তম অবলম্বন। ইঁহাদের প্রথম ব্যক্তির নিকট প্রমাণ করা যাইতে পারে যে এমন রাষ্ট্র কখনও প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই যাহার ভিত্তি ধর্ম্মের উপর স্থাপিত করা হয় নাই; এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট প্রমাণ করা যাইতে পারে যে খৃষ্টধর্ম্মের বিধি গোড়াতে রাষ্ট্রের স্থায়ী গঠন-ব্যবস্থার পক্ষে ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্টকর। আমার কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে আমার বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অত্যধিক অস্পষ্ট ধারণাগুলিকে একটু স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

---

১ উদাহরণ স্বরূপ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গ্রোটিয়ুসের ১৬৪৩, ১১ই এপ্রিল তারিখের তাঁহার ভ্রাতার নিকট লিখিত পত্রে এই পণ্ডিত ব্যক্তির মতে De Cive গ্রন্থে কি প্রশংসার যোগ্য ও কি নিন্দার যোগ্য আছে তাহা দেখ। একথা সত্য যে দোষ ঢাকিবার অভিপ্রায় হেতু তিনি যাহা ভাল তাহার জন্য গ্রন্থকারের মন্দটুকু মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু সকলেই আর এতখানি সহৃদয় নয়।

সমাজের সহিত ধর্ম্মের যে সম্বন্ধ সেই দিক হইতে দেখিলে দেখা যাইবে যে সমাজ যেরূপ সাধারণ ও বিশেষ এই দুই প্রকারের হইতে পারে, ধর্ম্মও সেইরূপ দুই প্রকারের হইতে পারেঃ যথা, মানুষের ধর্ম্ম ও নাগরিকের ধর্ম্ম। প্রথম প্রকারের ধর্ম্মে কোন মন্দির, বেদী বা পূজা-পদ্ধতি নাই, ইহা ভগবানের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আরাধনা ও শাশ্বত, নৈতিক কর্ত্তব্য সমূহের পালনে পরিসমাপ্ত। ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের (l'E´vangile) উক্ত সরল ধর্ম্ম, প্রকৃত একেশ্বরবাদ; ইহাকে স্বাভাবিক ধর্ম্মের অধিকার (le droit divin naturel) বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের ধর্ম্ম কোন একটি দেশে সীমাবদ্ধ থাকে ও ঐ দেশকে তাহার উপাস্য দেবতা, নিজস্ব অভিভাবক ও অধিদেবতা দেয়। এ ধর্ম্মের বিধিনিষেধ আছে, ক্রিয়া কাণ্ড আছে, আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান আছে। যে জাতি এই ধর্ম্মমতে চলে তাহাদের চোখে তাহারা ছাড়া আর সকলেই বিধর্ম্মী, বৈদেশিক ও বর্ব্বর। এই ধর্ম্মমতে মানুষের অধিকার ও কর্ত্তব্যের সীমা শুধু তাহার উপাসনা স্থান পর্য্যন্ত। প্রাচীন জাতি গুলির সকলের ধর্ম্মই এইরূপ ছিল; ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সামাজিক বা ব্যবহারিক ধর্ম্মের অধিকার (Le droit divin civil ou positif).

তৃতীয় শ্রেণীর আরেক প্রকারের ধর্ম্ম আছে যাহা ইহা অপেক্ষও অদ্ভুত। দুই প্রকারের আইন, দুইজন প্রধান, দুইটি দলের সৃষ্টি করিয়া উহা মানুষকে পরস্পর-বিরোধী

কর্ত্তব্যের দায়ে ফেলে এবং তাহাকে না হইতে দেয় ধার্ম্মিক না নাগরিক। লামাগণের ধর্ম্ম এই প্রকারের, জাপানীগণের ধর্ম্ম ও রোমীয় খৃষ্টধর্ম্ম এই প্রকারের। এই প্রকারের ধর্ম্মকে পুরোহিতের ধর্ম্ম (La religion du prêtre') নাম দেওয়া যাইতে পারে। ইহা হইতে এক শ্রেণীর মিশ্র ও সমাজ বিরোধী আইন বা বিধি পাওয়া যায় যাহার কোনই নাম নাই।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মূল্যের দিক দিয়া এই তিন প্রকারের ধর্ম্মের যাচাই করিলে দেখা যাইবে যে ইহাদের প্রত্যেকটির নিজস্ব দোষ আছে। তৃতীয় প্রকারের ধর্ম্ম আপাত দৃষ্টিতে এত অসার বলিয়া বুঝা যায় যে তাহা প্রমাণ করিতে যাওয়া কেবল সময় নষ্ট করা। যাহা কিছু সামাজিক ঐক্যের হানি করে তাহাই অসার; যে সকল প্রতিষ্ঠানের (les institutions) উৎপত্তির ফলে মানুষের নিজের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয় তাহার কোন মূল্য নাই।

দ্বিতীয়টি এই হিসাবে ভাল যে উহা ধর্ম্মমতের সহিত ব্যবস্থাবিধির প্রতিও শ্রদ্ধার ভাব আনিয়া দেয় এবং স্বদেশকে নাগরিকগণের পূজার পাত্রে পরিণত করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেয় যে রাষ্ট্রের সেবার দ্বারাই দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে সেবা করা হয়। ইহা এক প্রকারের ধর্ম্মতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী; ইহাতে শাসনকর্ত্তা ছাড়া আর দ্বিতীয় ধর্ম্মগুরু নাই, ম্যাজিষ্ট্রেট-গণ ব্যতীত আর কোন পুরোহিত নাই। এক্ষেত্রে দেশের

জন্য মৃত্যুকে বরণ করা ধর্ম্মার্থ আত্ম বলিদান করা; আইন লঙ্ঘন করা অধর্ম্ম; এবং কোন দোষী ব্যক্তির প্রকাশ্য শাস্তির ব্যবস্থা করা, তাহাকে দেবরোষে নিক্ষিপ্ত করা।

কিন্তু ইহা ভাল নয় এইজন্য যে, ভুল ও মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ইহা মানুষকে প্রতারিত করে, তাহাকে অতিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণ ও কুসংস্কারপন্ন করিয়া তুলে এবং ভগবানের যথার্থ আরাধনা বৃথা অনুষ্ঠানের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়। ইহাকে খারাপ বলিবার আরও কারণ এই যে, গোঁড়ামি ও অত্যাচার বৃদ্ধি পাইয়া ইহা জাতিকে এমন রক্তপিপাসু ও অসহিষ্ণু করিয়া তুলে যে তাহারা মারমার কাটকাট ছাড়া আর কিছু বলে না; এবং বিশ্বাস করে, যে-কেহ তাহাদের দেবতায় বিশ্বাস করে না তাহাকে হত্যা করা পুণ্যকর্ম্ম। এই কারণে ঐ জাতি ও অপর সকল জাতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধেরত দুই পক্ষের মধ্যের সম্বন্ধের উদ্ভব হয় এবং এইরূপ সম্বন্ধ তাহার নিজের নিরাপত্তার পক্ষে একান্ত হানিকর।

তাহা হইলে বাকী রহিল কেবল মানুষের ধর্ম্ম অথবা খৃষ্টধর্ম্ম। এই খৃষ্টধর্ম্ম আধুনিক খৃষ্টধর্ম্ম নহে, উহা বাইবেল উক্ত ধর্ম্ম—এবং প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই পবিত্র, মহান ও সত্য ধর্ম্মানুসারে সকল মানুষ একই ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া পরস্পরকে ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করে এবং তাহাদের ঐক্যের ফলে গঠিত সমাজ মৃত্যুর দ্বারাও ধ্বংস হয় না।

কিন্তু এই ধর্ম্মের রাষ্ট্রীয় সমবায়ের সহিত কোন বিশেষ সম্বন্ধ না থাকাতে ব্যবস্থাবিধিকে নিজের শক্তির উপরেই ছাড়িয়া দেয়, অন্য কোন প্রকার শক্তি তাহার সহিত সংযুক্ত করে না ; ইহার দরুণ যাহাদের লইয়া সমাজ গঠিত তাহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান সূত্রই কাজে আসে না। অধিকন্তু, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকগণের হৃদয় আকৃষ্ট করা দূরে থাকুক ইহা রাষ্ট্র হইতে ও সকল পার্থিব জিনিসের উপর হইতে তাহাদের মন সরাইয়া লয়। ইহা হইতে সামাজিক মনোভাবের অধিক বিরোধী কিছু আছে কিনা আমি জানিনা।

আমাদেব বলা হয় যে, কোন জাতি প্রকৃত খৃষ্টান হইলে তাহাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ, আমরা যতখানি কল্পনা করিতে পারি, ততখানি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সমাজ হইবে। এ বিষয়ে কেবল একটা প্রকাণ্ড অসুবিধা দেখিতেছি ; খাঁটি খৃষ্টানের সমাজ আর মানুষের সমাজ থাকিবে না।

আমি আরও বলিতে চাই যে, এই কল্পিত সমাজ, সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, সর্ব্বাধিক শক্তিসম্পন্ন ও স্থায়ী হইবে না ; সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইবার তাগিদে তাহার সংহতি নষ্ট হইবে এবং তাহার ধ্বংসের হেতুভূত দোষ হইয়া দাঁড়াইবে—ঐ সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণতা।

প্রত্যেক ব্যক্তি আপন কর্ত্তব্য পালন করিবে ; প্রজাগণ আইন মান্য করিবে ; প্রধানগণ ন্যায়পরায়ণ ও সংযমশীল

হইবেন; ম্যাজিষ্ট্রেটগণ সাধু ও দোষস্পর্শহীন হইবেন; সৈন্যগণ মৃত্যু তুচ্ছ করিবে; আড়ম্বর বা বিলাসিতা থাকিবেনা; এ সমস্তই খুব চমৎকার; কিন্তু আর একটু দেখা যাউক।

খৃষ্টান ধর্ম্ম সম্পূর্ণ আত্মিক ধর্ম্ম এবং কেবল পারমার্থিক ব্যাপার লইয়াই ব্যাপৃত, খৃষ্টানের স্বদেশ পার্থিব নহে। সে তাহার কর্ত্তব্য পালন করে এ কথা সত্য, কিন্তু তাহার চেষ্টার সফলতা বা ব্যর্থতা সম্বন্ধে গভীর উদাসীনতাভরে সে কাজ করে। যদি তাহার নিজের কোন ত্রুটি না হয়, তাহা হইলে এই সংসারের তাবৎ বিষয় ভাল বা মন্দ যেভাবে চলুক, তাহাতে তাহার বিশেষ যায় আসে না। যদি রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি হয়, সে সাধারণের সুখের অংশ লইতে সাহস করে না; স্বদেশের গৌরবে গৌরব বোধ করিতে সে ভীত হয়; রাষ্ট্রের অবনতি হইতে থাকিলে ভগবানের যে হস্ত তাহার জাতির উপর আঘাত হানে, সেই হস্তের মহিমা কীর্ত্তন করে সে।

রাষ্ট্রে যাহাতে শান্তি ও একতা বজায় থাকে সে জন্য বিনা ব্যতিক্রমে সকল নাগরিকের সম পরিমাণে নিষ্ঠাবান খৃষ্টান হওয়া আবশ্যক; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের মধ্যে যদি একজন মাত্র উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি থাকে, যদি একজন মাত্র ভণ্ড থাকে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে যদি ক্যাটিলিন বা ক্রমওয়েলের মত একজন মাত্র লোক থাকে, তাহা হইলে সে তাহার ধর্ম্মভীরু স্বদেশবাসীদের মাথায় হাত বুলাইয়া

খাইবার সুবিধা পাইবে। খৃষ্টানের উদার মনে প্রতিবেশীকে মন্দ ভাবিবার কথা সহজে উদয় হয় না। কোন ফন্দিতে তাহাদিগকে প্রতারিত করিবার বিদ্যাটি আয়ত্ত করিতে ও শাসনকর্তৃত্বের খানিকটা অংশ হস্তগত করিতে পারিলেই দেখিতে পাইবে, সে একজন পদস্থ ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; তাহাকে ভগবানের অভিপ্রায়ের সম্মান করিতে হইবে। তারপরেই দেখিবে, সে একজন ক্ষমতাসম্পন্ন লোক হইয়া উঠিয়াছে; ভগবানের অভিপ্রায় ক্ষমতাশালীর আজ্ঞাবহ হইতে হইবে। যদি এই ক্ষমতার ন্যাসরক্ষক ক্ষমতার অপব্যবহার করেন বুঝিতে হইবে ভগবান এই দণ্ডের দ্বারা তাঁহার সন্তানগণকে শাস্তি দিতেছেন। এই জবরদখলিকারকে তাড়াইতে হইলে বিবেক বুদ্ধি কত আপত্তি উঠাইবে; তাহাকে তাড়াইতে হইলে দেশের শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে হয়, হিংসার পথ অবলম্বন করিতে হয়, রক্তপাত করিতে হয়, ইহার কিছুই খৃষ্টানের নিরীহ স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না; আর বাস্তবিক ধরিলে এই দুঃখময় পৃথিবীতে কেহ স্বাধীন হউক বা দাসত্ব করুক তাহাতে কি যায় আসে? আসল কথা স্বর্গে যাইবার ব্যবস্থা করা; ত্যাগ ইহার অন্যতম উপায়।

বৈদেশিক শত্রুর সহিত যুদ্ধ বাধিলে সৈন্যগণ বিনা আপত্তিতে যুদ্ধে যাইবে; পালাইবার কথা তাহাদের একজনও ভাবিবে না; তাহারা কর্ত্তব্য পালন করে জয়লাভের প্রবল

আগ্রহ বোধ না করিয়া ; শত্রুকে পরাজিত করা অপেক্ষা মরিতে তাহারা ভাল জানে। তাহারা জয়লাভ করুক বা বিজিত হউক তাহাতে কি যায় আসে ? কোনটি তাহাদের পক্ষে বেশী ভাল তাহা কি ভগবান তাহাদের অপেক্ষা ভাল জানেন না ? কোন গর্ব্বিত, ভাবপ্রবণ, উগ্র শত্রুপক্ষ তাহাদের এই নির্ব্বেদভাব হইতে কি সুবিধাই না করিয়া লইতে পারে ! ইহাদের সম্মুখে যে সকল উদার হৃদয় জাতি প্রবল যশের আকাঙ্খায় ও স্বদেশের গৌরবের জন্য পাগল হইত তাহাদের উপস্থিত কর, তোমার এই খৃষ্টান সাধারণ-তন্ত্রের সম্মুখে স্পার্টা বা রোমকে উপস্থিত কর ; নিজেদের অবস্থা কি হইল তাহা ভাবিবার সময় পাইবার পূর্ব্বেই এই ধর্ম্মভীরু খৃষ্টানগণ পরাভূত, পর্য্যুদস্ত ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে, অথবা শত্রু-পক্ষের মনে তাহাদের প্রতি যে অবজ্ঞার উদয় হইবে কেবল তাহার জন্যই হয়ত প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবে। ফাবিয়ুসের (Fabius) সৈন্যগণ যে চমৎকার শপথ করিয়াছিল তাহা আমার মনে লাগে ; তাহারা হয় মৃত্যুকে বরণ করিবে না হয় জয়লাভ করিবে এ শপথ করে নাই, তাহারা শপথ করে যে বিজেতারূপে তাহারা ফিরিয়া আসিবে এবং সে শপথ তাহারা রক্ষা করিয়াছিল। খৃষ্টানগণ কখন এরূপ শপথ করিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন ইহাতে ভগবানকে প্রলোভিত করা হয়।

কিন্তু খৃষ্টান সাধারণ-তন্ত্র এই কথাটি ভুল করিয়া ব্যবহার

করিয়াছি ; এই দুইটি কথা পরস্পর বিরোধী। খৃষ্টধর্ম্ম কেবল দাসত্ব ও পরাধীনতা শিখায়। ইহার প্রকৃতি স্বৈরশাসনের পক্ষে এত অনুকূল যে অনেক সময় স্বৈরশাসন ইহা হইতে সুবিধা করিয়া লইয়াছে। যথার্থ খৃষ্টানের জন্ম হয় গোলাম হইবার জন্য (**les vrais chrétiens sont faits pour être esclaves**), তাহারা একথা জানে এবং সেজন্য কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হয় না ; তাহাদের চোখে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মূল্য অল্প।

খৃষ্টান সৈন্য খুব কাজের এ কথা শুনা যায়। যতক্ষণ ইহার দৃষ্টান্ত না দেখান হয়, আমি ইহা অস্বীকার করিব। আমি নিজে খৃষ্টান সৈন্যের কথা অবগত নহি। ক্রুসেডের কথা উল্লেখ করা হইবে। ক্রুসেডরগণের সাহসের কথা অস্বীকার না করিয়া আমি বলিতে চাই যে তাঁহারা মোটেই খৃষ্টান ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন পুরোহিতের সৈন্য, চার্চের নাগরিক ; তাঁহারা লড়াই করেন আপনাদের ধর্ম্মরাজ্যের জন্য যাহা চার্চের হাতে কোন অজ্ঞাত উপায়ে মর্ত্ত্যরাজ্যে পরিণত হয়। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে ইহার মূল প্যাগান ধর্ম্মে নিহিত। বাইবেল কোন প্রকার জাতীয় ধর্ম্ম প্রচার করে নাই, খৃষ্টানগণের মধ্যে কোন প্রকার ধর্ম্মযুদ্ধ হওয়া সেহেতু অসম্ভব।

প্যাগানধর্ম্মী সম্রাটগণের অধীনস্থ খৃষ্টান সৈন্যগণ সাহসী ছিল ; সকল খৃষ্টান গ্রন্থকার এ কথা বলিয়াছেন এবং আমিও

তাহা বিশ্বাস করি ; ইহার কারণ ছিল প্যাগান সৈন্যগণের সঙ্গে সাহসের প্রতিদ্বন্দিতা। যখন সম্রাটগণ খৃষ্টান হইলেন তখন হইতে এরূপ প্রতিদ্বন্দিতার কারণ আর রহিল না; ক্রস ঈগলকে তাড়াইলে সঙ্গে সঙ্গে রোমের বীরত্ব অন্তর্হিত হইল।

এখন রাজনীতি সম্পর্কিত বিষয় ছাড়িয়া দেখা যাউক কোনটি ন্যায্য এবং এই প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে নীতি স্থির করা যাউক। সামাজিক চুক্তির দ্বারা রাজশক্তির হাতে প্রজার উপরে যে অধিকার দেওয়া হয় তাহা সাধারণের কল্যাণের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার সীমা অতিক্রম করে না, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি[১]। (Le droit que le pacte social donne au souverain sur le sujets

---

১। le marquis d'Argenson বলিয়াছেন, "সাধারণ-তন্ত্রের অধীনে অপরের যাহাতে অনিষ্ট হয় তাহা ছাড়া প্রত্যেকে আর সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন"। ইহাই হইল অলঙ্ঘনীয় সীমা ; ইহা অপেক্ষা আর বেশী পরিষ্কার করিয়া এ কথা বলা সম্ভব নয়। আমি সময় সময় এই পাণ্ডুলিপি (Considerations sur le gouvernement ancien et présent de la France) হইতে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই, কারণ, উক্ত পাণ্ডুলিপি সাধারণে অজ্ঞাত বলিয়া উহার প্রসিদ্ধ ও শ্রদ্ধাভাজন লেখকের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক। তিনি মন্ত্রীত্বপদ লাভ করিয়াও প্রকৃত নাগরিকের মনোবৃত্তি এবং স্বদেশের শাসন সম্বন্ধে ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত মত পোষণ করিতেন।

ne passe point les bornes de l'utilité publique). তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রজাগণ, আপনাদের মতামতের যতটুকু সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত, কেবল ততটুকুর জন্য রাজ-শক্তির নিকট হিসাব দিতে বাধ্য। এক্ষণে রাষ্ট্রের পক্ষে দেখিতে হইবে যে প্রত্যেক নাগরিকের ধর্ম্ম এমন হয় যে উহা তাহাকে আপন কর্ত্তব্য ভালবাসিতে শিখায়; কিন্তু ঐ ধর্ম্মের বিধি কি হইবে রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের সভ্যগণের পক্ষে উক্ত বিধির সহিত রীতিনীতি ও ঐ ধর্ম্মপন্থীর অপরের প্রতি পালনীয় কর্ত্তব্যের যে পর্য্যন্ত সম্পর্ক আছে তাহার বাহিরে দেখিবার আবশ্যক নাই। তাহার বাহিরে প্রত্যেকে যেরূপ খুসী মতামত পোষণ করিতে পারে এবং রাজশক্তির তাহা জানিবার দরকার করে না; কারণ, পরলোকের উপর যখন তাহার কোন হাত নাই তখন পরজীবনে প্রজাগণের অবস্থা যাহাই হউক সেটা দেখা তাহার চিন্তার বিষয় নহে যদি ইহলোকে তাহারা সুনাগরিক হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে একটি নিছক সামাজিক ধর্ম্মমত আছে যাহার নিয়মকানুন রাজশক্তির নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া দরকার; এই নিয়মকানুন ঠিক ধর্ম্মের নির্দ্দেশের মত নয়, বরং সামাজিক চিত্তবৃত্তি সমূহের মত; এইগুলির অভাবে সুনাগরিক বা বিশ্বস্ত প্রজা হওয়া অসম্ভব[১]। কাহাকেও

১। কাটিলিনের সপক্ষে ওকালতি করিতে গিয়া সিজর আত্মার মৃত্যু হয় এই মতের পোষকতা করেন। কেটো ও সিসিরো ইহার উত্তর দিতে

ইহাতে বিশ্বাস করাইবার ক্ষমতা না থাকিকেও যে বিশ্বাস করে না রাজশক্তি তাহাকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারে ; নির্ব্বাসিত করিতে পারে অধার্ম্মিক বলিয়া নয়, সমাজ বিরোধী বলিয়া। যদি কেহ প্রকাশ্যভাবে এই সকল নির্দ্দেশ স্বীকার করিয়াও এমনভাবে চলে যেন সে এইগুলি বিশ্বাস করে না তাহা হইলে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হইবে ; আইনের নিকট মিথ্যা বলিয়া সে চরম অপরাধ করিয়াছে।

এই সামাজিক ধর্ম্মের নির্দ্দেশ সমূহ সরল, সংক্ষিপ্ত, পরিষ্কার করিয়া বিবৃত হইবে, তাহার কোন ব্যাখ্যা বা টিকা থাকিবে না। শক্তিমান, বুদ্ধিমান, মঙ্গলময়, দূরদর্শী ও পরিণামদর্শী ভগবানের অস্তিত্ব, পারলৌকিক জীবন, সাধুগণের সুখ, দুষ্টগণের শাস্তি, এবং সামাজিক চুক্তি ও ব্যবস্থাবিধির পবিত্রতা—এইগুলি ব্যবহারিক নির্দ্দেশ। আর নিষেধবিধির মধ্যে আমি একটির বেশী উল্লেখ করিব না ; ইহা হইল অসহিষ্ণুতা ; যে সকল ধর্ম্মমত আমরা অগ্রাহ্য করিয়াছি উহা এই শ্রেণীর বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

যাঁহারা সামাজিক অসহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মমতের অসহিষ্ণুতার মধ্যে প্রভেদ করেন আমার মতে তাঁহারা ভুল করেন। এই

উঠিয়া দার্শনিক সাজেন নাই, তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করেন যে সিজর অনুপযুক্ত নাগরিকের মত কথা বলিয়াছেন এবং রাষ্ট্রের পক্ষে অনিষ্টকর মত চালাইতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহাই ছিল রোমীয় সিনেটের বিচার্য্য বিষয়, ধর্ম্মতত্ত্বের সমস্যা উহার বিচার্য্য ছিল না।

দুই প্রকারের গোঁড়ামি পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য। যাহারা নরকস্থ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় তাহাদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করা অসম্ভব; তাহাদিগকে ভালবাসিবার অর্থ ভগবানকে অবজ্ঞা করা, কারণ, ভগবান স্বয়ং তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছেন; হয় তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে, না হয় নির্য্যাতন করিতে হইবে, ইহা ছাড়া পন্থা নাই। যেখানে ধর্ম্মমতের অসহিষ্ণুতা প্রবেশ করিয়াছে সেখানেই সমাজের উপর কোন না কোন প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী[১]; যে মুহূর্ত্তে এই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় সে মুহূর্ত্ত হইতে পার্থিব ব্যাপারে পর্য্যন্ত রাজশক্তির আর রাজশক্তি থাকে না; সে মুহূর্ত্ত হইতে পুরোহিতগণ প্রকৃত প্রভু হইয়া দাঁড়ায়, রাজা তখন হইতে তাহাদের কর্ম্মচারী মাত্র।

---

১ এইরূপ বিবাহ একটি সিভিল কন্‌ট্রাক্ট এবং সমাজের উপরে ইহার এমন কতকগুলি ফল আছে যাহার অভাবে সমাজের টিকিয়া থাকা অসম্ভব। এখন ধরা যাউক যে পুরোহিতের দল শেষকালে বিবাহ করিবার অনুমতি দিবার অধিকার হস্তগত করিল; ইহা নিশ্চিত যে সকল পরমত অসহিষ্ণু ধর্ম্মেই তাহারা এই অধিকার জবরদখল করিয়া লইবেই; তাহা হইলে ইহা কি স্পষ্ট বুঝা যায় না যে এ বিষয়ে চার্চের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করিতে গিয়া তাহারা শাসনকর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব নষ্ট করিবে এবং তাহারা তাঁহাকে যতগুলি প্রজা দিবে মাত্র ততগুলি প্রজা তিনি পাইবেন? লোকে অমুক অমুক মত মানে বা মানে না, অমুক অমুক প্রথা গ্রহণ করে বা অগ্রাহ্য করে, তাহারা বেশী বা কম ভক্তিমান ইত্যাদি বিচার করিয়া পুরোহিতগণ

বর্ত্তমানে যখন কোন জাতির নিজস্ব কোনরূপ জাতীয় ধর্ম্ম নাই এবং আর হইবার সম্ভাবনা নাই তখন যে সকল ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মকে সহ্য করে সেগুলিকে সহ্য করা উচিত, অবশ্য যদি তাহাদের নির্দ্দেশের মধ্যে নাগরিকের কর্ত্তব্য পালনের হানিকর কিছু না থাকে। কিন্তু যে কেহ বলিতে সাহস করিবে যে "চার্চের বাহিরে মুক্তি নাই" (hors de l'Eglise point de salut) তাহাকেই রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য যদি উক্ত রাষ্ট্রই চার্চ এবং শাসনকর্ত্তা ধর্ম্মগুরু না হন। কেবল

যদি তাহাদিগকে বিবাহ দিবার বা না দিবার অধিকারী হয় এবং হিসাব করিয়া ও দৃঢ়তার সঙ্গে চলে তাহা হইলে ইহা কি স্পষ্ট বুঝা যায় না যে তাহারা একাই সমস্ত উত্তরাধিকার ও চাকুরীর ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করিবে এবং নাগরিকগণকে, এমন কি রাষ্ট্রকে পর্য্যন্ত, নিজের মতে চালাইবে? কারণ, কেবল জারজ লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইলে তাহা কি আর টিকিতে পারে? কিন্তু লোকে বলিবে যে এরূপ অবস্থায় অনাচার রোধ করিবার জন্য আবেদন বাহির করা হইবে, পরোয়ানা বাহির করা হইবে, অনুজ্ঞা বাহির হইবে, দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। কি পরিতাপ! তাহাদের যত কম বুদ্ধি, আমি সাহসের কথা বলিতেছি না, থাকুক্ না কেন তাহারা সে সকল কিছুই গ্রাহ্য করিবে না এবং নিজের পথে চলিতে থাকিবে; তাহারা বিনা প্রতিবাদে আবেদন, পরোয়ানা, অনুজ্ঞা, বাজেয়াপ্তি ইত্যাদি হইতে দিবে এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রভুই থাকিয়া যাইবে। যেখানে সমস্তই হাতে আসিবার নিশ্চয়তা আছে সেখানে খানিকটা অংশ ছাড়িয়া দেওয়া বড় বেশী ত্যাগ বলিয়া আমার মনে হয় না।

ধর্ম্মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এইরূপ নির্দ্দেশ ভাল, অন্য প্রকার শাসন ব্যবস্থায় ইহা অনিষ্টকর। চতুর্থ হেনরী রোমীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন বলিয়া কথিত আছে ; সেই কারণেই প্রত্যেক সাধুব্যক্তির, বিশেষতঃ যিনি যুক্তিতর্ক বুঝেন এরূপ প্রত্যেক শাসন কর্ত্তার, উহা ত্যাগ করা উচিত[১]।

---

১ একজন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে রাজা উভয় চার্চের (Hugenot ও Catholic) পণ্ডিতগণকে লইয়া একটি সভা করেন এবং যখন দেখিলেন যে ক্যাথলিক ধর্ম্মেও মুক্তি পাওয়া যায় একজন আচার্য্য (ministe) এই মত প্রকাশ করিলেন সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখ হইতে সেই কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "কি ! ঐ ভদ্রলোকগণের ধর্ম্মেও কেহ মুক্তি পাইতে পারে ইহা আপনি বিশ্বাস করেন' ? আচার্য্য উত্তর করিলেন যে সে বিষয়ে তাঁহার কোনই সন্দেহ নাই, যদি সে ব্যক্তি সৎভাবে জীবনযাপন করে। রাজা তখন অত্যন্ত ধীর বিবেচকের মত বলিলেন, "নিজের মঙ্গল দেখিতে গেলে তাহা হইলে আমাকে তাঁহাদের ধর্ম্মাবলম্বী হইতে হয়, আপনার ধর্ম্মে থাকা উচিত নয়। কারণ, তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রহণ করিলে' আমি তাঁহাদের ও আপনাদের উভয়ের মতে মুক্তির অধিকারী হইব কিন্তু আপনাদের ধর্ম্মে থাকিলে আমি কেবল আপনাদের মতেই মুক্তি পাইব, তাঁহাদের মতে পাইব না। এখানে নিজের হিত বিবেচনায় আমাকে যে ধর্ম্মে মুক্তি একেবারে নিশ্চয় তাহাই অনুসরণ করিতে হয়" (Péréfize, Hist. d' Henri IV).

৯ম অধ্যায়

উপসংহার

রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে প্রকৃত মূলনীতি সমূহ নির্দ্ধারণ করিবার ও রাষ্ট্রকে তাহার স্বকীয় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিবার পর পররাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিয়া উহার বল বৃদ্ধি করা বাকী থাকিতেছে; এই সম্বন্ধের মধ্যে পড়িবে বিভিন্ন জাতির অধিকার, বাণিজ্য, যুদ্ধ এবং রাজ্যজয়ের অধিকার. সাধারণের অধিকার, সংঘগঠন, কুটনৈতিক আলোচনা, সন্ধি ইত্যাদি। কিন্তু এইগুলি একটি নূতন বিষয়ের মধ্যে পড়ে যাহা আমার সংকীর্ণ অনুসন্ধান ক্ষেত্রের পক্ষে অতি বৃহৎ; আমার দৃষ্টি প্রথমাবধি আরও নিকটে আবদ্ধ রাখা উচিত ছিল।